পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 352 Monday, 25 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৫২ সংখ্যা ❋ ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, সোমবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ভোটগণনা নিয়ে আমেরিকাকে কটাক্ষ, ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মাস্ক
পাতা-২

বাঁকড়ায় হসপিটাল রোডের হাল বেহাল, প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ
পাতা-৩

রেলওয়ে প্রশাসন সর্বশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে তার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে
পাতা-৬

হাসিটুকুই ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো। উপচে পড়া কান্না মোছা হাসি? যন্ত্রণা ভোলার?
পাতা-৮

তৃণমূলের কর্মসমিতির বৈঠকে বসতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ সাংগঠনিক পরিকাঠামো সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে তৃণমূল কংগ্রেস দলের কর্মসমিতির বৈঠকে বসতে চলেছে। দলের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে আজ বিকেল চারটায় কালীঘাটে তার বাসভবনে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বকশি ছাড়াও শীর্ষ নেতা, বিধায়ক সাংসদরা উপস্থিত থাকবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের সংগঠন শক্তি কে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়.তা ছাড়াও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও দুর্নীতি রুখে স্বচ্ছতার লক্ষ্যে দলের বিভিন্ন স্তরে রদবদল সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে বিশেষ সূত্রে খবর মিলেছে। অনদিকে জানতে পারা গিয়েছি, বৈঠকে যোগ দেওয়ার চিঠি পৌঁছে গিয়েছে অন্যান্য সদস্যদের কাছে। কিন্তু তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে ডাক পেলেন না সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। আর জি কর ইস্যুতে দল ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার জেরেই কি এই ঘটনা? উঠছে প্রশ্ন। এদিকে শোনা যাচ্ছে, বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য ডাক পেয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। যদি তিনি এই বৈঠকে যোগ দেন তাহলে জেলমুক্তির পর এই প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হবে তাঁর। উল্লেখ্য, কেষ্ট তিহাড় থেকে বাড়ি ফেরার পরই মুখ্যমন্ত্রী বোলপুর সফরে গিয়েছিলেন।

৬ বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করাতে রাজ্যপালকে বিধানসভায় আমন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যপাল। দুপক্ষের মধ্যে মিষ্টিও দেওয়া-নেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের তরফে এই সদার্থক বার্তা স্রেফ মুখের কথা, নাকি সত্যিই তিনি সম্পর্কের উন্নতি চান, সেটাই এখন দেখার বিষয়। জয়ী ছয় তৃণমূল বিধায়ককে বিধানসভায় এসে শপথ পড়াতে রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গিয়েছে, বিধায়কদের শপথ নিয়ে অযথা জটিলতা তৈরি করেছেন। এবার বিধানসভার চিঠির কী জবাব দেন সি ভি আনন্দ বোস, সেদিকে তাকিয়ে গোটা বিধানসভা। আজ থেকে অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর থেকে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রের খবর, জয়ী ৬ তৃণমূল বিধায়ককে বিধানসভায় এসে শপথ পড়াতে রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এ নিয়ে রাজভবনে চিঠি দিচ্ছেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যপাল শপথ পড়াতে না আসতে চাইলে সেক্ষেত্রে তাঁকে অনুরোধ করা হবে, কাউকে যেন তিনি শপথ পড়ানোর দায়িত্ব দিন। নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যপাল বিধানসভায় এসে শপথ পড়াতে না চাইলে এই দায়িত্ব তিনি হাউসের স্পিকারকেই দেন। তবে এর আগে বার বার এই শপথপাঠ নিয়ে জটিলতা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বরাহনগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবানগোলাক বিধায়ত রেয়াত হোসেন সরকারের শপথ নিয়ে টালবাহানা চলে দীর্ঘদিন ধরে। রাজভবনে গিয়ে তাঁদের শপথ নেওয়ার জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। কিন্তু তাতে নারাজ ছিলেন নবনির্বাচিত বিধায়করা। পালটা তাঁদের আবেদন ছিল, রাজ্যপাল যেন বিধানসভায় আসেন। এই ইস্যুতে তাই তাঁরা বিধানসভার সামনে ধরনায় বসেন। অবশেষে ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথবাক্য পাঠ করানোর দায়িত্ব দিয়েছেন রাজ্যপাল। এবার যাতে এধরনের কোনও ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেকথা মাথায় রেখেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা বলছেন। তাহলে সেই সুসম্পর্কের খাতিরেই তিনি জয়ী ছয় বিধায়কের শপথ পড়াতে বিধানসভায় আসুন। আর তাতেও তাঁর যদি কোন সমস্যা থাকে তাহলে কাউকে দায়িত্ব দিন শপথ করানোর। উল্লেখ্য, বাংলার রাজ্যপাল হিসাবে দু'বছর পূর্ণ করেছেন বোস। সেই উপলক্ষে শনিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানে মেতে থেকেছে রাজভবন। আর সেই আনন্দ আসরে রাজভবনের অভ্যন্তরে নিজের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করে নিজেই তা উদ্বোধন করেছেন রাজ্যপাল। এমন নজির ঘটনায় হতবাক অনেকেই! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিষ্টি- ফলের ঝুড়ি পাঠিয়ে রাজভবনে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে শুক্রবার রাতেই চিঠি দেন বোস। তাঁর বক্তব্য, ' প্রথম বছরটা ছিল আনন্দময়। দ্বিতীয় বছরে কিছু কালো মেঘ জন্মেছিল পারস্পরিক সম্পর্কে মেঘ জমেছিল। তৃতীয় বছর থেকে একসঙ্গে বাংলাকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে চাই।'

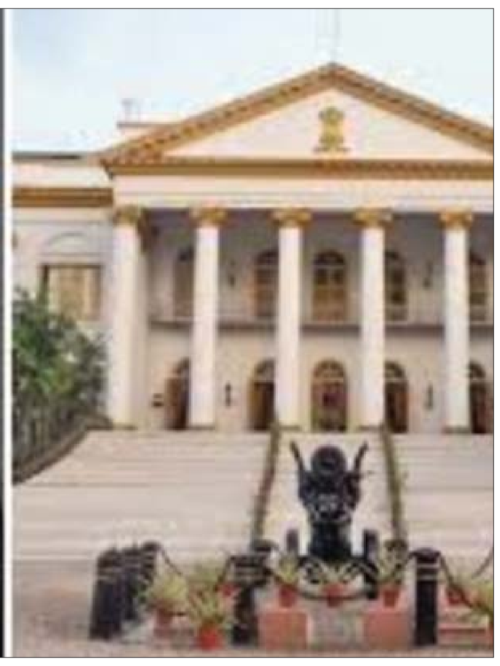

উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পুনরায় যাচাই করার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাবের টাকা নিয়ে দুর্নীতির জেরে রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা ছাড়ার আগে উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পুনরায় যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একজনের টাকা অন্যের একাউন্টে যেন কোনোভাবেই চলে না যায় তা নিশ্চিত করতে উপভোক্তার আসল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং তালিকায় তার নামের সঙ্গে থাকা ব্যাংক একাউন্টের নম্বরে কোন অমিল আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে এই প্রকল্পে উপভোক্তার একাউন্টে প্রথম কিস্তির ষাট হাজার টাকা পাঠানোর আগে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। উপভোক্তাদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় ডেটা এন্ট্রির ক্ষেত্রেও সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

'আমিও ক্যাডেট ছিলাম', এনসিসি দিবসে স্মৃতিচারণ মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪ নবেম্বর ঃ রেডিও অনুষ্ঠানে স্মৃতিকাতর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ছিল এনসিসি দিবস। আর সেই উপলক্ষে এদিন তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় নিজের অতীত অভিজ্ঞতার কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন তিনি। এদিন তাঁকে বলতে শোনা যায়, আজ বড় বিশেষ একটি দিন। আজ এনসিসি দিবস। এনসিসির নাম উঠলেই মনে পড়ে যায় আমাদের স্কুল-কলেজের দিনগুলো। আমি নিজে এনসিসি ক্যাডেট ছিলাম। আর সেই কারণেই পূর্ণ বিশ্বাস থেকে বলতে পারি সেই অভিজ্ঞতা বড়ই অমূল্য। এনসিসি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুশাসন, নেতৃত্ব ও সেবার আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়। আর সেই কারণেই আমি তরুণ প্রজন্মকে বলতে চাই, তাঁরা যেন সকলে এনসিসিতে যুক্ত হয়। এনসিসির অভিজ্ঞতা তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এবং তাঁদের জীবনকে সমৃদ্ধ করবে। পাশাপাশি এদিন মোদির কথায় উঠে আসে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রসঙ্গও। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপনারা জানেন সমস্ত পেনশনভোগীকেই বছরে একবার করে লাইফ সার্টিফিকেট জমা করতে হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত নিয়ম ছিল, বয়স্ক ব্যক্তিদের নিজে ব্যাঙ্কে গিয়ে তা জমা দিতে হত। যা থেকে কল্পনা করা যায়, তাঁদের কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। এখন এই অবস্থা বদলেছে। এখন ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সরল হয়ে গিয়েছে। বয়স্কদের আর ব্যাঙ্কে যেতে হয় না সেজন্য। এদিন মোদির কথায় উঠে আসে চেন্নাইয়ের ' আরিভাগাম' নামের গ্রন্থাগারের কথাও। শ্রীরাম গোপালন নামের এক প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, যিনি দেশের বাইরে দীর্ঘদিন ছিলেন তিনি দেশে ফিরে শিশুদের জন্য এই গ্রন্থাগার শুরু করেন। এখন সেখানে তিন হাজারের উপর বই রয়েছে। শিশুরা সেখানে এসে জ্ঞান আহরণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিদেশে নিজের কর্মব্যস্ততার মাঝেই শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বাড়াতে তিনি এমন পরিকল্পনা করেছিলেন। একথা জানিয়ে তাঁর প্রশংসায় মুখর হন প্রধানমন্ত্রী। ওড়িশা দেশকে শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছে। এখন আদিবাসী সম্প্রদায়ের, ওড়িশার মেয়ে দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এটি আমাদের সকলের জন্য গর্বের একটি বড় উৎস। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'ওড়িষা পরব ২০২৪'-এ যোগ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। দিল্লির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ওড়িশার হস্তশিল্প প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ওড়িশা পরব' উপলক্ষ্যে আমি আপনাদের এবং ওড়িশার সমস্ত জনগণকে অভিনন্দন জানাই। এ বছর গঙ্গাধর মেহরের মৃত্যুবার্ষিকীরও শতবর্ষ। এই উপলক্ষ্যে আমি তাঁর গুণাবলীকে স্মরণ করছি এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ওড়িশাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ১০ বছর ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টা ওড়িশার জন্য একটি নতুন ভবিষ্যতের আশা হয়ে উঠছে। ২০২৪ সালে ওড়িশার জনতা অভূতপূর্ব আশীর্বাদ এই আশাকে নতুন সাহস দিয়েছেন।

সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচনের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে ঃ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৪ নভেম্বর ঃ নন্দীগ্রামের ৭৯ নম্বর বুথে রবিবার আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শেষে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির জয়ের দাবি করেন। তিনি বলেন, মেদিনীপুর, নৈহাটী, তালডাংরা এবং মাদারিহাট কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করবে। তবে সংখ্যালঘু ভোটের আধিক্য থাকা সিতাই এবং হাড়োয়া কেন্দ্রে বিজেপি সুবিধা পাবে না। শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচনের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। তার মতে, সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি ভালো ফল করবে এবং আগামী ২০২৬ সালে গণতন্ত্রের সঠিক প্রতিফলন ঘটবে। তিনি বলেন, নন্দীগ্রামে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করেছি। রাজ্যে ১ কোটি রোহিঙ্গা মুসলিম ঢুকে জনবিন্যাস বদলে দিয়েছে। তৃণমূলের সামাজিক প্রকল্পগুলি বন্ধ করেনি বিজেপি, বরং উন্নত করেছে।তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থানই তার বিজেপিতে যোগদানের প্রধান কারণ। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব মেনে নিতে পারি না। উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, উপনির্বাচন ও সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে তুলনা টানা ঠিক নয়। নন্দীগ্রামে বিজেপির প্রতি জনসমর্থন আরও বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে শাসকদলের মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তার একটি ছবি ঘিরে হরিশ্চন্দ্রপুরে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শনিবার রাত থেকে ওই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পাশাপাশি এলাকার দেওয়ালজুড়ে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। পোস্টারে লেখা হয়েছে, রাজ্যের গদ্দারের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুরের গদ্দার। গদ্দার হটাও, তৃণমূল বাঁচাও। তৃণমূলের একাংশ সরাসরি সঞ্জীব গুপ্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে, তিনি দলীয় পদে থেকে বিজেপির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখছেন। এমনকি, তাকে দল থেকে বহিস্কারের দাবিও তুলেছেন অনেকে।

গোয়েন্দা দপ্তর ও থানাকে 'আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ মনোজ ভার্মার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ কসবার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের উপর হামলার পর ইন্টিলিজেন্স নেটওয়ার্কে জোর দিতে নির্দেশ কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার। শনিবারের সমস্ত থানার ওসি এবং গোয়েন্দা দপ্তরকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। সেখানেই একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, নিজেদের এলাকায় সন্দেহভাজনদের উপর নজরদারি আরও বাড়াতে হবে। নেটওয়ার্ক আরও ভালো করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, কসবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে ডিডি অর্থা গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসারদের আরও সক্রিয় হতে হবে। শহরের অস্ত্র কারবারি ও সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করে ধরপাকড় বাড়াতে হবে। এলাকায় নজরদারি বাড়াতে হবে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঘটনায় তীব্র বিতর্কে জড়িয়েছিল টালা থানা। বার বার প্রশ্নের মুখে পড়ে পুলিশের ভূমিকা। আন্দোলনে চাপে তৎকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে সরিয়ে দেয় নবান্ন। তাঁর পদে আসেন মনোজ ভার্মা। বৈঠকে টালা থানার প্রসঙ্গও ওঠে বৈঠকে। এ প্রসঙ্গে কমিশনারের নির্দেশিকা, সমস্ত থানাকে ময়নাতদন্তের চালান শুরু করতে হবে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর দেহ মর্গে ময়নাতদন্তে পাঠানোর সময় চালান এখন থেকে বাধ্যতামূলক।

মাকে হারিয়ে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত! আর কিছুদিন বাড়িতে থাকতে চেয়ে আবেদন হাই কোর্টে অর্পিতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ প্যারোলে ছুটির মেয়াদ বাড়াতে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় বলে খবর মিলেছে। তিনি দাবি করেছেন, মাতৃবিয়োগে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। তাই আরও কয়েকদিন বাড়িতে থাকতে চাইছেন তিনি। মায়ের মৃত্যুর কারণে গত বৃহস্পতিবার প্যারোলে ছুটি নিয়ে বেলঘরিয়ার বাড়িতে ফিরেছেন অর্পিতা। আই জি (কারা)-এর হাতে কোনও অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের প্যারোলে ছুটি দেওয়ার ক্ষমতা আছে। প্রাথমিকভাবে তিনি দুদিনের ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন। পরে তা আরও দুদিন অর্থাৎ সোমবার অবধি বাড়ানো হয়েছে। ফলে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে সোমবার জেলে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তিনি আরও কয়েক দিন বাড়িতে থাকতে চাইছেমন। মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সারতে চান। আর তাই

প্যারোলের মেয়াদ বাড়াতে চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন। অর্পিতার দাবি, মানসিকভাবে অস্থির অবস্থায় রয়েছেন। তাই আরও কয়েকদিন বাড়িতে থাকতে চাইছেন। ২০২২ সালে ২৩ জুলাই ফ্ল্যাটে টানা তল্লাশিতে টাকা উদ্ধার হওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে। সেই থেকেই জেলবন্দি তিনি। একাধিকবার মায়ের অসুস্থতার কথা জানিয়ে জামিন চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মেলেনি। ফলত মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে মাঝে মধ্যে ফোনে কথা। তবে মেয়ের বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করতেন তিনি। প্রতিবেশীদের বলতেন সেকথা। কিন্তু জীবদ্দশায় মেয়ের দেখা মিলল না। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর বুধবার রাতে বাড়িতেই মৃত্যু হয় অর্পিতার মায়ের। রাতেই খবর পৌঁছয় জেলে। বৃহস্পতিবার সকালেই প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেন অর্পিতা।

মহারাষ্ট্রে ঠাকরে-পাওয়ারদের দুষল কংগ্রেস

মুম্বাই, ২৪ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আঘাড়ির লজ্জার হারে এবার প্রকাশ্যে এল দলীয় কন্দোল। ইন্ডিয়া জোটের হারের জন্য সরাসরি দুই শরিক দল এনসিপি (শরদ) ও শিব সেনা (উদ্ধব)কে দায়ী করলেন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা জি পরমেশ্বর। তাঁর অভিযোগ, শরদ পওয়ার ও উদ্ধব ঠাকরে জয়ের লক্ষ্যে যে রণকৌশল তৈরি করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিকল্পনা মতো শরিকদলগুলি প্রচারেও নামেনি ও একে অপরকে সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ তাঁর। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড দেশের দুই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ্যে এসেছে শনিবার। ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্রে বিজেপি একাই পেয়েছে ১৩২টি আসন। অন্যান্য শরিক শিবসেনা ও এনসিপি যথাক্রমে পেয়েছে ৫৭ ও ৪১টি আসন। অর্থাৎ মহাজুটির মিলিত আসন সংখ্যা ২৩০। যেখানে ম্যাজিক ফিগার ১৪৫। অন্যদিকে, মহা বিকাশ আঘা।রি মিলিত আসন সংখ্যা মাত্র ৪৮। দলভিত্তিক যদি দেখা যায় তাহলে শিব সেনা (উদ্ধব) পেয়েছে ২০টি, এনসিপি (শরদ) ১০টি, কংগ্রেস ১৬টি এবং সপা ২টি। অন্যান্য ১০টি। লজ্জার এই হারের পর শুরুতে ইভিএমের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছিল বিরোধী শিবির। তবে সে অভিযোগ ধোপে টেকেনি। এই পরিস্থিতিতে ইভিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাশাপাশি শরিক দলগুলির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলল কংগ্রেস।

রোমে পৌঁছলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি ও রোম, ২৪ নভেম্বর ঃ রবিবার ইতালি পৌঁছলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ইতালির রোমে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বানি রাও তাঁকে স্বাগত জানান। উল্লেখ্য, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রবিবার থেকে তিন দিনের ইতালি সফরে গেছেন। জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকের অঙ্গ হিসেবে এক আউটরিচ সেশনে যোগ দিতে এস জয়শঙ্করের এই ইতালি সফর। প্রসঙ্গত, এই বৈঠকে ভারত অতিথি দেশ হিসেবে যোগ দিচ্ছে। বৈঠকের ফাঁকে বিভিন্ন দেশের বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে এস জয়শঙ্করের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে। সফর চলাকালীন তিনি রোমে দশম ভূমধ্যসাগরীয় আলোচনাচক্রে যোগ দেবেন। ইতালির বিদেশ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত মন্ত্রকের উদ্যোগে এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল স্টাডিজ।

দিল্লির মসনদ নিয়ে অঙ্ক কষা শুরু অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

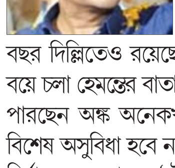

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ঘটনা পরম্পরা মিলিয়ে খুশির জোয়ারে ভাসছেন আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আগামী বছর দিল্লিতেও রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ঝাড়খণ্ডে বয়ে চলা হেমন্তের বাতাসে যথেষ্ট চনমনে কেজরি। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন অঙ্ক অনেকখানি মিলে গিয়েছে। শেষটুকু কষতেও খুব বিশেষ অসুবিধা হবে না। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড দেশের দুই বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ' ইন্ডিয়া শিবিরের দখলে গিয়েছে ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্র গিয়েছে এনডিএ-এর দখলে। এরই মাঝে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে আগামী বছর দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের। তার আগে এই দুই বিধানসভা নির্বাচনের ফলে আশার আলো দেখছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কারণটা অত্যন্ত স্পষ্ট, যে অস্ত্রে দুই রাজ্যে জয়ের স্বাদ চেখেছে দুই শিবির। সেই সব অস্ত্র গোছানো রয়েছে মাফলার ম্যানের আস্তিনে। ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেনের পিছনে অন্যতম বড় কারণ, বিজেপি বিরোধী প্রচার। আরও স্পষ্টভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র'। রাজনৈতিক মহলের দাবি, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এজেন্সিকে ব্যবহার করে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রচারে বার বার তুলেছে জেএমএম। জনকল্যাণমূলক প্রকল্প তো বটেই ঝাড়খণ্ডে হেমন্তের প্রত্যাবর্তনের পিছনে এটা অন্যতম বড় কারণ। জমি দুর্নীতি মামলায় হেমন্তের জেলযাত্রা ও জামিনে মুক্তি সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছে ঝাড়খণ্ডবাসীর।এই ঘটনায় আশ্চর্যজনক মিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। দিল্লিতেও আবগারি দুর্নীতি মামলায় একের পর এক নাগপাশে বন্দী হয়েছিলেন কেজরি ও তাঁর সরকারের মন্ত্রীরা। যদিও সে সব কাটিয়ে বর্তমানে মুক্ত 'মাফলার ম্যান'। জেল থেকে বেরিয়েই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে এই সহানুভূতির ফুল দিল্লিতেও ঝড়ে পড়তে পারে বলে আশা করছে আপ নেতৃত্ব। এর সঙ্গেই রয়েছে আপের সবচেয়ে বড় অস্ত্র জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প। ঝাড়খণ্ড তো বটেই এই অস্ত্রে মহারাষ্ট্রে বাজিমাত করেছে মহাজুটি। মহারাষ্ট্রে 'লাডলি বহেন' ও ঝাড়খণ্ডে 'মাইয়া যোজনা' এই দুই প্রকল্প দুই রাজ্যের নির্বাচনে অন্যতম মাস্টারস্ট্রোক হিসেবে মনে করা হয়। এখানে বাকিদের তুলনায় ঝুলি অনেক বেশি ভারি কেজরিওয়ালের। ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও জল পরিষেবা দিয়ে কংগ্রেসকে হঠিয়েছিল আপ। এর পর একে একে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য। এ ছাড়াও মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা এবং বয়স্কদের জন্য তীর্থযাত্রা প্রকল্প আনে আপ। এখানেই অবশ্য খান্ত থাকেননি কেজরিওয়াল, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহিলাদের জন্য ১০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সব মিলিয়ে যে দুই মন্ত্র দুই রাজ্যে জয়ের কাণ্ডারি হয়ে উঠেছে, সেই সহানুভূতি ও বিনামূল্যে পরিষেবার অঙ্ক কষে দিল্লির নির্বাচনে জয়ের হিসাব কষতে চলেছেন কেজরিওয়াল।

সঞ্জয়কে আর সশরীরে নয়, এবার থেকে ভারচুয়ালি আদালতে পেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাত, ২৪ নবেম্বর ঃ আর সশরীরে হাজির করা হবে না। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আর জি কর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে এবার থেকে ভারচুয়ালি হাজির করানো হতে পারে শিয়ালদহ আদালতে বলে এমনটাই শোনা গিয়েছে। ভারচুয়াল শুনানির জন্য প্রেসিডেন্সি জেলে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে বলে জান গিয়েছে। এরকম এক হাইপ্রোফাইল বন্দিকে রোজ প্রেসিডেন্সি থেকে শিয়ালদহ কোর্টে নিয়ে আসা নিরাপদ নয়। তার জন্য বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করতে হচ্ছে রোজ। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বিপুল পুলিশ ফোর্স সেখানে ব্যস্ত থাকছে। তার উপর প্রিজন ভ্যানে বসে অভিযুক্ত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে নানা মন্তব্য করছে। কখনও কলকাতা পুলিশের দিকে আঙুল তুলছে। আদালতে চত্বরে বিশৃঙ্খলা তৈরি

হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে তাকে রোজ আদালতে আনা সম্ভব নয় বলেই পুলিশের একাংশ মনে করছে। বিচারকের কাছেও বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তাই এবার সঞ্জয়কে ভারচুয়ালি হাজির করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। বিশেষ সূত্রের দাবি, এদিকে আর জি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আগামী সপ্তাহে আদালতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ- সহ ধৃত চারজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিতে পারে সিবিআই।

আদালতে চার্জ গঠনের দিন সঞ্জয় রায় প্রিজন ভ্যান থেকে চিৎকার করে সাফাই দেয় যে, তাকে 'আসলদের বাঁচাতে' ফাঁসানো হচ্ছে। গত সোমবার বিচারপর্বের প্রথম দিনের শুনানির পর শিয়ালদহ আদালত থেকে প্রিজন ভ্যানে করে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে নিশানা করে। ফের তাকে ফাঁসানো হচ্ছে বলে দাবি করতে থাকে। এর পরই তার নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর, বিশেষ প্রয়াসের কথা জানালেন মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে বিশেষ প্রয়াসের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বলেছেন, আগামী বছর স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মবার্ষিকী। এবার দিনটি একটু বিশেষ পদ্ধতিতে উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে ১১ এবং ১২ জানুয়ারি দিল্লির ভারত মণ্ডপমে তরুণদের আলাপ-আলোচনার মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, আর উদ্যোগের নাম 'বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ'। সমস্ত রাজ্য, জেলা ও গ্রাম থেকে প্রায় ২০০০ তরুণ অংশ নেবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আপনাদের মনে থাকবে লালকেল্লা থেকে এমন তরুণদের রাজনীতিতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলাম আমি। যাদের পরিবারে কোনও ব্যক্তি অর্থা সমগ্র পরিবারের কারও রাজনৈতিক ব্রাকগ্রাউন্ড নেই। এমন এক লক্ষ তরুণদের, নবীন যুবদের রাজনীতিতে যুক্ত করার জন্য দেশে বিভিন্ন ধরনের অভিযান চলবে। বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ এমনই এক প্রয়াস। অন্যদিকে মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে এনসিসি-র ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এনসিসি তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। রবিবার এনসিসি দিবস। এই উপলক্ষ্যে মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আজ এনসিসি দিবস। এনসিসি-র নাম শুনলেই মনে পড়ে যায় আমাদের স্কুল-কলেজের দিনগুলি। আমি নিজে একজন এনসিসি ক্যাডেট ছিলাম, তাই আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, এনসিসি থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তা আমার জন্য অমূল্য।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এনসিসি তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের চারপাশে দেখেছেন, যখনই কোথাও কোনও দুর্যোগ হয়, বন্যা হোক, ভূমিকম্প হোক অথবা কোনো দুর্ঘটনা, এনসিসি ক্যাডেটেরা সেখানে সাহায্যের জন্য অবশ্যই উপস্থিত থাকে। অন্যদিকে এক পেড় মা কে নাম অভিযান এখন অন্যান্য দেশেও পৌঁছে যাচ্ছে। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কয়েক মাস আগে, আমরা 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযান শুরু করেছি। সমগ্র দেশের মানুষ ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে এই অভিযানে অংশ নেয়। এখন এই উদ্যোগ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও পৌঁছে যাচ্ছে। আমার সাম্প্রতিক গায়ানা সফরের সময়, রাষ্ট্রপতি ডঃ ইরফান আলী, তাঁর শাশুড়ি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা 'এক পেড় মা নাম' অভিযানে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।সাম্প্রতিক গায়ানা সফর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভারত থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে গায়ানায় একটি 'মিনি ইন্ডিয়া'ও রয়েছে। প্রায় ১৮০ বছর আগে, ভারত থেকে লোকজনকে গায়ানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্ষেতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য এবং অন্যান্য কাজের জন্য। এখন গায়ানার ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজন রাজনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে গায়ানার নেতৃত্ব দিচ্ছে। গায়ানার প্রেসিডেন্ট ডঃ ইরফান আলীও ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত।অন্যদিকে চড়ুই পাখির বিলুপ্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদী। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, চড়ুই আমাদের চারপাশের জীববৈচিত্র্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এখন শহরগুলিতে চড়ুই খুব কমই দেখা যায়। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের কারণে চড়ুই আমাদের থেকে দূরে চলে গিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের অনেক শিশুই চড়ুইকে শুধু ছবি অথবা ভিডিওতে দেখেছে।চড়ুই একাধারে পরিবেশবান্ধব অন্যদিকে কৃষকবান্ধব পাখি। এরা খেতের পোকামাকড় এবং আগাছার দানা খেয়ে ফসলের উপকার করে। এহেন উপকারি পাখিটি নানাভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে চড়ুই সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মার্চ দিনটি ' চড়ুই দিবস' হিসেবে পালিত হয়। চড়ুইয়ের সংরক্ষণের জন্য ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর ২০ মার্চ বিশ্ব চড়ুই দিবস হিসেবে পালিত হয়।চড়ুই পাখির বিলুপ্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, শিশুদের জীবনে এই সু ন্দর পাখিটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু অনন্য প্রচেষ্টা চলছে। চেন্নাইয়ের কুদুগাল ট্রাস্ট চড়ুইযের সংখ্যা বাড়ানোর প্রচারে স্কুলের শিশুদের সম্পৃক্ত করেছে। ইনস্টিটিউটের লোকজন স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের বলেন, চড়ুই দৈনন্দিন জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিষ্ঠান শিশুদের চড়ুইয়ের বাসা তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। এ জন্য ইনস্টিটিউটের লোকজন ছোট ছোট কাঠের ঘর তৈরি করতে শিখিয়েছেন শিশুদের। এতে চড়ুইদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভোটগণনা নিয়ে আমেরিকাকে কটাক্ষ, ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মাস্ক

নিউইয়র্ক, ২৪ নভেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনে ভারত একদিনে প্রায় ৬৪ কোটি ভোটের গণনা করেছে। আর আমেরিকা এখনও পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের ভোটগণনা করে উঠতে পারেনি। সেই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় খোঁচা দিতে ছা।নেনি ধনকুবের এলন মাস্ক। গত ৫ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ হয়েছে। তারপর থেকেই গণনা শুরু হলে একের পর এক প্রদেশে জয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখনও পর্যন্ত ৩১২টি ইলেক্টোরাল ভোট পেয়েছেন তিনি। কমলা হ্যারিসের ঝুলিতে গিয়েছে ২২৬টি ইলেক্টোরাল ভোট। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হলেও ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের ভোটগণনা এখনও চলছে। সেই কারণেই খোঁচা দিয়েছেন মাস্ক। ক্যালিফোর্নিয়ায় মোট ৩ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের বসবাস। তারপরেও এখনও ভোটের গণনা চলছে আমেরিকার এই প্রদেশে। আর ভারত মাত্র একদিনে প্রায় ৬৪ কোটি ভোটের গণনা করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতে এমনটাই বলতে চেয়েছেন মাস্ক। উল্লেখ্য, শনিবারই মহারাষ্ট্রে ও ঝা।খণ্ডে ভোটগণনার পাশাপাশি দেশের ১৫টি রাজ্যে উপনির্বাচনের গণনাও হয়েছে। নজির সৃষ্টি করেছে নির্বাচন কমিশন।

কালিন্দী কুঞ্জে যমুনার জলে বিষাক্ত সাদা ফেনা ভেসে বেড়াতে দেখা গেল রবিবারও

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ দিল্লিতে কালিন্দী কুঞ্জের কাছে যমুনা নদীতে ভাসছে বিষাক্ত ফেনা। সাদা ফেনায় কার্যত ঢেকে গিয়েছে নদীবক্ষ। রবিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিও-য় দেখা গেল এমনই দৃশ্য।বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। রবিবার সকালেও হেরফের হলো না যমুনার 'বিষাক্ত' জলের পরিস্থিতির। যা রীতিমতো উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন বহু মানুষ।

আজ মারাদোনার মারাদোনার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ চার বছর আগে ২৫ নভেম্বর প্রয়াত হন মারাদোনা। সোমবার দিয়াগো আরমানদো মারাদোনার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী।সুপারস্টার মারাদোনার নৈপুণ্যে আর্জেন্টিনাকে এনে দেন বিশ্বকাপ ট্রফি-সহ অগণিত সাফল্য।১৯৮৪ সালের ২৪ বছর বয়সের দুর্বার কেরিয়ারে দিয়াগো আরমানদো মারাদোনা যোগ দেন দক্ষিণ ইতালির সাদামাটা দল নাপোলিতে। ক্লাব ফুটবলের উজ্জ্বল নক্ষত্র মারাদোনা, তাঁর একক নৈপুণ্যে অখ্যাত নাপোলি ঘরে তোলেন ইউরোপ দ্বিতীয় সেরা ট্রফি ইউরোপা লিগ এবং সেই সঙ্গে দুই দুবার হাত উঁচিয়ে ধরেন ইতালীয় সিরি আ ট্রফিও। তাঁরই কল্যাণে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে নাপোলি ক্লাবের নাম।নাপোলি তাকে চিরদিন মনে রাখার জন্য তার গায়ে জড়ানো ১০ নম্বর জার্সি কাউকে কখনও দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর নাপোলির' সাম পাওলো' স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'দিয়াগো আরমানদো মারাদোনা স্টেডিয়াম'।

বইয়ের প্রতি শিশুদের আগ্রহ বাড়াতে চিল্ড্রেন লাইব্রেরি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর ঃ শিশুদের জ্ঞান অর্জনে চিলড্রেন লাইব্রেরির কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর শিশুদের জ্ঞানের বিকাশে চিলড্রেন লাইব্রেরির উপকারিতা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। রবিবার ১৩ প্রতাপগড় মন্ডল আয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে নলেজ বা জ্ঞান ছাড়া কিছুই হবে না। রবিবার ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান। এদিন ১৩ প্রতাপগড় মন্ডলের উদ্যোগে ৩৯ নম্বর বুথে মন কি বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই অনুষ্ঠানে ১৩ প্রতাপগড় মন্ডলের সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। পরে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর আলোচ্য বিষযগুলি তুলে ধরেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন চিলড্রেন লাইব্রেরির উপর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময়ে লাইব্রেরিগুলিতে পাঠকদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হত। এখন মানুষ লাইব্রেরিতে যেতেই চান না। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে প্রতি রবিবার রাজধানীর বীরচন্দ্র সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরিতে নতুন বইয়ের জন্য পাঠকদের লাইন পড়ত। তিনি বলেন, বইয়ের প্রতি শিশুদের আগ্রহ বাড়াতে আমাদের এই ধরনের চিল্ড্রেন লাইব্রেরি গড়ে তোলার ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী দিন আজকের শিশুদের হাতে দেশ পরিচালিত হবে। তাই আজকের শিশুদের মধ্যে জ্ঞান থাকতে হবে। নলেজ বা জ্ঞান ছাড়া কিছুই হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাংগঠনিক কাজকর্ম বাদেও বিজেপি কর্মকর্তাদের আরো অনেক কাজ করার রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর মন কি বাত অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছেন।

কোনও উপনির্বাচনে লড়বে না বিএসপি, জানিয়ে দিলেন মায়াবতী

লখনউ, ২৪ নভেম্বর ঃ কোনও উপনির্বাচনে লড়বে না বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি), জানিয়ে দিলেন দলের প্রধান মায়াবতী। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, ''উত্তর প্রদেশের ৯টি বিধানসভা আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ভোটদান এবং গতকাল যে ফলাফল এসেছে তা নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা করা হযেছে। আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের নির্বাচন কমিশন দেশে ভুয়ো ভোট রুখতে কঠোর পদক্ষেপ না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দল দেশের কোনও উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।মায়াবতী আরও বলেছেন, আগে দেশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনে জেতার জন্য ভুয়ো ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হতো, এখন ইভিএমের মাধ্যমেও তা করা হচ্ছে, যা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগের বিষয়। শুধু তাই নয়, এই কাজ দেশে বেশ খোলামেলাভাবে করা হচ্ছে, বিশেষ করে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি উপনির্বাচনে এবং আমরা সাম্প্রতিক উত্তর প্রদেশের উপনির্বাচনে এমন অনেক কিছু দেখতে পেয়েছি।এটাও আমাদের দেশের গণতন্ত্রের জন্য একটা বড় বিপদের ঘণ্টা।

৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে ফোর্ট উইলিয়ামে গ্লোরি বাইক র‍্যালি

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ২০২৪ ঃ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবিবার ফোর্ট উইলিয়ামে আয়োজন করা হয় গ্লোরি বাইক র‍্যালি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্মরণে ৭১ জন বাইক আরোহী এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিলেন ৩৫ জন সেনা সদস্য, ৩৫ জন সাধারণ নাগরিক এবং ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি-ইনসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর সি তিওয়ারি।র‍্যালিটি প্রিন্সেপ ঘাট সংলগ্ন জর্জ গেট থেকে শুরু হয়ে কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে ফোর্ট উইলিয়ামের স্মারক ভাটিকার কাছে শেষ হয়। মোট ২৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট। ইডেন গার্ডেন্স, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, নেতাজি ভবন ও বিড়লা মন্দিরের মতো ঐতিহাসিক স্থান র‍্যালির পথে অন্তর্ভুক্ত ছিল।লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি নিজেই র‍্যালির নেতৃত্ব দেন এবং বাইক চালিয়ে অংশগ্রহণ কারীদের অনুপ্রাণিত করেন। পরে স্মারক ভাটিকার স্মৃতি সৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি-ইনসি সহ ৭ জন বাইক আরোহী। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।ডিফেন্স সিপিআরও হিমাংশু তিওয়ারি জানান, মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনাদের স্মরণে এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সবাইকে ইতিহাসের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে উৎসাহিত করেছে।

যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য সরকার প্রস্তুতঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত সরকার। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এই বার্তা রাখলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু শীতকালীন অধিবেশন, চলবে আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শীতকালীন অধিবেশনের প্রাক্কালে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, বৈঠকে ৩০টি রাজনৈতিক দলের মোট ৪২ জন নেতা উপস্থিত ছিলেন। অনেক বিষয় রয়েছে। সবাই আলোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, আমরা চাই লোকসভা ও রাজ্যসভায় ভালো আলোচনা হোক। সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। আমাদের একটাই অনুরোধ, সদন ভালোভাবে চলতে দেবেন, যেন কোনও হট্টগোল না হয়। প্রত্যেক সদস্যই আলোচনায় অংশ নিতে চায়, কিন্তু সদন ভালোভাবে চালাতে হবে... শীতকালীন অধিবেশন ভালো, সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সকলের অংশগ্রহণ আবশ্যক।কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, আজ অধিবেশন শুরু হবে। পরশু কোনও লোকসভা অথবা রাজ্যসভা অধিবেশন থাকবে না, কারণ ২৬ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্ণ হবে। ওই দিন সংবিধান দিবস পালিত হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভাষণ দেবেন এবং আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রকাশ করতে যাচ্ছি। এতে সংবিধান সম্পর্কিত অনেক বিষয় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সংবিধান প্রণয়নের আগে কী প্রক্রিয়া ছিল তা অনেকেই জানেন না। বইটি সাধারণ বই নয়।

ঝাড়খণ্ডে নতুন সরকারের শপথ ২৮ নভেম্বর, জানালেন হেমন্ত সোরেন

রাঁচি, ২৪ নভেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ আগামী ২৮ নভেম্বর। ২৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ফের একবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন হেমন্ত সোরেন। রবিবার রাজ্যপাল সন্তোষ গাংওয়ারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন হেমন্ত সোরেন এবং সরকার গঠনের দাবি জানান।রাজভবন থেকে বেরিয়ে হেমন্ত সোরেন বলেছেন, আগামী ২৮ নভেম্বর নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। আজ আমরা (ইন্ডি) জোট সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছি এবং সেই ধারাবাহিকতায়, আমরা রাজ্যপালের সামনে সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছি। আমি তাঁর কাছে আমার পদত্যাগপত্রও জমা দিয়েছি। কংগ্রেস এবং আরজেডি-র দায়িত্বপ্রাপ্তরাও এখানে উপস্থিত ছিলেন, ২৮ নভেম্বর শপথ অনুষ্ঠান হবে।

কলেজটিলার আগরতলা ক্লাবে প্যারিস অলিম্পিকসের স্মৃতি সম্বলিত ছবি নিয়ে প্রদর্শনী

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর ঃ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আগরতলায় আজ সকালে 'এ স্মল পিস অব প্যারিস' শীর্ষক এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কলেজটিলার আগরতলা ক্লাবে প্যারিস অলিম্পিকসের স্মৃতি সম্বলিত ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর আয়োজন করে ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু বলেন, অলিম্পিকসে আরও বেশি করে মেডেল পেতে হলে আমাদের খেলোয়াড়দের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং উন্নত পরিকাঠামো প্রয়োজন। সরকার এই লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রদর্শনীতে রাজ্যপাল প্যারিস অলিম্পিকসের স্মৃতি বিজ।তি ছবিগুলি ঘুরে দেখেন। রাজ্যপাল ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগের প্রশংসাও করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সুজিত রায়, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথ, রাজ্যপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এসবি নাথ প্রমুখ।

সর্বদলীয় বৈঠক করতে সংসদে হাজির সরকার ও বিরোধী পক্ষের সাংসদরা

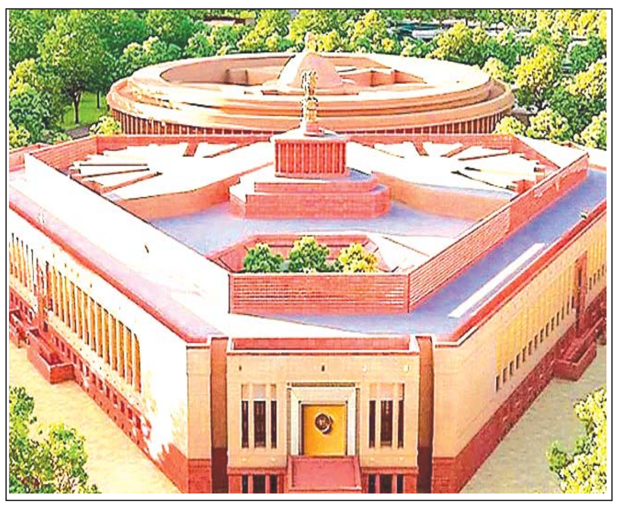

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে রবিবার কেন্দ্রীয় সরকার এক সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল এদিন সকাল সকাল পৌঁছে যান বৈঠকে। উপস্থিত হন বিজেডি-র সস্মিত পাত্র, এমডিএমকে-র সংসদ ভাইকো, কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি, জয়রাম রমেশ প্রমুখ।লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার জন্য এই সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, সোমবার থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। অধিবেশন চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

রাজানগরে সংরক্ষিত বনভূমিতে গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশের

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ২৪ নভেম্বরঃ আবারো পি আর বাড়ি থানার পুলিশ মোনাই পাথর, হেতালিয়া, ওয়াংচেড়া ও কমলাকান্ত পাড়াতে অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করল গাঁজা বাগান। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার ভোর চারটা থেকে বিলোনিয়া মহাকুমার পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে অভিযান চালায় পুলিশ, সিআরপিএফ, আবগারী বিভাগ ও ৪৩ নং বেটেলিয়ান সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সহ বনদপ্তরের কর্মীরা। এই যৌথ অভিযানে ছিলেন পি আর বাড়ি থানার ওসি রতন রবিদাস , সিআরপিএফের এসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট শ্যামলাল মিনা, ৪৩ নং বেটেলিয়ান বিএসএফের ইনস্পেক্টর দর্শন সিং, আবগারি বিভাগের ইন্সপেক্টর রাকেশ সিং, তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের সহকারী বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন সুকান্ত সরকার সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার। মোনাই পাথর, হেতালিয়া, ওয়াংচেড়া ও কমলাকান্ত পাড়ার গভীর জঙ্গলে সাত একর সংরক্ষিত বনভূমিতে দেখা যায় গাঁজা বাগান। চৌদ্দটি কাভারিং প্লটে ৪৮ হাজার পরিপক্ক গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। এই অভিযান শেষ হয় সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ। পুলিশ গাঁজা বাগানের মালিকের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে। এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানান পি আর বাড়ি থানার ওসি রতন রবিদাস।

বৈচিত্রের মধ্যেও ঐক্য আছে, ঃ মোহন ভাগবত

হায়দরাবাদ, ২৪ নভেম্বর ঃ রবিবার লোক মন্থন-২০২৪ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হযেছে। হাযদ্রাবাদের শিল্পকলা বেদিকায় এই চার দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। ভাগবত বলেন, ঐক্য চিরন্তন, বৈচিত্রের মধ্যেও ঐক্য আছে। আমরা অন্য কারও ময়দানে গিয়ে খেলতে চাই না। আমরা বিশ্বকে আমাদের ময়দানে নিয়ে আসতে চাই। ভারতীয় সংস্কৃতি ভাল হৃদয় এবং প্রজ্ঞা প্রদান করে।

উল্টোডাঙায় রেললাইনের পাশের বস্তিতে আগুন, সাহায্যের আশ্বাস সুজিতের

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃরবিবাসরীয় ভোরে ভয়াবহ আগুন লাগল উল্টোডাঙায় রেললাইনের পাশের বস্তিতে। রবিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ বস্তিতে আগুন লেগে যায়। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে পর পর বেশ কয়েকটি ঝুপড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। খবর পাওয়ার পর আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন।আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। সুজিত বলেন, ' আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, স্থানীয় বিধায়ক এবং পুরপ্রতিনিধি তাঁদের সহযোগিতা করবেন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আচমকা এই আগুনে শীতের মধ্যেই গৃহহীন হয়ে পড়লেন অনেকেই।

জনসংখ্যার অনুপাতে ১ শতাংশ রক্ত ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে মজুত থাকা প্রয়োজন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর ঃ জনসংখ্যার অনুপাতে ১ শতাংশ রক্ত ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে মজুত থাকা প্রয়োজন। ত্রিপুরায় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য ৪০ হাজার ইউনিট রক্ত মজুত থাকা দরকার। রবিবার আগরতলায় এগিয়ে চলো সংঘের প্রাঙ্গণে অল ত্রিপুরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এবং এগিয়ে চলো সংঘের সহযোগিতায় রক্তদান উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদান এখন ত্রিপুরায় সামাজিক আন্দোলনের রূপ পাচ্ছে। রক্তের কোনও বিকল্প হয় না। রক্তের কোনও ধর্ম নেই। আমরা বিভিন্ন দানের কথা শুনেছি, তবে রক্তদান সমস্ত দানের উর্ধে। তাই রক্তদান মহ দান। রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা পর্যন্ত রক্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়। রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ এদিকে সতর্ক নজর রাখছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার প্রমুখ।

মহারাষ্ট্রে বিরোধী দলনেতা থাকবে নাঃচন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর ঃমহারাষ্ট্রে বিরোধী দলনেতা থাকবে না। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন মহারাষ্ট্র বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে। তিনি বলেছেন, মহারাষ্ট্রে এবার বিরোধী দলনেতা (এলওপি) থাকবে না। এটা কংগ্রেস ও বিরোধীদের ভুল কাজের ফল। তাঁরা লোকসভা নির্বাচনে ভুয়ো গল্প ছড়িয়ে দিয়ে ভোটারদের প্রতারিত করেছিল। তাই যখন জনতা বিধানসভা নির্বাচনে এই বিষয়ে জানতে পেরেছে, ভোটাররা হরিয়ানার মতো তাঁদের বের করে দিয়েছিল।চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে আরও বলেছেন, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের কারণে, মুম্বইতে বিজেপি সদস্য সংগ্রহ অভিযান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এখন আমরা মহারাষ্ট্রে ১.৫ কোটি নতুন সদস্যের লক্ষ্য নিয়ে তা পুনরায় চালু করেছি। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, বিজেপির সদস্যতা অভিযানের অংশ হও।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ২৪নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৭ অহগ্রহায়ন কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

শহর কলকাতায় ১৮ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে রাতের তাপমাত্রা। আগামী ৭২ ঘণ্টা খুব একটা তাপমাত্রা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫০ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৯মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃআর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষ রাশিঃনতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
মিথুন রাশিঃ উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না।
কর্কট রাশিঃখেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
সিংহ রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। সংসারে শান্তি ।পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। বিবাহের যোগ হবে
তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃনিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে । শুভ দিন
ধনু রাশিঃ প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।
মকর রাশিঃপ্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।
কুম্ভ রাশিঃ অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন ।অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য অর্থে টান পড়তে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
মীন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে আজ। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে।

জলের পাইপ চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও চার দুষ্কৃতি

মিলন সারোয়ার, ২৪ নভেম্বর ঃ রাতের অন্ধকারে লক্ষাধিক টাকার জলের পাইপ চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল চার দুষ্কৃতি। মুর্শিদাবাদ পুরসভার জল প্রকল্পের কাজ চলছে জোর কদমে। সকালে মাটি খুঁড়ে পাইপ পোঁতার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই রাতের অন্ধকারে রাস্তায় ফেলে রাখা লোহার তৈরি জলের পাইপ চুরির চেষ্টা করে কিছু দুষ্কৃতি। সূত্রের খবর,

মুর্শিদাবাদ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ দরজার মাঠে কয়েকশো পাইপ ফেলা হয়েছে। সেখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় কাজের জন্য পাইপ পাঠানো হয়। ওই মাঠ থেকে শুক্রবার রাত আড়াইটে নাগাদ একটি মিনি ট্রাকে কয়েকজন দুষ্কৃতি পাইপ তুলতে থাকে। স্থানীয় এক বাসিন্দা লোহার পাইপের আওয়াজ পেয়ে গভীর রাতেই পুরসভার চেয়ারম্যানকে ফোন করেন। পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন তারা পুরসভার লোক না। তখন বাসিন্দাদের জমায়েত হওয়ার আগেই ট্রাক সহ দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়।কিছুক্ষণ পর ওই দুষ্কৃতীরা লালবাগ জেলখানা সংলগ্ন স্টেশন রোডে ফেলে রাখা পাইপ তুলতে শুরু করে। ওই পাইপগুলো আগেরদিন রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়েছিল সকালে কাজ করার জন্য। সেই পাইপ ট্রাকে তোলার সময় শব্দ হয়। শব্দ শুনে বাসিন্দারা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দে মিন্টা কে বিষয়টি জানালে কাউন্সিলর লোকজন জড়ো করেন। তখন সেখান থেকেও চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে ওই দুষ্কৃতীরা। স্টেশন রোড হয়ে পালানোর সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের পাকড়াও করে। ঘটনাস্থলে থেকে প্রায় ৬৫ টি লোহার তৈরি জলের পাইপ সহ একটি মিনি ট্রাক এবং একটি স্কুটি আটক করে পুলিশ। ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল প্রদীপ কুমার দে (৪২), তার বাড়ি বারাসতের নবপল্লী এলাকায়। আলমগীর শেখ (৩০), বাড়ি ভগবানগোলা থানা এলাকায়। হাবিল শেখ (৩৪) ও টিটন শেখ (২৫), তাদের বাড়ি রানীতলা থানা এলাকায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃত প্রদীপ দের সঙ্গে আরও একাধিক মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া বাকি ৩ জন শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এসেছিল বলে পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার তরফ থেকে মুর্শিদাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় শুক্রবার। এদিন ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত তা মঞ্জুর করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাড়োয়ায় দুঃসাহসিক চুরি সার ও কীটনাশকের দোকানে

হাড়োয়া, ২৪ নভেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানার মল্লিকপুর এলাকায় একটি সার ও কীটনাশকের দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুষ্কৃতীরা শনিবার রাতের অন্ধকারে দোকানের পিছনের দরজা ভেঙে প্রায় ৭০-৮০ বস্তা সার, কীটনাশক, এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। দোকান মালিক রেজাউল মোল্লা রবিবার সকালে দোকান খুলতে এসে দেখতে পান, দোকানের পিছনের দরজা ভাঙা এবং সমস্ত সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মোট মূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন তিনি। খবর পাওয়ার পর হাড়োয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। তবে এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া সামগ্রী কোনও কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই চুরির ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে শুভেন্দুর সঙ্গে তৃণমূল নেতার ছবি ভাইরাল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ নভেম্বর ঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে শাসকদলের মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তার একটি ছবি ঘিরে হরিশ্চন্দ্রপুরে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শনিবার রাত থেকে ওই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পাশাপাশি এলাকার দেওয়ালজুড়ে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। পোস্টারে লেখা হয়েছে, রাজ্যের গদ্দারের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুরের গদ্দার। গদ্দার হটাও, তৃণমূল বাঁচাও। তৃণমূলের একাংশ সরাসরি সঞ্জীব গুপ্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে, তিনি দলীয় পদে থেকে বিজেপির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখছেন। এমনকি, তাকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবিও তুলেছেন অনেকে। তৃণমূল নেতা সঞ্জীব গুপ্তা অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, এটি নোংরা রাজনীতি ছাড়া কিছুই নয়। তার বক্তব্য, শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা এবং তাদের মধ্যে পূর্ববর্তী সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি হোটেলে দেখা হওয়ার পর সৌজন্যতাবশত একসঙ্গে চা খাওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, বিজেপি এই ঘটনাকে তাদের শক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ বলে দাবি করেছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও তৃণমূল নেতা তাদের দলে যোগ দেবেন।

দমদমে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শুনলেন শমীক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত শোনার আয়োজন করা হল দমদমে। রবিবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। দমদমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন-কি-বাত শুনলেন এবং বিশেষ সদস্যতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য-সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ। এছাড়াও দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার কসবা বিধানসভার ভিআইপি বাজার অটো স্ট্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন-কি-বাত শুনলেন এবং বিশেষ সদস্যতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী-সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

বাসুদেবপুরে গণধর্ষণ, হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তরুণী

বাসুদেবপুর, ২৪ নভেম্বর ঃ নারকীয় গণধর্ষণের অভিযোগ উঠলো বাসুদেবপুর থানার পলতা পাড়া এলাকায়। ৩২ বছরের এক মহিলাকে চারজন মিলে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে। শুধু ধর্ষণ নয়, অত্যাচারও নির্যাতিতার গায়ে বিড়ি-সিগারেটের ছ্যাঁকাও দিয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার নির্যাতিতা মহিলা স্থানীয় এক বিয়ে বাড়িতে কাজ করছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে পলতা পাড়া এলাকার একটি গ্যারেজে গণধর্ষণ করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। রবিবার বাসুদেবপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই নৃশংস ঘটনার পরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বাঁকড়ায় সর্দারপাড়া হসপিটাল রোডের হাল বেহাল, প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ নভেম্বর ঃ হাওড়ার বাঁকড়ায় তিন নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্দারপাড়া হসপিটাল

রোডের হাল বেহাল। দীর্ঘদিন ধরে এখানকার বেহাল রাস্তার কোনও সংস্কার হয়নি। ভাঙা রাস্তায় নর্দমা উপচে নোংরা জমা জলে উল্টে পড়ছে গাড়ি। প্রতিদিনই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন সাধারণ পথচলতি মানুষ। অভিযোগ, নিকাশির কাজ না হওয়ায় সারা বছর এখানে রাস্তায় নর্দমা উপচে জল জমে থাকে। এনিয়ে বার বার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ না হওয়ায় রবিবার স্থানীয়রা ওই এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। দীর্ঘক্ষণ ওই অবরোধ চলে। অবশেষে পঞ্চায়েতের সদস্য এবং প্রশাসনিক প্রধানরা এসে আশ্বাস দিলে এদিন অবরোধ ওঠে। এদিনের অবরোধের বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আখতার আলি বলেন, আমাদের বাঁকড়া সর্দারপাড়ার রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। এই কারণে বাচ্ছারা স্কুলে যেতে পারেনা। এখানে সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ৩টে পর্যন্ত সব রাস্তা ডুবে থাকে। তারপর জল সরে যায়। এখানকার নর্দমা যবে থেকে তৈরি হয়েছে তারপর থেকে তা সাফাই হয়নি। এই কারণে প্রতিদিনই রাস্তায় জল জমে যায়। সেই জল বেরতে পারেনা। বিষয়টি পঞ্চায়েতে জানানো হয়েছে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে লোক এসে দেখেও গিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই হয়নি। আমরা চাইছি রাস্তা দিয়ে মানুষ যাতে ভালভাবে যাতায়াত করতে পারে আর রাস্তাঘাট যাতে ভাল থাকে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু শেখ বলেন, আমাদের এলাকায় গত ১০ বছর রাস্তার কোনও সংস্কার হয়নি। এখানে পঞ্চায়েত প্রধান পরিস্থিতি দেখতেও আসেনি। কিন্তু প্রধান এমন লোকেদের পাঠায় যে তারা এখানে এসে খারাপ ব্যবহার করে। আমাদের দাবি রাস্তার সমস্যা প্রধান মেটাক। এখন আমরা এখন রাস্তার উন্নয়ন চাই। দীর্ঘদিন রাস্তার সংস্কার করা হয়নি। প্রধানকে গিয়ে সেই ব্যাপারে জানালে কেউ ট্যাক্স দেয়না বলে দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন। এখানে জল জমে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

সিপিএম ছেড়ে একশো একচল্লিশটি পরিবারের তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৪ ভেম্বর ঃ রবিবার সিপিএম ছেড়ে একশো একচল্লিশটি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করলো। তাঁরা সকলেই সিপিএমের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। জানা গেছে, নলহাটি দুই ব্লকের ভগলদিঘী গ্রামের মিনি মোড়ে সিপিআইএমের পঞ্চায়েত সদস্য সহ ১৪১ টি পরিবারের আনুমানিক ৫০০ জন সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে। যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাঁসন বিধায়ক ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুণ ভট্টাচার্য, জেলাপরিষদের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের কর্মাধ্যক্ষ নাগর চন্দ্র কোনার এবং নলহাটি দুই ব্লকের ফাইভমেন কমিটির সদস্যরা।

এদিনের যোগদান সভায় স্থানীয় বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে ভদ্রপুর দুই নং পঞ্চায়েতের তেতাল্লিশ নম্বর বুথের বহু মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য বলেন, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য রমজানুর হক এবং তার সঙ্গে সিরাজুল, মনিরুল, লাল্টু পল্টুরা মিলে একশো একচল্লিশটি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার আগে তাদের যোগদানের আবেদনকে মঞ্জুর করেছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল, সাংসদ শতাব্দী রায়, বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, ব্লকের ফাইভমেন কমিটি। এই যোগদান সময়োপযোগী। যোগদানকারীরা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নে সামিল হতে তাদের এই সময়োপযোগী যোগদান। যোগদানকারী সিপিএম সদস্য রমজানুর হক বলেন, আমার সঙ্গে একশো একচল্লিশটি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে আমার ভালো লেগেছে। আমার কর্মী সদস্য তথা এলাকার উন্নতির জন্য এই দলে যোগদান করেছি।

বাইক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ২ জনের মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু কান্দিতে

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২৪ নভেম্বর ঃ বাইক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল হাটপাড়ার

২ জন যুবকের, একই পরিবারের দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, কান্দির হাটপাড়া গ্রামে। পরিবার সুত্রে জানা গিয়েছে কাঃিদ থানার অন্তর্গত হাটড়া গ্রামের বাসিন্দা আদর সেখ ওরফে আকসারুদ্দীন সেখ এবং জডান সেখ ওরফে চাঁদ মহম্মদ সেখ, গতকাল রাত ৭ টা নাগাদ গোকর্ণ থেকে বাজার করে বাইকে করে হাটপাড়া গ্রামে বাড়ি ফেরার সময় মোতড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায়, কান্দি গামী একটি ডাম্ফার গাড়ি দুরন্ত গতিতে ধাক্কা মারে, ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে বাইকে থাকা দুই যুবক, সজোড়ে শব্দ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ছুটে আসে এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করেন। মৃত যুবকের নাম আদর সেখ ওরফে আকসারুদ্দীন সেখ বয়স ৩০ বছর, এবং জডান সেখ ওরফে চাঁদ মহম্মদ সেখ বয়স ২৩ বছর। মৃত যুবকের ভাই আনিসুর রহমান বলেন একই বাইকে দুজন খালাইতো ভাই ছিল, আগামী কাল সৌদি জন্য রওনা হবে তার আগে কিছু বাজার এবং ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরছিল কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেলো। মৃত আকসারুলের সেখের স্ত্রী লগিনা বিবি বলেন এক ছেলে এক মেয়ে, তাদের জন্য কিছু খাবার আনতে গিয়ে আর ফিরেনি, আগামী কাল সৌদি আরবে যাওয়ায় জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছিলো, ছেলে মেয়ে দের নিয়ে আমি কীভাবে বাঁচাবো! শনিবার কান্দি হাসপাতালা মর্গে ময়না তদন্ত করে দেহ বাড়ি ফিরতেই হাটপাড়া জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মহাত্মা গান্ধী রোড এবং সেন্ট্রাল স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় রেল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা দেশের প্রথম মেট্রো ব্লু লাইনে অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল দিয়ে স্টিল থার্ড রেল প্রতিস্থাপনের একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং ধীরে ধীরে কাজটি এগিয়ে চলেছে। জাতির প্রতি ৪০ বছর গৌরবময় সেবা সম্পন্ন করার পর, আমাদের মেট্রো সফলভাবে স্টিল থার্ড রেলকে অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল দিয়ে গত রাতে সেন্ট্রাল স্টেশনে মেইন লাইনে প্রতিস্থাপন করেছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে, আমাদের মেট্রো এখন লন্ডন, মিউনিখ, মস্কো এবং ইস্তাম্বুল মেট্রোর লিগের অন্তর্গত। এশিয়ার অন্তত চৌদ্দটি দেশ তার রেকগুলিতে ডিসি ট্র্যাকশন পাওয়ার প্রদানের জন্য তৃতীয় রেল ব্যবস্থা ব্যবহার করে। কলকাতা মেট্রো এশিয়ার পঞ্চম মেট্রো ব্যবস্থা রয়েছে। কলকাতা মেট্রো এবং হংকং মেট্রো হল বিশ্বের প্রথম দুটি মেট্রো যারা কুলিং স্টেশনটানেলের সমাধান নিয়ে এসেছে। উভয় মেট্রো ভিন্নভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং উভয় কুলিং সিস্টেম

ডিজাইনের ৪০ বছর পরেও সফলভাবে কাজ করছে। একইভাবে স্টিল থার্ড রেল, SAIL দ্বারা নির্মিত, একটি কেন্দ্রীয় সরকার PSU, কলকাতা মেট্রোতে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সফলভাবে রেকগুলিতে শক্তি সরবরাহ করছে। প্রযুক্তির বিবর্তনের সাথে সাথে, ৮০-এর দশকের উন্নত সিস্টেমগুলি সবুজ প্রযুক্তি দ্বারা চালিত আজকের যুগে অপ্রাসঙ্গিক এবং শক্তি অদক্ষ হয়ে উঠছে। উপরের তথ্যগুলি মাথায় রেখে, রেল মন্ত্রক ২০১২ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সমস্ত নতুন মেট্রো করিডোর অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল দিয়ে তৈরি করা হবে।

সাতসকালেই বাড়ির দুয়ারে এলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২৪ নভেম্বর ঃ ঘুম থেকে উঠেই এমন ছবি দেখে রীতিমতো হতবাক এলাকার মানুষজন। এ কি দুয়ারে দাঁড়িয়ে খোদ সভাপতি! দুয়ারে সরকারের পর এবার দয়ারে সভাপতি। হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন, সাত সকালে পরিষেবা পৌঁছে দিতে দুয়ারে হাজির পঞ্চায়েতের সভাপতি। দয়ারে সরকারের পরিষেবায় অনেক মানুষ কর্মব্যস্ততায় পঞ্চায়েত অফিসে কিংবা বিভিন্ন স্কুলে অনুষ্ঠিত হওয়া শিবিরে যেতে পারতেন না। তাই তাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই বাড়ির সামনে হাজির হলেন সভাপতি নিজেই। এমন অভিনব উদ্যোগ ব্যারাকপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী সহ পঞ্চায়েত সদস্যদের। রবিবাসরীয় সকালে বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নবকামারগাতি কলোনীর পুকুরপা। এলাকায় এলাকায় ঘুরে চেয়ারে বসে রীতিমতো রেজিস্টারে নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে তিনি শুনলেন অভাব অভিযোগ সমস্যা। বাসিন্দা দের কারো বাড়ির সামনে নোংরা আর্বজনা জমে দুর্গন্ধে ভ্যাট হয়েছে কিংবা ড্রেনে নর্দমায় দীর্ঘদিন জল জমে আবার কারো বা লাইট পোস্টে পর্যাপ্ত আলোর অভাব সহ একাধিক সমস্যা। অভিযোগ শুনে সমস্যার সমাধানেরও আশ্বাস দিলেন এই প্রশাসনিক প্রধান। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন

বিলকান্দা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় সবথেকে বড় সমস্যা ভ্যাটের। সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিরা চেষ্টা করছে সমস্যা সমাধানের। আগে রাস্তা না হলে মানুষ ঝামেলা করত। এখন ভ্যাট করতে গেলে মানুষ প্রতিবাদ করছে। ভ্যাট এখন ছোট কারখানায় পরিনত হয়েছে। ইতিমধ্যেই সাংসদ, বিধায়ক, পানিহাটির চেয়ারম্যান সহ আধিকারিক দের সাথে আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধানে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি জায়গায় ভ্যাট এর পরিকল্পনা চলছে।বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি কর্মী দের নিয়ে একটি টিম ওয়ার্ক কড়ায় গন্ডায় বাড়ির কোনায় কোনায় দল পৌছে যাচ্ছে। গত বছ থেকেই শুরু হয়েছে এই সাত সকালেই পরিষেবায় দুয়ারে সভাপতি। আগামী শুক্রবার শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্বোধন হবে। জনপ্রতিনিধি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বারংবার মানুষকে সচেতন করছে। সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হয় কি করা যাবে। সবাই মিলে রাস্তায় নামলে মূল লক্ষে পৌছতে পারব বলে জানান সভাপতি। সভাপতির এহেনও বাড়ি এসে অভাব অভিযোগ জানা ও তার সমস্যা সমাধানে আশ্বাস দেওয়ায় খুশি এলাকার মানুষজনও। তবে দেখার আগামী দিনে তা কতটা ফলপ্রসু হয়।

হাওড়ায় সারদামণি এ্যাথলেটিক ক্লাবের ২৪তম স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ নভেম্বর ঃ হাওড়ায় সারদামণি এ্যাথলেটিক ক্লাবের ২৪তম স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো। প্রাক রজত জয়ন্তী বর্ষে রবিবার ২৪ নভেম্বর, ২৪তম স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৩৮, জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ দত্ত লেন হাওড়ায় (শ্যামাশ্রী সিনেমার নিকট) সংঘ প্রাঙ্গনে এদিন সকাল ১০টায় ওই স্বাস্থ্য পরীক্ষা পরিষেবা শিবিরের সূচনা করেন বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক তথা হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য শ্যামল মিত্র, প্রাক্তন কাউন্সিলর মল্লিকা রায়চৌধুরী, ব্রতেন দাস, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নিশীথ রঞ্জন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। ক্লাবের সভাপতি সুদীপ পোল্লে (সন্তু) ও সম্পাদক সুনীত দাস (বুড়ো) জানান, এদিন চক্ষু বিভাগ, দন্ত বিভাগ, চর্মরোগ বিভাগ, জেনারেল মেডিসিন বিভাগ, ইএনটি বিভাগ, শিশু বিভাগ, অস্থি বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ১,৬৯০ জনকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়। এদিনের শিবির থেকে বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার, সুগার, এলএফটি, রেটিনাল স্ক্যান, হাড়ের ঘনত্ব ও ফুসফুসের পরীক্ষা সহ বিভিন্ন টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়। বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

চিকিৎসকের গাড়িতে মাদক পাচারে ধৃত চার বারুইপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৪ নভেম্বর ঃ চিকিৎসকের লোগো লাগানো গাড়িতে করে মাদক পাচারের অভিযোগের ঘটনায় এক মহিলা সহ গ্রেফতার মোট চার। উদ্ধার বিপুল পরিমান গাঁজা ও প্রায় ২ লক্ষ টাকা। বারুইপুর থানা এলাকার কুরালি মোড়ে নাকা চেকিং করছিল পুলিশ। সেইসময় চিকিৎসকের লোগো লাগানো একটি প্রাইভেট গাড়িতে তল্লাশি চালানোর জন্য আটকায় পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মুল্য প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। গাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় নগদ ১ লক্ষ ৮৮ হাজার নগদ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ উড়িষ্যার বাসিন্দা বাসন্তী সেনাপতি সহ দেবনাথ নস্কর (গাড়িচালক), শৌভিক বৈদ্য (ক্যানিংয়ের বাসিন্দা), কার্তিক নস্কর (কুলতলির বাসিন্দা) এদের কে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ২১(C) NDPS ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার তাদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এদিন বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানান গাড়িটি বালেশ্বর থেকে আসছিল। ক্যানিংয়ের দিকে যাওয়ার কথা ছিল। গাড়িটি কার তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মাদক কোথায় কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে ৬ লক্ষ টাকার রাস্তার শিল্যানাস

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২৪ নভেম্বর ঃ ৪ টি সংসদের মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে ৬ লক্ষ টাকার রাস্তার শিল্যানাস করলো পঞ্চায়েত সদস্য ! এদিন খড়িবাড়ির রানীগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তর্গত দুলালজোত সংসদে ৩২৭ নং জাতীয়

সড়কের সংযোগস্থল দুধগেট মোড় থেকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ মিটার চওড়া ও ৮০ মিটার লম্বা পাকার রাস্তার শিল্যানাস করলেন দুলালজোতের পঞ্চায়েত সদস্য জীবন নিরলা । সাথে উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ির ব্লক আইএনটিটিউসির সভাপতি হান্দ্রু ওঁরাও, সমাজসেবী অসিত সিংহ , যুবরাজ ছেত্রী সহ অন্যান্যরা। রাস্তাটি জরাজীর্ণ থাকায় ৪টি সংসদের মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হত , আজ রাস্তাটি শিল্যানাস করলাম । আগামীকাল থেকে কাজ শুরু হবে বলে জানান পঞ্চায়েত সদস্য জীবন নিরলা। প্রসঙ্গত ,দুধগেট মোড় থেকে এই রাস্তা ধরে গন্ডগোলজোত, বাজারুজোত, দিলসারাম ও আন্ধারুজোত সংসদের বহু মানুষের যাতায়াত , তবে রাস্তাটি অবস্থা জরাজীর্ণ থাকায় অসুবিধার মধ্যেই যাতায়াত করতে হত । এদিন রাস্তার শিল্যানাস হয়ে খুশি স্থানীয়রা।

ধৃত সঞ্জীব পাখীরার ফাঁসির দাবিতে তৃণমূলের বিক্ষোভ সমাবেশ

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর, ২৪ নভেম্বর ঃ সিঙ্গুরের মহম্মদপুরে ফটোগ্রাফার সোমনাথ মাইতির খুনের ঘটনায় বিজেপি ও এর এস এস কর্মী ধৃত সঞ্জীব পাখীরার ফাঁসির দাবিতে সিঙ্গুরে বড়া তেলিয়ামোড় এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশে। সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত রয়েছে রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল রাজ্য সভাপতি জয় প্রকাশ মজুমদার, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক করবী মান্না, হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গত ৬ ই নভেম্বর স্টুডিও থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় গলার নলি কেটে খুন করে ফটোগ্রাফার সোমনাথ মাইতি কে। পুলিশ খুনের ঘটনায় সঞ্জীব পাখিরা কে গ্রেফতার করে। বর্তমানে সে জেলে বিচারাধীন রয়েছে। রবিবার বিক্ষোভ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মৃত ফটোগ্রাফার সোমনাথ মাইতির স্ত্রী সুইটি মাইতি ও তার পরিবার। পাশাপাশি এই খুনের ধিক্কার জানিয়ে বড়া এলাকার ৩২ জন সক্রিয় বিজেপি নেতা ও কর্মী তৃণমূলে যোগদান করে। বিক্ষোভ মঞ্চে উঠে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এর কাছ থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নেয়।

বাথরুম থেকে নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, গুপ্তিপাড়া, ২৪ নভেম্বর ঃ শনিবার দুপুর থেকে সন্তানের খোঁজ পাচ্ছিলেন না বাবা-মা। পুলিশকে খবর দেওয়া হয় শনিবার রাতেই। পুলিশ বাড়ির আশপাশে খোঁজ চালায় দিনভর। এমনকী ড্রোন উড়িয়েও শিশুর খোঁজ চালানো হয়। নিয়ে যাওয়া হয় স্নিফার ডগ। কোথাও সন্ধান পাওয়া যায়নি। আর রবিবার সকালে শৌচালয়ের দরজা খুলতে গিয়েই চমকে যান শিশুর দাদু। ভিতরে পড়ে রয়েছে এক শিশু। ভাল করে দেখেই বুঝতে পারেন তাঁর নাতি। হুগলির গুপ্তিপাড়ার ঘটনা। নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হল বাড়িরই বাথরুম থেকে। মৃতের নাম স্বর্ণাভ সাহা। মৃত শিশুর বয়স ৪ বছর। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে ঠাকুরদার বাড়িতে খেলতে যাওয়ার কথা জানিয়েছিল ওই শিশু। মা কে বলেই পাশে আত্মীয়ের বাড়িতে যায় সে। তারপর থেকে তার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ তল্লাশির পর, ভোর পাঁচটায় তাঁর দাদু শম্ভু সাহা শৌচালয় থেকে শিশুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা শিশু মৃত বলে ঘোষণা করেন।মৃত শিশুর দিদা জানান, শনিবার দুপুরে শিশুর মা তাকে খেতে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছেলে বলে, একটু খেলে আসছে। এরপর পাশেই ঠাকুমার বাড়িতে চলে যায়। তারপর আর ফেরেনি। তিনি আরও জানান, শিশুর ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গে মাঝে মধ্যেই বচসা হত তার মায়ের। কয়েকদিন আগেই মনোমালিন্য হয়েছিল। তবে এই ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা এখনও বুঝতে পারছে না শিশুর পরিবার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৫২ সংখ্যা, সোমবার, ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সঙ্গীত জগতের ভাবনা-কথা

শচীনকর্তার খুব আফসোস ছিল পঞ্চমকে নিয়ে। তার কারণটাও আবার সলিল। পঞ্চম তখন কিশোর। অথচ সলিলের চলে যাওয়ার এত বছর পরেও একা বাড়িতে বসে যখন ভাবি, মনে হয় এই তো সে দিনের ঘটনা। জোর কদমে চলছে 'দো বিঘা জমিন'-এর গানের রেকর্ডিং। স্টুডিয়োয় এসেছেন শচীনকর্তা। তাঁকে দেখে সলিল তো বেজায় খুশি। হঠাৎ বিমলদার সামনেই দুম করে একটি মন্তব্য করে বসলেন কর্তা। সলিলকে বললেন, ''জানস, আমার সুর মনে ধরে না আমার পোলাডার। ও পাগল তর সুরে। বার বার শুইনতে থাকে তর গান। আমারে ও মানে না। পারিস তো এট্টু বোঝাস পঞ্চমরে।'' ক্ষোভ ছিল কর্তার। কিন্তু ছেলে পঞ্চম ছিল যাকে বলে সলিলের অন্ধ ভক্ত। রেকর্ডিংয়ের সময়ে চলে আসত স্টুডিয়োয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট। রেকর্ডিংয়ের পরও ছাড় নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এমনই সলিল-জাদুতে মজে থাকত ও। মনে পড়ে কত গল্প, কত কাহিনি। কত মানুষের ভালবাসার কথা। তাঁরা শুধু সলিলকে ভালবাসতেন তাঁর সুরের মায়াজালের জন্য। সি রামচন্দ্রন। বিখ্যাত সুরকার। গাড়ি চালাতে চালাতে এক বার শুনতে পেলেন কোথায় যেন বাজছে 'আজা রে পরদেশি'। অভিভূত তিনি! অনেক খোঁজাখুঁজি করে সটান চলে গেলেন স্টুডিয়োয়। সলিলের সঙ্গে দেখা করতে। জড়িয়ে ধরে বললেন, ''দাদা, লতাকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন, মনে হচ্ছে যেন ষোলো বছরের কোনও মেয়ের গলায় গান শুনছি।'' সলিলকে ঘিরে উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান সাহেবের ঘটনাটিও প্রায় একই রকম। এক সময় হাতের কাছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যাঁকেই দেখতেন উস্তাদজি, তাঁকেই অনুরোধ করতেন, ''লেড়কা কো এক বার মেরে পাশ লা সকতে হো?'' তখন 'পরখ' ছবির 'ও সাজনা বরখা বহার আয়ি' গানের সঙ্গে সেতার জুড়ে এমন এক সুর বেঁধেছিলেন সলিল, খুব মনে ধরেছিল উস্তাদজির। বারবার শুনবেন বলে রেকর্ডও কিনে ফেলেছিলেন। তার পরই সেই খোঁজ। খান সাহেব তাঁকে খুঁজছেন শুনে সলিল নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে যান। সে '৬০ সালের কথা। তার আগে, পঞ্চাশের দশক? বাঙালি শ্রোতা তত দিনে মন দিয়ে ফেলেছে সলিলে। এ দিকে সলিল চান মুম্বই যেতে। এমনই এক সকালে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই টেলিফোন। ওপারে থাকা মানুষটি বললেন, ''ঠিক আছে, চলে আসুন।'' সেই মানুষটি আর কেউ নন, স্বয়ং বিমল রায়! বিমলদা। ট্রেনে করে সোজা বম্বে। তার পর তো ইতিহাস। বিমলদার বাড়ি পৌঁছে গেলেন সলিল। কিন্তু সুরকার হিসেবে নয়। কলকাতায় এসে সলিলের লেখা 'রিক্সাওলা' গল্পটি পড়ে খুব পছন্দ হয়েছিল বিমলদার। হিন্দিতে সেই কাহিনি নিয়ে হইহই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সলিলের সঙ্গে কথা বলে বিমলদা ঠিক করেন ছবির নাম হবে 'দো বিঘা জমিন'। চিত্রনাট্যও লিখবেন সলিল। কিন্তু ওই ছবির সুরকার হিসেবে তখনও সলিলের কথা ভাবেননি তিনি। ভেবেছিলেন অনিল বিশ্বাসকে সুরকার করবেন।

মজলিশি রুটি বাকরখানি

এ বাকরখানি আজকের প্রয়াগরাজ শহরে। তখন সকালে ফেরিওয়ালাদের নানারকম আওয়াজের মধ্যে যেটা আমাদের সবচেয়ে আকর্ষণ করতো তা হলো- বাখরখানি। এক বৃদ্ধ চাচার সুরেলা কণ্ঠে এই ডাক ছোটদের কাছে সেদিন ছিল শ্যামের বাঁশি, শোনামাত্রই যার যা সঞ্চয় নিয়ে একছুটে সদর দরজায়। তারপর আর কি, চাচার কাছ থেকে মহার্ঘ ঐ জিনিসটি নিয়ে রোয়াকে বসেই সবাই মিলে খাওয়া আর বাড়ীতে ঢুকে ঠাম্মার কাপড়ে হাতমোছা! ও হরি, তোমরা তো আবার দেখা দূরে থাক নামই শোননি ! এটা একধরণের পরোটা যা ময়দার সাথে দুধের মালাই ও মাখন মিশিয়ে তন্দুরে সেঁকা। হাল্কা মিষ্টি ও মুচমুচে স্বাদ। চা থেকে মাংস সব দিয়েই খাওয়া যায় তবে ছোটদের আর সে ধৈর্য কোথায় ? সুতরাং এমনি এমনিই সই! এপার বাংলায় না পাওয়া গেলেও পুরানো ঢাকার কিছু এলাকায় এখনো এটি তৈরী হয় তবে তার আধুনিকীকরণ হয়েছে । কিন্ত কেন এই অদ্ভুত নাম? অষ্টাদশ শতাব্দীতে আগা বাকের নামে তুর্কিস্তানের এক ভাগ্যবিড়ম্বিত বালক ক্রীতদাস হয়ে এসেছিল এ দেশে। বাংলার সুবেদার নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ সুদর্শন বালকটিকে কিনে নিয়েছিলেন। বালকের বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে নবাব তাকে লেখাপড়া ও সামরিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করে তোলেন এবং তাকে পুত্র হিসেবে দত্তক নেন । ইনি প্রথমে চট্টগ্রামে ফৌজদারের দায়িত্ব পালন করেন, এরপর দীর্ঘ সময় বাকলা চন্দ্রদ্বীপের শাসনকর্তা ছিলেন। তারই নামানুসারে বাকেরগঞ্জ বা পরবর্তীতে বরিশাল জেলার উৎপত্তি হয়। এই বাকের মিঞা ভালোবেসে ছিল সুন্দরী নর্তকী খনি বেগমকে। কিন্ত আরও একজন ছিল নর্তকীর রূপে মুগ্ধ উজির জাহান্দার খাঁর ছেলে কোতোয়াল জয়নুল খাঁ। নর্তকীকে ঘিরে আগা বাকের ও জয়নুল খাঁর প্রেমকাহিনী ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কাছে কোথায় লাগে হালের বলিউডি সিনেমা! নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্র ধরে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বাকেরকে বাঘের খাঁচায় নিক্ষেপ করেছিলেন। শক্তিধর বাকের বাঘকে হত্যা করে খাঁচা থেকে বীরদর্পে বেরিয়ে এলো । এরই মাঝে খনি বেগমকে অপহরণ করে দুর্গম চন্দ্রদ্বীপে পালিয়ে গিয়েছিল জয়নুল খাঁ। আগা বাকের সৈন্য সামন্ত নিয়ে চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হলে জয়নুল খাঁ আর কোন উপায় না দেখে খনি বেগমকে হত্যা করে নিজেও আত্মঘাতী হয়। প্রেমিকাকে কোনদিনই আর পেলেন না বাকের । আর এই প্রেমের স্মৃতি চিরজাগরুক রাখতে এক ধরনের রুটি তৈরি করিয়ে নাম দিয়েছিলেন বাকের খনি । এখনও বাকরখানি রুটি পাওয়া যায় কলকাতার রাস্তায় বিশেষ করে টেরিটি মার্কেট এলাকায়। খুবই নাম করা রুটি। খেতেও বেশ সুস্বাদু।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মাই তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে আসবে।

ভারত অতীতের কঠিন চিন নীতি থেকে ক্রমশ সরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে

বিশেষ প্রতিবেদক

কাশ্মীরকে নিয়ে পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি চিন্তা। এদিকে মোদি সরকার গদিতে বসার সময়েই হঠাৎ করে কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দিয়ে ছিল। ফলে পাকিস্তানের মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে। এখন কাশ্মীরে নির্বাচন হয়েছে। সেখানে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত। দেশের সুপ্রিম কোর্ট আগেই বলে ছিল যে সেপ্টেম্বর মাসে ভোট করতে হবে। সেই দিকে নজর রেখে কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরে নির্বাচন করার ব্যাপারে তৎপর হয় এবং ভারতের নির্বাচন কমিশন সেখানে নির্বাচন তদারকি করে। তার ফলে আজকে কাশ্মীরে বিভান সভা বসেছে। একন কাশ্মীরের বিধানসভা ৩৭০ ধারাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসে বিশেষ রাজ্য হিসাবে সম্মান পাওয়ার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আর কাশ্মীরকে বিশেষ রাজ্য বলে আলাদা করে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না। কাশ্মীরকে মোদি সরকার দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। একটি ভাগে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর। এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে লাদাখ। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করেও সেখানকার রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করে রাখা হয়েছিল। এখন তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বারবার একটি কথা বলে আসছেন সেটা হচ্ছে ভারতকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে দিতে পাকিস্তানকে। পাকিস্তান কীসের ভিত্তিতে সেখানে গণভোট চাইছে সেটা বুঝতে পারছে না মোদি সরকার। মোদি সরকার পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে কাশ্মীর হচ্ছে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনকে পর্যন্ত ভারত সরকার বলে দিয়েছে অর্থনৈতিক কড়িডর করা চলবে না। তার কারণ হচ্ছে কাশ্মীর নিয়ে চিনের মাথা ব্যথার কোনও কারণ নেই। পাকিস্তান এখন পাক কাশ্মীরকে রক্ষা করতে চিনকে পাশে চাইছে। পাকিস্তান দেশটা আজকে বিপন্ন হয়ে গিয়েছে। আমেরিকা হঠাৎ করে ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়বে সেটা বুঝতে পারেনি পাকিস্তান। সেই কারণে পাকিস্তানের কাছে চিন ছাড়া বাঁচার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে চিন লাদাখ অঞ্চলে যে অতিরিক্ত সেনা সমাবেশ করেছিল তা আপাতত বন্ধ রয়েছে। চিন ভারত সীমান্ত সমস্যা সমাধান করার ওপরে বেশ জোর দিতে শুরু করেছে। ভারত চিন সেনারা জোর করে জমি দখল করে রাখার সিদ্ধান্ত পরিহার করেছে। তার ফলে বহু অঞ্চল থেকে চিন সেনারা ক্রমশ সরতে শুরু করেছে। তবে লাদাখে যে চিন ভারতের বেশ কিছু সীমান্ত অঞ্চল দখল করে রেখেছিল তার পিছনে পাকিস্তান গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদত রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছিল। লাদাখে যদি ভারতীয় সেনাদের ব্যস্ত রাখা যায় তাহলে কাশ্মীরের দিকে বেশি করে মনোনিবেশ করতে পারবে না ভারতীয় সেনারা। পাকিস্তানের নিজস্ব কোনও বিদেশ নীতি ছিল না। একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া। এবারে সেই কাশ্মীর নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছেন পাকিস্তানের

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। চিন ও পাকিস্তানের মধ্যে বিদেশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তালিবানদের হাতকে শক্তিশালী করছে পাক জঙ্গিরা। পেছন থেকে মদত দিচ্ছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। এদিকে চিন পাকিস্তান বৈঠকে কাশ্মীর নিয়ে ইসলাবাদের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছে বেজিং। বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের পর একটি যৌথ বিবৃতিতে ভারতর নাম না করে বলা হয়েছে কাশ্মীর নিয়ে কারোর একতরফাভাবে ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা উচিত। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে রাষ্ট্রপুঞ্জের গৃহীত প্রস্তাব মেনে। পাকিস্তান বরাবরই বলে আসছে যে কাশ্মীরে গণভোট করতে হবে। ভারত এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেখানে গণভোট নেওয়ার কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে মোদি সরকারের প্রতি গোঁষা হয়েছে চিন এবং পাকিস্তানের। চিন চেষ্টা করছে তাদের আর্থিক কড়িডরকে রক্ষা করতে। কিন্তু কাশ্মীরের চিনকে জায়গা দেওয়ার কোনও অধিকার তো দেওয়া হয়নি পাকিস্তানকে। কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারতের পক্ষে থাকার জন্য সাক্ষর দিয়েছিলেন। সেটা পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত মেনে চলছে না। তারা বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছে কাশ্মীরে গণভোট করে জানতে হবে সেখানকার বাসিন্দারা পাকিস্তান না ভারতের পক্ষে থাকবে। পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করেছে। ঔদ্ভূত সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং প্রধানমন্ত্রী আগে বলেছিলেন কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বহু বৈঠক হয়েছে। বৈঠক করে কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। যতবার বৈঠক হয়েছে ততবারই পাকিস্তান বৈঠকের নীতি ভঙ্গ করেছে। একদিকে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বৈঠক করছে আবার অন্য দিকে পাকিস্তান সীমান্তে সেনা বাহিনী প্রসারিত করছে। এখন ভারত বলতে শুরু করেছে যে পাকিস্তানকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরৎ দিতে হবে। না হলে কিন্তু যুদ্ধ করেই সেটা নিয়ে নিতে হবে। এদিকে বেজিং স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কাশ্মীর নিয়ে একতরফা পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয়। কূটনৈতিক শিবিরের মত হচ্ছে, চিনের এই বক্তব্য ভারতকে ইঙ্গিত করেই। পাক অধিকৃত কাশ্মীর সফরে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের মন্ত্রীরা। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের উপস্থিত হয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী, স্বাধীন কাশ্মীর করার ব্যাপারে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তিনি বলেছেন, একটা দিন আসবে তখন কাশ্মীরের বাসিন্দারা ভোট দিয়ে জানাবে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে চান কিনা। এর পরেই চিন পাকিস্তান বৈঠকে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবকে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হল। কাশ্মীর প্রসঙ্গ ছাড়ারও ১৪ জুলাই উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানে চিনা ইঞ্জিনিয়াদের ওপরে হামলার তদন্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়াতে শান্তি বজায় রাখতে গেলে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। শান্তি এবং স্থায়িত্ব জরুরী। সে দেশের পক্ষে সংর্ঘবিরতিতে সায় দিতে হবে এবং রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এদিকে আফগানস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালোর দিকে। আফগানিস্তান দূতাবাস খুলছে মুম্বইতে। যদিও ভারত আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবুও আফগান সরকার মুম্বইতে দূতাবাত খুলেছে। এবং সেখান থেকে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হবে বলে আফগান তরফ থেকে জানতে পারা গিয়েছে। আফগান সরকার আরও বলেছে যে মুম্বইতে তাদের দূতাবাত থেকে ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যে সব আফগানরা তাদের জন্মভূতিতে যেতে চায় তারা এখান থেকে যাওয়ার অনুমতি লাভ করতে পারবে। ভারতের সঙ্গে বর্তমান আফগান সরকারের সঙ্গে মৈত্রী সুদৃঢ় হতে শুরু করেছে। ভারত সরকারও আফগানকে শত্রুদেশ হিসাবে গ্রহণ করছে না। এদিকে আফগানিস্তান থেকে বলা হয়েছে যে ভারতের শিল্পপতি, বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারিংরা যারা আফগান উন্নয়নের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তারা নির্ভয়ে আফগানে এসে কাজ করতে পারেন। তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এখন তালিবান সরকার উন্নত আফগান তৈরি করতে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ভারতের সেনা শিবিরে আফগান সেনারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ভারতও বেশ কয়েকবার সামরিক সরঞ্জাম দিয়েছে আফগান সরকারকে। তালিবানরা এখন ভারত শত্রু নয়। ভারতের তথ্য প্রযুক্তি এবং যুদ্ধাস্ত্র কেনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে অস্ত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক চিন চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছে। তবে আফগান যেভাবে ভারতের মানসিক সাহায্যকে স্বাগত জানিয়েছে তাতে মনে করা হচ্ছে যে আগামি দিনে তালিবান সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের একটি মৈত্রী সূর তৈরি হবে।

পুত্রের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিখ্যাত বাবাদের নিয়ে সন্তানদের স্মৃতিকথা দুলর্ভ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ যত দীর্ঘকালব্যাপী পিতাকে কাছ থেকে দেখেছেন, এমনটি আর কোনো সন্তানের ক্ষেত্রে ঘটেনি। পিতাকে কাছ থেকে দেখার টুকরো-টাকরো স্মৃতিস্মারক তাঁর On the edges of time গ্রন্থটি। যার বাঙলায়ন কবির চান্দ করেছেন 'আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ'। সেখান থেকে দু'টো অধ্যায় তুলে ধরা হলো। **বাবার লেখালেখি ঃ** শিলাইদহের বছরগুলোতে বাবা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। কবিতা, গান, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, বক্তৃতা নানাদিকে সমান তালে তাঁর কলম চলেছে। সারাদিন ধরে তো লিখছেনই, কখনও কখনও লেখা চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। তিনি যখন পরিশ্রম করতেন তখন খুব কম খেতেন। মা বিরক্ত হতেন, তবে এটাও জানতেন যে বাবা কোনো বিষয়ে মনস্থির করলে অন্যদের কারও কিছু করার ছিল না। পিসতুতো বোন সরলা দেবী তখন ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। পত্রিকাটি বড় জ্যাঠামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন। পরেও সম্পাদনার ভার আমাদের পরিবারেই থেকে যায়। এক সময় বাবাও এ দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতীর জন্য ছোট নাটক লিখে দিতে সরলা দেবী বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন। নাটক লেখার তাড়না পাচ্ছিলেন না বলে তিনি এতে গা করেননি। বিষয়টি বুঝতে পেরে সরলা দেবী পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে পরবর্তী সংখ্যায় রবি ঠাকুরের নাটক ছাপা হবে। কয়েকদিন পর তিনি বাবাকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে পত্রিকার কাটতি বাড়াতে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন, এখন বাবা যেন পাঠকদের হতাশ না করেন। বাবা প্রথমে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। পরদিন মাকে ডেকে বলেন যে তিনি একটা লেখা ধরবেন, তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। এমনকি খাবারের জন্যও নয়। মাঝে মাঝে দুধ জাতীয় কিছু দিলেই খাওয়ার কাজ চলে যাবে। এ কথা বলে তিনি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। লেখা চলল টানা তিনদিন, কোনো রকম বিরতি ছাড়া। এ তিনদিন বাবা কিছু খানওনি। তৃতীয় দিনের শেষ নাগাদ লেখা শেষ হল হাসির নাটক চিরকুমার সভা। পাণ্ডুলিপি ডাকে পাঠাতে তিনি ভরসা পেলেন না, নিজেই কোলকাতা নিয়ে গেলেন। মা জানতেন যে ভারতীতে সময়মত পাঠানোই বাবার তাড়াহুড়োর একমাত্র কারণ ছিল না। তিনি যখনই কোনো লেখা শেষ করতেন, বন্ধু-বান্ধবকে তা পড়ে শোনানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। সে সময় বন্ধুদের কেউই শিলাইদহে ছিলেন না। তাই তিনি কোলকাতায়ই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ কয়দিনের অনাহারে ও লেখার চাপে এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, জোড়াসাঁকোর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অজ্ঞান হয়ে যান। মা তখন বাবাকে স্বাভাবিক খাবার খেতে রাজি করাতে পেরেছিলেন। **নাটকীয় সেই ঘটনাটি ঃ** শিলাইদহের একটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা তখন গড়াই নদীতে একপক্ষকাল ধরে হাউজবোটে আছি। উনবিংশ শতকের নব্বই দশকের মাঝামাঝি কোনো এক অক্টোবরের ঘটনা এটা। আমি সবে নয় বছরে পা দিয়েছি। বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুকনো মৌসুম তখনও শুরু হয়নি। যুৎসই বালুচরের খোঁজে আমাদের নৌকা এখানে-সেখানে ঘুরছিল। বাবা তখন সাধনা নামের মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। পত্রিকাটির অধিকাংশ স্থান তাঁর নিজের লেখা দিয়েই ভরাট করতে হতো। প্রত্যেক সংখ্যায়ই তাঁর একটি গল্প থাকত। পরবর্তীতে এগুলো গল্পগুচ্ছে স্থান পায়। এ সময়ের বেশির ভাগ গল্পেই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের বিস্তারিত ও অন্তরঙ্গ বর্ণনা স্থান পেয়েছে। শিলাইদহ গ্রামটির অবশ্যই একটি আলাদা গুরুত্ব আছে। কেন না, এখানেই বাবা মাটির সন্তানদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা ভালোভাবে জানতে পেরেছিলেন। তিনি প্রায় সারাদিনই হাউজবোটের সামনের দিকের কেবিনে লেখালেখি করে কাটিয়ে দিতেন। আমি থাকতাম পাশের কেবিনে। ঘোর লাগা চোখে নিয়ত পরিবর্তনশীল নদী-জীবনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সূর্যাস্তের পর বাবা আমাকে ডেক-এ নিয়ে যেতেন এবং যতটা সম্ভব আনন্দ দেবার চেষ্টা করতেন। এক সন্ধ্যায় আমরা রেলিংয়ের খুব কাছে পাশাপাশি চেয়ারে বসে ছিলাম। হঠাৎ বাবার চটি নদীতে পড়ে গেল। তৎক্ষনাৎ তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রবল স্রোতের মধ্যে বেশ খানিকটা সাঁতার কেটে তিনি ওগুলো তুলে নিয়ে আসলেন। রাতের বাকি সময়টুকু চটিজুতা আর ব্যবহার না করা গেলেও তা উদ্ধার করে আনতে পেরে তিনি খুব তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

শীতের গুড় নিয়ে বিস্তর গবেষণা

বিশেষ প্রতিবেদক

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি-মাসের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী শীতের মরসুমে খেজুর রসের প্রাকৃতিক যোগানের ওপর নির্ভর করে প্রধানত রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় তৈরি হয় নলেন এবং পাটালি গুড়। সেই উৎপাদনের একটা বড় অংশ চলে যায় মিষ্টির দোকানে আর বাকি অংশের উপভোক্তা আম জনতা। তাল ও খেজুর গুড় নিয়ে নিবিড় ভাবে কাজ করা ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের (ডি আর সি এস সি) হিসেবানুসারে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারে ফি মরসুমে মাথা পিছু খেজুর গুড়ের গড় চাহিদা হাফ কেজি থেকে এক কেজি। ভেবে দেখার মতো বিষয় হল, বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে গোটা রাজ্যে এবং তার বাইরে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে খেজুর গুড়ের চাহিদা বাড়লেও প্রাকৃতিক নিয়মে কঠিন খেজুর গাছে রস সঞ্চারের সীমা এই তিন মাসই।

উৎকৃষ্টতম রস কিন্তু মেলে আরও কম সময়ের জন্য. ১ ডিসেম্বরের পর থেকে মাত্র ষাট দিন। পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়া পরিবর্তন যে কতটা ক্ষতি করেছে তার একটা চমকে দেওয়ার মতো তথ্য পাওয়া যায়। ধানের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরি ফলের গাছ হল খেজুর। সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত খেজুর গাছ থেকে রস পাওয়া সম্ভব। বছরে আট মাস ধরে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবহাওয়ার গতি কেমন ছিল আর শীতের মেয়াদ ছিল কতদিন। সেই সময় একেকটি গাছ থেকে দৈনিক প্রায় চার কেজি উৎকৃষ্ট রস সংগ্রহ করা হত। এখন সেই পরিমাণও কমে দাঁড়িয়েছে আড়াই-তিন কেজিতে। এক একটি খেজুর গাছ থেকে রস পাওয়া যায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। হাল আমলের ধারণায় খেজুর গাছ অকৃষিজাত। কিন্তু সেই সময় জুন-জুলাই মাসে খেজুর বীজ বপনের প্রথা ছিল। পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে চারার প্রকাশ এবং ছ-সাত বছরের মধ্যে গাছ পুরোপুরি বেড়ে উঠত। ঈষৎ লবনাক্ত জমি ছিল খেজুর গাছের বাড়-বৃদ্ধির সহায়ক। ১৭৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের কালে বা তার পরবর্তী বিশ বছরে সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ কেজি নলেন গুড়ের দাম ছিল ছয়-এগারো টাকা। আর এখন ভালো খেজুর গুড়ের কেজি প্রতি দাম তিনশো টাকা বা তার বেশি

হতে পারে। এক কেজি গুড়ের জন্যে প্রায় সাত-আট কেজি মতো রসের প্রয়োজন পড়ে। নাহলে ঠিক মতো গুড় পাওয়া একেবারে অসম্ভব। খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত খেজুর গুড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রশিক্ষণের উদ্যোগী হয়েছে ডি আর সি এস সি। সংস্থা। তারা জানান যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রামীণ যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্থাটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও খাঁটি তাল ও খেজুর গুড় উৎপাদনে উৎসাহ দিতে বছর তিনেক আগে বাঁকুড়ার গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বেরিয়াথল ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড। পায় চারশো জন চাষি এবং খেজুর ও তাল গাছের মালিক এই উদ্যোগে সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তার ফলে এই প্রশিক্ষণ সংস্থীটি অত্যন্ত মজবুত এবং ক্রেতাদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কোনও রাসায়নিক, প্রিজারভেটিভ এবং চিনি ছাড়া কীভাবে ভেজাল ছাড়া রস মাটির পাত্রে জ্বাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে নলেন গুড়, ঝোলা গুড় ও পাটালি তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গ্রীষ্মে তালের রস, তালের মারি, তাল মিছরি, তাল পাটালি ইত্যাদিও তৈরি হয় একই রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে। এঁদের তদারকিতে উৎপন্ন দ্রব্য বেরিয়াথল ছাড়াও 'ক্রোশজুড়ি পলাশ' ও 'আলোর ঠিকানা' নামের মাধ্যমে বিপণন করা হয়। জৈব উৎপাদনে উৎসাহদানকারী কিছু সংস্থা তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত সামগ্রী কিনে নিয়ে সেগুলি আবার ব্যক্তিগত ক্রেতাদের কাছে খুচরো বিক্রি করে। খাঁটি পণ্যের একটি বাজার তৈরি হয়েছে। সবাই জানে কোথায় গেলে খাঁটি গুড় পাওয়া সম্ভব হবে। সেই কারণে ক্রেতারা একন আর ঠকে না। তারা আসল নকল বোধটা এখন বলতে গেলে নেদ্মজহৈ গিয়েছে। গুড় আসল না নকল তার তারা বুঝতে পারে। তার ফলে বাজারে এখন আর নকল গুড় বেচার কোনও উপায় নেই।

এখান বলা যেতে পারে যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর এলাকায় মাটি ও জল-হাওয়ার প্রভাবে খেজুর গুড়ের সুগন্ধ যেমন বেশি, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের ঊষর ভূমিতে উৎপন্ন খেজুর রসের মিষ্টত্ব আবার তেমনই বেশি। সৌরভ বলছিলেন, বাঁকুড়ার তিন আড়তদারের মাধ্যমে কলকাতার বড়বাজার, দুর্গাপুর ও ঝাড়খন্ডে প্রতি মরসুমে মোট ১০-১২ কোটি টাকার খেজুর গুড় রপ্তানি হয়।

জৈব পণ্য বিপণনকারী আর একটি সংস্থা 'ঢেঁকি'র কর্ণধার বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত এক গ্রামে নিজস্ব তদারকিতে কয়েকজন শিউলিকে তাল ও খেজুর রস থেকে খাঁটি গুড় উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। গত পাঁচ বছর ধরে বেশ কয়েকটি খেজুর গাছ নিয়ে কাজ করে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন একজন গুড় প্রেমী। তিনি এখন খেজুর গাছের গুড় তৈরি গবেষণা করে আরও উন্নত মানে খেজুর গুড় তৈরি করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। গেজুড় গুড় নিয়ে যারা গবেষণা করছেন বা বাজারে আসল খেজুর তৈরি করে বাজারকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন তারা যেভাবে খেজুর গাছের প্রতি যত্নবান হচ্ছেন এবং বিভিন্ন প্রজাতির খেজুর গাছ তৈরি করার দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তবে এবারে লক্ষ্য করার বিষয় যে শঙ্কর জাত খেজুর গাছ তৈরি করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা। শঙ্কর জাত খেজুর গাছ তৈরি করতে পারলে আরও বেশি পরিমাণে রস পাওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন না গুড় বিশেষজ্ঞরা । খেজুর গুড়কে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র শিল্প গড়া সম্ভব বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাজারকে এখন নিয়ন্ত্রণ করছে বহু ভেজাল গুড়ের অসৎ কারবারিরা। তারা বলতে গেলে বাজারকে একেবারে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করছে। এর ফলে খদ্দেররা আর বিশ্বাস করছে না। ফলে মার খাচ্ছে আসল গুড়ের ব্যবসায়ীরা। তারা বাজার ঠিক রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে ।

পথের পাঁচালির ছবিতে চুনিবালার অভিনয়

মানিকবাবুরা নিভাননী দেবীর কাছে 'পথের পাঁচালী'র' চুনিবালা দেবীর কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি অভিমানের সুরে বলেছিলেন এতদিনে তাঁর মায়ের কথা মনে হল। চুনিবালা দেবীর সাথে সত্যজিৎ রায়দের আলোচনা তিনি শুনছিলেন,কিছুক্ষণ পরে মুখ ফুটে বলে উঠলেন 'রোজকার কাজের জন্য ওঁকে আপনারা দশটা করে টাকা দিতে পারবেন তো?'

অনিল চৌধুরি বলে দিলেন ' কুড়ি টাকা করে দেব'। ব্যস আর কিছু বলার দরকার হয় নি।

ঠিকানা খুঁজে সত্যজিৎ,বংশী আর অনিল এক রবিবার দিন গিয়েছিলেন নিভাননী দেবীর খোঁজে কারণ রেবা দেবী (পথের পাঁচালীর) সেজোঠাকরুণ তাদের বলেছিলেন একজন অভিনেত্রী আছেন মঞ্চে তিরিশ বছর অভিনয় করেছেন কেউ তাঁর কথা মনে রাখে নি।এখন আশি বছর বয়স হবে। নিভাননী দেবীর (ইনিও একজন অভিনেত্রী) কাছে তাঁর খোঁজ মিলবে। তিনি তখন থাকেন শহরের আর-এক প্রান্তে, মঞ্চে,পর্দায় অভিনয় করছেন। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। আদপে চুনীবালার মেয়ে নিভাননী নন, তবে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা আর ভালবাসার টানে তাঁকে মা বলতেন। নিভাননী চা আনতে গিয়েছিলেন ততক্ষন বৈঠকখানায় অপেক্ষার পালা। মাথার ওপরে চার ব্লেডওয়ালা পুরনো ডিসি ফ্যান ঘটাং -ঘটাং করে শব্দ করছে। একটি ছবি দেখা গেল শার্ট-ধুতি পরা এক ভদ্রলোকের পায়ের কাছে নীভাননী বসে আছেন। তাঁর আশ্রয়ে তিনি আছেন তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার নয়। আরও নানা ফটোগ্রাফে হরেক পোশাকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। মানিকবাবুরা কিছুক্ষন অপেক্ষার পর এসেছিলেন চুনিবালা। পরনে সাদা থান। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহ,গাল দুটি বসে গেছে,সাদা চুল ছোট করে ছাঁটা। তিনি সত্যজিৎ রায়দের দিকে তাকিয়ে হেসে নিলেন। ফোকলা হাসি। চুনিবালা তখন নিজের কথা বলতে শুরু করেছেন,সময়কালে বড়-বড় ভূমিকায় অভিনয় করেছেন,তারপর বয়স চলে গেলে যখন নায়িকার ভূমিকায় আর নামাবার অবস্থা নেই তখন সবাই তাঁকে ভুলে গেল। নিভাননী তখন তাঁকে থামিয়ে বলেছিলেন 'মা এনারা সিনেমার লোক। তোমাকে একটা পার্ট দেবেন। তাই নিয়ে কথা বলতে এসেছেন'। সব শুনে চুনিবালা বলল তাঁর যে আশি বছর বয়স এই বয়সে সে কি পার্ট করবে!

দেবের সামনেই লাঠালাঠি তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর

ঝরল রক্ত, হাসপাতালে ভর্তি একাধিক কর্মী

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২৪ নভেম্বরঃ কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে চর্চা হয়েছে ঘাটালে। তবে রবিবার যে ছবি দেখা গেল, তা ভয়ঙ্কর। শাসক দলের দুই গোষ্ঠী হাতে লাঠি নিয়ে তেড়ে যাচ্ছেন একে অপরের দিকে! স্টেডিয়ামের মাঠ আগেও প্রকাশ্যে এসেছে। কিছুদিন আগে একটি অডিয়ো ক্লিপ নিয়েও বিতর্ক বাড়ে। যদিও দেব পরে বলেছিলেন যে শঙ্কর দোলুই তাঁর রাজনৈতিক গুরু। তবে দ্বন্দ্বের বিষয়টি জিইয়ে রয়েছে ঘাটালের রাজনীতিতে। আর আজ সেটাই চরম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাংসদের সামনে এভাবে মারপিটের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। শাসক দলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ''নিজেরাই একে অপরকে মারছে। আসলে সবটাই

থেকে গ্যালারি সর্বত্র চেঁচামেচি, মারপিঠ! ঘটনায় ইতিমধ্যেই আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বেশ কয়েকজন। রবিবার দুপুরে ঘাটালের অরবিন্দ স্টেডিয়ামে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর খণ্ডযুদ্ধ দেখা গেল। দেব ও শঙ্কর দলুইয়ের অনুগামীর মধ্যে এই সংঘর্ষ বলেই সূত্রের খবর। ঘাটালে জনপ্রিয় শিশুমেলায় রবিবার উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ দেব। সেখানেই এই সংঘর্ষের ছবি দেখা যায়। রীতিমতো রক্তারক্তি অবস্থা হয় এদিন। সাংসদ দেব ও প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর অনুগামীদের দ্বন্দ্বের কথা আকার নেয়। ঘাটালে প্রায় ৩০ বছর ধরে চলছে শিশুমেলা। এই মেলার জনপ্রিয়তা প্রবল। কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে, দেব ও শঙ্কর দোলুইয়ের মধ্যে কার হাতে মেলার রাশ থাকবে, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে। আজ সেই মেলা নিয়ে একটি বৈঠক ছিল ঘাটালে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেব, ছিলেন শঙ্কর দোলুই। সেখানে ঠিক হয়, মেলার রাশ উভয়ের হাতেই থাকবে। সেই মিটিং-এর মধ্যেই আচমকা হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এরপর রক্তারক্তি পরিস্থিতি তৈরি হয়। বেশ কয়েকজনকে আহত অবস্থায় দলের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপার।'' তবে তৃণমূল দাবি করছে, এটা ছোটখাটো ব্যাপার, বড় করে দেখানো হচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি বলেন, ''এটা বড় কোনও ব্যাপার বলে আমি মনে করি না। এটা কোনও গোষ্ঠীর ব্যাপার নয়, হতে পারে কোনও ছোটখাটো ব্যাপার।'' এই উত্তেজনার পর শঙ্কর দোলুই বলেন, ''এটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল। আগে বুঝতে পারিনি। মারপিট করার জন্য গাড়িতে করে লাঠি আনা হয়েছে।'' যদি তিনি সরাসরি কারও দিকে আঙুল তোলেননি। তবে তাঁর নিশানা যে দেবের দিকেই, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অন্যদিকে, দেব বলেন, ''ঘাটালের মানুষকে সম্মান জানাতে এসেছিলাম। এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারিনি। আমি দুঃখিত ঘাটালের মানুষের কাছে। ক্ষমা চাইছি। দেব সাংসদ থাকুক বা না থাকুক, এমন ঘটনা ভবিষ্যতে কোনদিন ঘটবে না, ঘাটালের মানুষকে কথা দিচ্ছি।'' তারকা সাংসদের সংযোজন, ''১১ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এই ধরনার ঘটনা প্রথম ঘটল। আমি একতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। শিশুমেলা নিয়ে অনেক দিন ধরেই সমস্যা চলছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজ ঘাটালে ছিলাম। মেলায় স্টলের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তারপরেও এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। শুনলাম সকাল থেকে লাঠি রাখা হয়েছিল। প্রশাসন কেন তার উপর নজর রাখেনি তার জন্য তাদের জবাব দিতে হবে। সকলকে নিয়ে মেলা করার কথা বলেছিলাম। এই নিয়ে কোলাঘাটে শঙ্করদার সঙ্গে আলোচনাও হয়।'' এই অশান্তির জন্য মেলা অবশ্য থেমে থাকবে না, তা জানিয়েছেন দেব। ঘাটাল রাজনীতিতে দেব এবং শঙ্কর দোলুইয়ের 'সম্পর্ক সমীকরণ' কারও অজানা নয়। প্রাক্তন বিধায়কের সঙ্গে বর্তমান সাংসদের মনোমালিন্য অতীতে একাধিকবার সামনে এসেছে। এ বার শিশু মেলা নিয়ে উত্তেজনার ঘটনায় নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে ঘাটালের রাজনৈতিক মহলে।

কী এমন অপরাধ! কান ধরে টেনে 'ছিঁড়েই' দিলেন স্যার! সেলাই পড়ল হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২৪ নভেম্বরঃ শিশুদের কাছে স্কুল হল 'দ্বিতীয় বাড়ি'। আর বাবা-মায়ের পরই অভিভাবক হিসেবে গুরুত্ব পান স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। দিনের অনেকটা সময় স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গেই থাকে পড়ুয়ারা। তাই অন্যায় করলে তাঁরা বকাবকি করবেন, সেটা অনভিপ্রেত নয়। তাই বলে কান টেনে 'ছিঁড়ে দেওয়া! এমনই অভিযোগ উঠল নদিয়ার রানাঘাটের এক বেসরকারি স্কুলে। অভিযোগ, শিক্ষক পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রের কান ধরে এমন টান মারেন, যাতে কান কেটে রক্ত বেরতে থাকে। পরে ওই পড়ুয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবার। কানে সেলাই পড়ে তার। শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ে করা হয়েছে পরিবারের তরফে। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ শিক্ষকমহল। ছাত্রের দাবি, ক্লাসের মধ্যে এক সহপাঠীর সঙ্গে মারামারি চলছিল। সেই সময়ই এভাবে তাকে মারতে উদ্যত হন ওই শিক্ষক। সে জানায়, তার এক সহপাঠী তার একটি পেন নিয়েছিল লেখার জন্য। লেখার পরও সেটা ফেরত না দেওয়ায় তা সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এরই মধ্যে হেসে ফেলে ওই ছাত্র। তারপরই তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় কানে ও শরীরে চোট পায় ওই ছাত্র। রানাঘাট বেসরকারি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র। 'সুভাষ স্যার' ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্ত ছাত্রের পরিবার।

সরকারি জমি দখলের অভিযোগ, আসানসোলে গ্রেফতার ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৪ নভেম্বরঃ সরকারি জমি দখল ও পুকুর ভরাটের অভিযোগে ব্যবসায়ী দীনেশ গড়াইকে গ্রেফতার করল আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়। ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একই অভিযোগে, শনিবার গ্রেফতার করা হয় উইলসন নামের আরেক ব্যক্তিকেও। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশের লাগাতার অভিযান চলছে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে।

আমমোক্তার নামা

আমমোক্তার পত্র গ্রহীতাঃ- নুর রহমান মল্লিক, পিতা মরহুম শাহাজান মল্লিক, সাং ও পোঃ বড়গাছিয়া, পিন নং ৭১১৪০৪, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, জাতি মুসলমান, (ভারতীয় নাগরিক), পেশা চাষাদী। **আমমোক্তার পত্র দাতাঃ-** ১) শ্রী সুনীল কুমার সাঁতরা, পিতা- স্বর্গীয় শীতল সাঁতরা, ২) শ্রীমতী সেবা সাঁতরা, স্বামী শ্রী সুনীল সাঁতরা, উভয়ের সাং কমলাপুর, পোঃ বড়গাছিয়া, পিন নং ৭১১৪০৪, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, জাতি হিন্দু, (ভারতীয় নাগরিক), পেশা চাষাদী ও গৃহকার্য্য।

অত্র আমমোক্তার নামা টি দলিল নং ০৫০৮০৩২২০ / ২০২৩ ভলিউম, পেজ ৫৬৯০৪- ৫৬৯১৫, রেজিস্ট্রেশন তারিখ ২৬।১২।২০২৩, কয়েরী নং ০৫০৮২০০৩১১৬৮৩১/২০২৩, সিরিয়াল নং- ০৫০৮০০৩১৬৮/২০২৩, এল, আর বা হাল ২৩৯৮ দাগে এল. আর বা হাল খতিয়ান নং ১৭৭১ শ্রী সুনীল কুমার সাঁতরা ২ আনা অংশে ৫১ শতকের মধ্যে ০.০৬৩৮ অংশে ০৪ শতক এবং এল. আর বা হাল ২৩৯৮ দাগে এল.আর বা হাল খতিয়ান নং ১৭৭২ সেবা সাঁতরা ১ আনা অংশে ৫১ শতকের মধ্যে ০.০৬৩৭ অংশে ০৩ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। যদি কোন ব্যাক্তির অত্র আমমোক্তার নামা নিয়ে আপত্তি থাকে তাহলে অদ্য তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে জগৎবল্লভপুর বি.এল. এ্যান্ড এল. আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন, না হইলে আইন মোতাবেক কাজ হইবে।

৭ হাজার ভোটের ব্যবধান কোন ম্যাজিকে বেড়ে ৩৪ হাজারে?

উপনির্বাচনের ফল সামনে আসতেই মাথার চুল ছিঁড়ছে বিরোধীরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ নভেম্বরঃ ছয় আসন। ছ'টিতেই বড় জয় নিশ্চিত করেছে ঘাসফুল শিবির। সব জায়গাতেই উড়েছে তৃণমূলের জয়ধ্বজা। কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে বিরোধীরা। বিরোধী শিবির থেকে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে হারের কারণ নিয়ে। কয়েক মাস আগে হওয়া লোকসভা নির্বাচনে যেখানে বিধানসভা ভিত্তিক ফলে তালডাংরা বিধানসভায় এগিয়ে ছিল তৃণমূলই। তবে ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছিলেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। বিজেপি প্রার্থীর থেকে ব্যবধান ছিল মাত্র ৭৪৮৩টি ভোট। কয়েকমাস পর হওয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে সেই ব্যবধানই বেড়ে হল ৩৪ হাজার ৮২টি ভোট। উপনির্বাচনে তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের কেন এই দাপট? কেনই বা কমল গেরুয়া শিবিরের ভোট? নিজেদের প্রত্যাশাই বা কেন পূরণ করতে পারল না বামেরা? ফলাফল ঘোষণা হতেই তার ময়নাতদন্তে নেমেছে ডান-বাম সব দল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের মতে গত কয়েক মাসে এলাকায় অনেকটাই ঘর গোছাতে সমর্থ হয়েছে তৃণমূল। সেখানে পিছিয়ে পড়েছে বাম-বিজেপি। অন্যদিকে, উপনির্বাচনে বামেরা একলা চলো নীতি নিয়েও অল্প

কিছু ভোট বৃদ্ধি করেছে। তালডাংরা বিধানসভা একসময় ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গোটা রাজ্যে যখন সবুজ ঝড় তখনও এখানে ছিল বামেদের দাপট। কিন্তু ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে এই তালডাংরার দখল নেয় ঘাসফুল শিবির। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির তুলনায় ১২৩৩৭টি বেশি ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ৭৪৮৩ ভোটে। স্বাভাবিকভাবেই এই উপনির্বাচনে তালডাংরা আসন নিয়ে যথেষ্ট প্রত্যাশা ছিল গেরুয়া শিবিরের। কিন্তু, শনিবার গণনা শুরু হতেই তালডাংরা বিধানসভা জুড়ে শুরু হয় সবুজ সুনামি। সেই সুনামির তোড়ে শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গিয়ে দাঁড়ায় ৩৪ হাজার ৮২ ভোটে। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের ভোট বাড়ার পিছনে শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রভাব নয়, তার পাশাপাশি অন্যান্য কিছু সমীকরণও কাজ করছে। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, শাসকদলের অধীনে থাকা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে তৃণমূলকে ভোট না দিলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সঙ্গে ভোটারদের সিঁদুর কৌটো এবং তার ভিতরে টাকা দিয়ে প্রভাবিত করা হয়েছিল। বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে বহিরাগত ও দলবদলু প্রচারও কাজ করেছে বলে দাবী বিজেপির। তবে তৃণমূলের দাবি, এই ইস্যুগুলি ছাড়াও আরজি কর নিয়ে বিজেপির অবস্থান এবারের ভোট বাক্সে ব্যুমেরাং হয়েছে। অন্যদিকে তালডাংরা বিধানসভার উপনির্বাচনে বাম ও কংগ্রেস আলাদাভাবে লড়াই করলেও লোকসভা নির্বচনের তুলনায় বামেদের প্রাপ্ত ভোট বেড়েছে প্রায় ৩ হাজার। বামেদের দাবি, তৃণমূল ও বিজেপি, উভয় দলের উপর থেকেই ধীরে ধীরে মানুষ ভরসা হারাচ্ছে। তার ফলেই এই ভোট বৃদ্ধি।

দাদাকে খুনের অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা, আত্মহত্যা ভাইয়ের

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৪ নভেম্বরঃ প্যারোলে বেরিয়ে আত্মহত্যা বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সাজাপ্রাপ্ত এক আসামীর। মৃতের নাম নারায়ণ মণ্ডল (৫৫)। বাড়ি তপন থানার রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের করদহতে। তবে বর্তমানে তাঁর স্ত্রী চকভৃগু এলাকায় দুই ছেলেকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। বিকালে ভাড়া বাড়ির শৌচালয় থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু, বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পুলিশ মর্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকার কারণে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। কী কারণে ওই আসামী আত্মহত্যা করল তা নিয়ে ধন্দে পরিবার পরিজন। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ২০১০ সালে নিজের দাদাকে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল নারায়নের বিরুদ্ধে। ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। নারায়নকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা হয়। তার পর থেকে নারায়ণ বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছে।

মন্দারমণির হোটেল ভাঙা নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যে দিঘায় আসছেন মমতা, তাজপুরেও এবার জমি জট

দুরন্ত বার্তা, মন্দারমণি, ২৪ নভেম্বরঃ মন্দারমণি ও সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্র তীরবর্তী হোটেল ভাঙা নিয়ে চাপানউতোর চলছেই। অভিযোগ, উপকূল বিধি লঙ্ঘন করে গজিয়ে ওঠেছে ১৪০ হোটেল। সেগুলিই ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল পরিবেশ আদালত। তোড়জোড়ও শুরু হয়ে যায়। যদিও এরইমধ্যে জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। আসে স্থগিতাদেশ। এই চাপানউতোরের মধ্যে ফের তাজপুর উপকূলে জমি জট। উঠল জমি দখলের অভিযোগও। বাড়ছে চাপানউতোর। এরইমধ্যে জানা যাচ্ছে ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহের দিকেই

দিঘায় আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা সদরে প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের কাজও খতিয়ে দেখতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। মমতার আগমনের খবর সামনে আসতেই তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে জেলা প্রশাসনের অন্দরেও। মমতার কাছে হোটেল মালিকরাও নানা দাবি-দাওয়া রাখতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। এরইমধ্যে তাজপুর সমুদ্র সৈকতে বন দফতরের জমি দখলের অভিযোগ উঠল সেচ দফতর ও এলাকার কয়েকজন দোকানিদের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর। যদিও বন আধিকারিক ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও তিনি জানাচ্ছেন সেচ দপ্তর সমুদ্র উপকূলে যে ব্ল্যাক স্টোন তা আদপে ফরেস্টের জায়গায়। আরও ব্ল্যাক স্টোন ফেলতে চেয়ে এনওসি-ও চাইছে তাঁরা। অন্যদিকে কিছু অস্থায়ী ও চা-সিগারেটের দোকান ওই জায়গাতে পাকা ঠিকানা খোঁজার চেষ্টা করছে। খবর পেয়ে বন দফতরের তরফে তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-VI, KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: VI/061/034/2024-2025/D
Name of the Work: **Repairing of road surface by providing asphaltum mixture at Ripon Lane, Elliot Road, Mcleod Street, Park Lane, M.R.C. Road and different places disturbed by different P.U. Agencies and Natural Wear and Tear in Ward No.-61.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,282.00**. Earnest Money: ₹ **6,100.00.** Period of Completion: **100 days**.

(2) NIT No.: VI/062/017/2024-2025/R
Name of the Work: **Renovation of Latrine & Bathing Platform at 14, Aga Mehdi Street, 2H/5 Nawab Abdul Latif Street, 12H/12 Aga Mehdi Street etc. in Ward No.-62.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,49,868.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **40 days**.

(3) NIT No.: VI/062/018/2024-2025/R
Name of the Work: **Improvement of IP & concrete surface passage at 40A, Imdad Ali Lane, 35, Taltala Lane, 9, Ripon Square etc. in Ward No.-62.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,79,228.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **40 days**.

(4) NIT No.: VI/062/022/2024-2025/D
Name of the Work: **Restoration of asphaltum road surface disturbed due to Departmental thorough drainage work in front of Khalifa Masjid on Pemantle Street in Ward No.-62.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,83,108.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **21 days**.

(5) NIT No.: VI/060/015/2024-2025
Name of the Work: **Improvement of Court Yard at 3A, Kimber Street (near Alfunnesa Masjid) in Ward No.-60.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,49,989.00**. Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **30 days**.

(6) NIT No.: VI/053/024/2024-2025/R
Name of the Work: **Renovation of Latrines at 17/2/H/12 Smith Lane, 100B, 100C Durga Charan Doctor Road and different places in Ward No.-53.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,098.00**. Earnest Money: ₹ **6,100.00.** Period of Completion: **40 days**.

(7) NIT No.: VI/053/023/2024-2025/R
Name of the Work: **Improvement of concrete road surface at Smith Lane and ancillary civil work in Ward No.-53.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,041.00**. Earnest Money: ₹ **6,100.00.** Period of Completion: **35 days**.

(8) NIT No.: VI/053/022/2024-2025/R
Name of the Work: **Improvement of asphaltum road at 8A Abdul Halim Lane, Taltala Lane from Premises No.-58 to 61 and ancillary civil work in Ward No.-53.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,071.00**. Earnest Money: ₹ **6,100.00.** Period of Completion: **45 days**.

(9) NIT No.: VI/060/020/2024-2025/D
Name of the Work: **Repairing of road surface by providing hot mixture at 37, Jannagar Road, Linton Street and its adjacent area disturbed by different P.U. Agencies in Ward No.-60.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,073.00**. Earnest Money: ₹ **6,100.00.** Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **05.12.2024 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 9). Tender opened on: **07.12.2024 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 9). The bid forms and other details shall be available on and from **23.11.2024 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 9) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 9).

The **Exe. Engr. (W.S.)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work:

NIT No.: WS/GRWW/WTP-II/28/2024-25/21
Name of the work: **Replacement of damaged Pre-Chlorination Booster Dosing Water Line with other allied works at Raw Water Inlet Channel and Chemical House outside area under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,36,375.00**. Earnest Money: ₹ **4,730.00.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online): **16.12.2024 at 2 p.m./18.12.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engr. (W.S.)/South, KMC** invites e-Tender online percentage two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/EE/S/091/2024-25/13/1st Call
Name of the work: **Development of water supply networks by changing old and wornout 150 MM dia C.I. service main at Bosepukur Road (Bosepukur Bustee) and its surrounding areas in Ward No.-91, Br.-X.** Estimated cost: ₹ **4,98,323.64**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date and Time of submission of bid: **07.12.2024 – 2 p.m.** Tender will be opened on: **10.12.2024 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2024, 2 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engr. (W.S.)/West, KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/WEST/BL02/2024-25
Name of the work: **2" dia. (50 MM) new filter water bulk meter connection at Sindu Apartment Complex, 25A, Sarat Bose Road, Kolkata-700020.** Estimated Amount: ₹ **1,86,771.00**. Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of Completion: **07 days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online): **04.12.2024 – 1 p.m./06.12.2024 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the website: **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No.: KMC/WS/West/W69/BL-02/R1/24-25
Name of the work: **4" dia. (100 MM) new filter water bulk meter connection at Altamira Projects LLP and Trimurti Villa Pvt. Ltd. Complex, 67A/1, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019.** Estimated Amount: ₹ **3,50,548.00**. Earnest Money: ₹ **7,015.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online): **04.12.2024 upto 1 p.m./06.12.2024 upto 1.30 p.m.** The bid forms and other details are available from the websites: **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in**

The **Exe. Engr. (W.S.)/TPS, KMC** invites e-Tender online in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/TPS/86/2024-2025
Name of the work: **Arresting water entry from roof of Office building at Tallah Pumping Station.** Estimated Amount: ₹ **4,26,968.54**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/TPS/87/2024-2025
Name of the work: **Protection and painting of fencing grill between Office building & Q quarter at Tallah Pumping Station.** Estimated Amount: ₹ **2,40,545.59**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last Date and Time of submission of bid: **07.12.2024 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The detail information please visit website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/459
Name of the work: **Repairing of Trident lighting system by different lighting accessories at Keyatala, Purna Das & surrounding areas in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **1,52,015.00**. Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **20 days.** Last Date and Time of submission of bid: **30.11.2024 – 6 p.m.** Bid opening date & time for technical proposals on and from: **30.11.2024 – 6.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024, 6 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-VI, KMC** invites e-Tender online two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/333/13/24-25
Name of the work: **Repairing and replacement works of Electrical system and Fire extingusher system for KMC Treasury Office under KMC Br.-XVI.** Estimated Amount: ₹ **2,47,127.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/333/14/24-25
Name of the work: **Repairing and replacement works for existing one number five passengers four storied Lift at KMC Br.-XVI Office building.** Estimated Amount: **Quotation**. Earnest Money: ₹ **4,700.00.** Period of Completion: **18 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/333/15/24-25
Name of the work: **Repairing and replacement works for existing Outdoor light and Wiring system at Sakher Bazar Market under KMC Br.-XVI.** Estimated Amount: ₹ **1,97,738.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **18 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/333/16/24-25
Name of the work: **Repairing and replacement works for existing Indoor lighting, Electrical wiring and accessories system at Sakher Bazar Super Market under KMC Br.-XVI.** Estimated Amount: ₹ **1,96,780.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of submission of bid: **04.12.2024 – 3 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Bid opening date & time for technical proposals (Online): **06.12.2024 – 3 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/142/13/24-25
Name of the work: **Improvement of street lighting arrangement at Krishnanagar Bangal Para and adjacent areas in Ward No.-142.** Estimated Amount: ₹ **4,48,389.00**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of bid: **04.12.2024 – 6 p.m.** Technical Bid open date: **06.12.2024 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on **26.11.2024 – 6 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

(909/24-25)

বোনের অ্যাকাউন্টে ট্যাবের ১০ হাজার, গ্রেপ্তার দাদা, বাবা বললেন, 'মেয়ের প্রেমিকের উপহার'

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বরঃ শনিবার রাতে ট্যাব জালিয়াতি কাণ্ডে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি থানা ও মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়ারি থানার পুলিশ। শনিবার রাত দু'টো নাগাদ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর এনজেপি থানার নৌকাঘাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে আজিবুল হুসেন। অন্যদিকে, মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে নজরুল ইসলাম এবং জিমাতুন খাতুনকে। পুলিশ সূত্রে খবর, আজিবুলের বোনের অ্যাকাউন্টে দুর্গাপুজোর সময়ে ঢুকেছিল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ ট্যাব কেনার টাকা। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার বাবার দাবি, ''পুজোয় মেয়ের প্রেমিক টাকা দিয়েছিল-উপহার হিসেবে।'' ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ধৃত আজিবুলের ফোন নম্বরের সঙ্গে লিঙ্ক করা ছিল। তাই

বোনের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলেও দাদাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বাবার যদিও দাবি, মেয়ের বয়ফ্রেন্ড ইসলামপুর থেকে ওই টাকা পাঠিয়েছিল। ছেলের কোনও দোষ নেই। জানা গিয়েছে, ধৃতের বোন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। যদিও সেই দাবি মানতে নারাজ পুলিশ। রাজ্যের ট্যাব কেলেঙ্কারির ঘটনার সঙ্গে ওই যুবকের যোগ থাকতে পারে, মনে করছেন তদন্তকারীরা। এ দিন ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালত ও শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে কলকাতা এবং মেদিনীপুরে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। অন্যদিকে, নজরুল এবং জিমাতুন সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের বছর দুয়েকের একটি ছেলেও রয়েছে। পুজোর সময় ওই দম্পতির জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার করে টাকা ঢোকে। কী ভাবে এই টাকা এল, তারা জানে না বলেও দাবি করেছে। যদিও তা মানতে নারাজ তদন্তকারীরা। ট্যাব কেলেঙ্কারিতে অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়ার তত্ত্ব উঠে এসেছিল। এক্ষেত্রেও কি অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য? উত্তর খুঁজছে পুলিশ। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের আওতায় একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা দেয়। কিন্তু সেই টাকা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে যাওয়ার বদলে অন্যত্র যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যের একাধিক জেলায়। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

চাষ–আবাদ

গবেষকরা বলছেন লেবু চাষে আয় অনেক হেক্টর প্রতি জমিতে লক্ষ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়

লেবু চাষ করলে আয় অনেক বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা। বাজারে লেবুর চাহিদাও রয়েছে। দামও যথেষ্টই রয়েছে। লেবুচাষ করলে কৃষকরা লাভের মুখ দেখতে পাবেন। প্রতি বছরে হেক্টর প্রতি জমিতে লক্ষ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা যেতে পারে বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। লেবু ভারতের অন্যতম ও সমাদৃত ফল। এটি রুটেসি পরিবারের অধীনের একটি ফল। মনে করা হয় বেশিরভাগ লেবুর জাতের উৎপত্তি ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে। ভারত, চীন ও এই দুই দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল বিশেষ করে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। লেবু তার চমকার স্বাদ এবং পুষ্টিগুণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বলে দখতে পাওয়া যায়। এটি ছোট চিরহরি গাছের একটি প্রজাতি। পশ্চিমবঙ্গের উপাদন প্রায় ৯৪ হাজার ৪২০ টন। লেবুর রসে পাঁচ শতাংশ অম্ল থাকে যার মধ্যে বেশিরভাগটাই সাইট্রিক অ্যাসিড এবং রসের পিএইচ ২ থেকে ৩ হয়ে থাকে। তাই লেবুর স্বাদ আম্লিক হয়। লেবুর ছাল বাদে লেবুতে শতকরা ১০ গ্রাম শর্করা, ০.৩ গ্রাম ফ্যাট, ১.১ গ্রাম প্রোটিন, ০.০৪ মিলিগ্রাম থায়ামিন ০.০২ মিলিগ্রাম রাইবোফ্ল্যাভিন, ০.০২ মিলিগ্রাম নিয়াসিন, ক্যালসিয়াম, লোহা, পটাশিয়াম ইত্যাদি খনিজ বর্তমান। লেবুর বহিঃত্বকে ৬ শতাংশ এসেনসিয়াল তৈল থাকে যার মধ্যে ৫ শতাংশ সিট্রাল এবং ৯০ সিট্রোনেলাল ও লিমোনেলাল থাকে। এছাড়া আলফা-টেরপিনোল, জেরানাইল অ্যাসিটেট এবং লিনাইল বর্তমান। প্রত্যহ নির্ধারিত পরিমাণ লেবুর রস পান করলে কিডনি বা বৃক্কের সমস্যা থেকে সমাধান মেলে। বর্তমান যুগে মানুষ স্থূলতা নিয়ে খুব চিন্তিত। উপযুক্ত পরিমাণে লেবু খেলে স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিষাক্ত কীটের কামড়ে লেবুর রস প্রয়োগ করলে ভালো হয়। লেবুর মধ্যে থাকা লিমোলেড ক্যানসার প্রতিকারের সহায়তা করে। ত্বকের স্বাস্থ্য পরিচর্যাতে লেবু অনন্য। স্কার্ভি নামক মুখের রোগ নিরাময়ে.লেবু ব্যবহার করা হয়। লেবুর শরবত, আচার, জেলি ইত্যাদি প্রস্তুতিতে বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়। লেবুতে লিমলয়েড থাকার কারণে এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে যা পেপটিক আলসার নিরাময়ে সহায়তা করে। চুলের খুশকি দূর করতেও লেবু ব্যবহার করা হয়। লেবুর জাত-লেবুর অনেক জাত আছে। তার মধ্যে পাতি (রসরাজ), কাগজি (বিক্রম, প্রমালিনি), গন্ধরাজ (পন্থ লেমন-১) মোসাম্বি (নাগপুর), বাতাবি (কৃষ্ণনগর-১,২), মালটা (বারি-১) উল্লেখযোগ্য। এগুলি সাধারণত সমভূমিতে চাষ হয়। এছাড়াও লেবুর আর একটি জাত কমলা পার্বত্য এলাকাতে চাষ হয়ে থাকে। উপাদন পদ্ধতি-মাটি ঃ লেবু হালকা দোঁয়াশ ও নিষ্কাশন সম্পন্ন মধ্যম আম্লিক মাটিতে ভালো হয়। ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২০০ গ্রাম এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। তাতে জল দিতে হবে। এই হিসেবে প্রতি হেক্টর জমিতে ১১১১-১৬০০ চারা দরকার হয়। কি ভাবে রোপণ করবেন-লেবুর চারা সারি বা বর্গাকার প্রণালীতে রোপত করলে বাগানের পরিচর্যা এবং ফল সংগ্রহ সহজ হয়। পাহাড়ি ঢালু জমিতে আড়াআড়ি ভাবে সারিবদ্ধ ভাবে চারা রোপণ করলে ভূমিক্ষয় কম হয়। চারা রোপনের সময় মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা লাগানো ভালো। তবে যদি জল সেচের সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছরই চারা লাগানো যেতে পারে। চারা রোপণ ও পরিচর্যা-জমি তৈরি করার ১৫ থেকে ২০ দিন পর চারা বা কলম রোপণ করা হয়। চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হয় এবং মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালোভাবে বসিয়ে দিতে হয়। তার পর চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং চারার গোড়ায় জল দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি চারায় আলাদা ভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ধান জমিতে করুন মাছ চাষ, মিলবে দ্বিগুণ লাভ

ধান খেতের জলে দূষণবিহীনভাবে মাছ চাষ করাকে 'মিশ্র' বা 'জাওলা' পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা বলে। এই চাষ পরিবেশবান্ধব। কম খরচে বেশি আয় হয়। সু ন্দরবন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর এলাকার এক ফসলি ধান চাষের জমিতে ধান চাষ ও মাছ এক সাথে করলে প্রচুর লাভ। ২০১৭-২০১৮ সালে ১২৬০ মেট্রিক টন মাছ উপাদন করে, মাছচাষে, ভারতবর্ষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান দখল করে। ২০১২ সালে ভারত সরকার বিদেশে ১৩.৭৭ লক্ষ টন মাছ রপ্তানি করে ৪৫,৯০৬.৮৯ কোটি টাকা আয় করেছিল। জনসংখ্যা পৃথিবীতে খুব দ্রুতহারে বা।ছে। ইউএনও-র হিসাবে, ২০৫০ সালের মধ্যেই পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৯৬,০০০ কোটি হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা ১৪২ কোটি, পৃথিবীতে প্রথম স্থানে। ভারত সরকার বর্তমানে খাদ্য সমস্যা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন, ভবিষ্য প্রজন্মের মুখে, খাবার যোগানো ভীষণ কঠিন কাজ। বিশেষ করে, পুষ্টির জন্য- প্রোটিনের জোগান, প্রাণীজ প্রোটিনের দাম, বে।েই চলেছে। গরিব মানুষকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণীজ প্রোটিনের জোগান দিতে, একমাত্র মাছই পারে, এই মারাত্মক সমস্যার সমাধান করতে। বন্ধু ভাবাপন্ন এবং বিভিন্ন খাদ্যাভাসে অভ্যস্ত বহু মাছকে এক সাথে নিয়ে, একই সময়ে, একই ফিশারিতে বা একই ধান খেতের জলে দূষন বিহীনভাবে মাছ চাষ করাকে 'মিশ্র' বা 'জাওলা' পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা বলে। মাছ চাষের জন্য, ধান খেতের বা ফিশারির মাটি এঁটেল মাটি হওয়া একান্তই দরকার। এঁটেল মাটির জল ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।

কৃষিতে অস্ট্রেলীয় প্রযুক্তি, নয়া পদক্ষেপ নবান্নের

আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব যাতে কৃষিকাজের উপর না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে এবার অস্ট্রেলীয় প্রযুক্তির সাহায্য নিত চলেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি দুদেশের মধ্যে চলবে কৃষিজাত পণ্যের আদানপ্রদান। নবান্নে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবিষয়ে বৈঠক করেন ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার ফিলিপ গ্রিন-সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা। সেখানে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন নিয়ে একাধিক আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই কৃষিমন্ত্রী এই বৈঠক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।পরিবেশবান্ধব যন্ত্রের ব্যবহার, মহিলা এবং পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে কৃষিকাজে যুক্ত করা, দুটি ফসলের মাঝে বিকল্প চাষ,এমন একাধিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে এদিনের বৈঠকে।প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়া তার ২০ সহযোগী দেশকে সঙ্গে নিয়ে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের কাজ করছে। এই প্রকল্পের অধীনে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গঙ্গানদীর দুপারে কৃষিকাজের উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বৈঠক শেষে এদিন কৃষিমন্ত্রী জানান, প্রতিনিয়ত আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তার মোকাবিলায় কী ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য পাওয়া যেতে পারে মূলত তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। হাই কমিশনার ফিলিপস গ্রিন এরাজ্যের উন্নত কৃষিকাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যে প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে প্রতিটি কৃষককে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে সেগুলোরও প্রশংসা করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মিলে মিশে এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার যে সব কাজ করছে, সেগুলোতেও সাফল্য এসেছে। ফসলের উপাদন ৪ থেকে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকদের আয় বেড়েছে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে জ্বালানির ব্যবহার। দূষণের মাত্রাও কমেছে। মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে এখন এই কাজ চলছে। শুধু তাই নয়, কৃষিকাজে যুক্ত মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

রেলওয়ে প্রশাসন সর্বশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে তার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে

গোরখপুর, ২৪ নভেম্বর ঃ রেলওয়ে প্রশাসন সর্বশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে তার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। যাতে তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে চমৎকারভাবে পারফর্ম করতে পারে। এই ক্রমানুসারে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে তার কর্মচারীদের 'কর্মযোগী মডিউল'-এ প্রশিক্ষণ দিয়েছে যাতে তাদের যাত্রী পরিষেবার কাজে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি কাজের ক্ষমতার বিকাশ করা যায়। কর্মচারীদের চমৎকার প্রশিক্ষণের ফল হল, গতকাল অমৃতসর-কাটিহার আম্রপালি এক্সপ্রেস নং ট্রেনের স্লিপার কোচে একজন যাত্রী হার্ট অ্যাটাকের কারণে অজ্ঞান হয়ে গেলে, কোচটিতে হট্টগোল হয় তথ্য, চাপরা, যিনি ট্রেনে টিকিট চেক করছিলেন, ডেপুটি চিফ টিকিট ইন্সপেক্টর মিঃ রাজীব কুমার এবং মিঃ মনমোহন কুমার কোন দেরি না করে যাত্রীকে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর) জীবন রক্ষার জরুরি প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। তিনি যাত্রীকে চেতনায় ফিরিয়ে আনেন এবং তাকে অবিলম্বে চাপড়া স্বাস্থ্য ইউনিটের ডাক্তারের কাছে যেতে জানান। ক্রমাগত সিপি। আর. বিশ্রাম ও কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের পর যাত্রী চোখ খুললেন এবং ভালো বোধ করতে লাগলেন। আম্রপালি এক্সপ্রেস ছাপড়া স্টেশনে পৌঁছতেই স্বাস্থ্য ইউনিট ছাপড়ার চিকিৎসক উপস্থিত হন। উপরোক্ত দুইজন ডেপুটি মুভিং টিকিট ইন্সপেক্টরের কর্মযোগী প্রশিক্ষণে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন জীবন বাঁচানোর জরুরী পদ্ধতির কাজের জ্ঞান ছিল, তাই তারা যাত্রীর জীবন বাঁচাতে পারে। এর জন্য যাত্রীরা রেলওয়ে কর্মচারীদের সাহায্য ও চিকিৎসা জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের সহযাত্রীরাও রেলওয়ে কর্মচারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।'কর্মযোগী প্রবম্ভ মডিউল'-এর মাধ্যমে রেলওয়ে কর্মচারীদের রেলওয়ে প্রশাসনের দেওয়া এই কোর্সের মাধ্যমে, কর্মীদের কাজের দক্ষতা নিশ্চিতভাবে উন্নত হচ্ছে এবং রেল ব্যবহারকারীদের প্রদত্ত সুবিধাগুলি উন্নত হচ্ছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের দ্বারা এলসি গেট গুলিতে সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে রাবারাইজড সারফেস স্থাপন

মালিগাঁও, ২৪নভেম্বরঃ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে (এনএফআর) তার জোনের মধ্যে রেলওপথ ব্যবহারকারীদের জন্য সুরক্ষা ও পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ২০২৪সালের সেপ্টেম্বর মাসে লামডিং-ফর কাটিং সেকশনের মোট ১৭টির মধ্যে০৯টি লেভেল ক্রসিং(এলসি) গেটে রাবারাইজড সারফেস স্থাপন করা হয়েছে। এই আধুনিক উদ্যোগ অবশিষ্ট গেটগুলির ক্ষেত্রেও ২০২৪-এর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। এই প্রকল্পের (০৯টি এলসি গেটের রাবারাইজড সারফেসিং) মোট ব্যয় ৮১ লক্ষ টাকা, প্রত্যেক এলসি গেটের জন্য ৯ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। পথ ব্যবহারকারী ও রেলওয়ে পরিচালনের জন্য সুরক্ষা বৃদ্ধির উন্নতির দিকে এই উদ্যোগটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। পেভার ব্লকফিক্সিং করার পুরোনো পদ্ধতির তুলনায় রাবারাইজড সারফেসিং একাধিক সুবিধা প্রদান করে। এর স্থাপন প্রক্রিয়া দ্রুত ও কার্যকর, প্যানেল স্থাপনের জন্য মাত্র দুই ঘণ্টা ব্লক এবং স্থাপনের পর দুই থেকে তিনঘণ্টার জন্য প্রতিঘণ্টায় ৩০কিলোমিটারের সংক্ষিপ্ত গতিবেগ সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। এটি ট্র্যাক এবং উভয়পাশে একমিটারের মধ্যে মসৃণ রোড সারফেস নিশ্চিত করে, পথ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্নত রাইডং স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে।

চেক রেলের অপসারণের দ্বারা লেভেল ক্রসিঙের সুরক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চেকরেলের ভাঙ্গনের মতো ঝুঁকি এবং ঘনঘন গ্যাপ অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে। এছাড়াও, বালু ও পেভার ব্লকেরে অনুপস্থিতির জন্য রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস হয়েছে এবং কেক ব্যালাস্ট গঠন প্রতিরোধ করেছে। এটি ইলাস্টিক রেল ক্লিপস (ইআরসি),জিআরপ্যাড এবং লাইনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক উপকরণগুলির পরিষেবার সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে। যেহেতু রাবারাইজড সারফেসিঙের ফলে মেশিন টেম্পিঙের মতো কাজ করার সময় ট্র্যাক খুব সহজে খুলে যায়, তাই এর রক্ষাণাবেক্ষণের কাজও খুব সাধারণ।লেভেল ক্রসিং গুলিতে নিরাপদ ও মসৃণ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য, পথ ব্যবহারকারী ও রেলওয়ে পরিচালনের সুবিধার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে প্রচেষ্টা, এই উদ্যোগটি তারই একটি প্রমাণ। নয়টি গেট ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট আটটি গেটে এই ব্যবস্থা করা হলে লামডিং-ফরকাটিং সেকশনে সুরক্ষা ও পরিচালন মূলক দক্ষতা আরও মজবুত হয়ে উঠবে। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে তার যাত্রী ও স্টেক হোল্ডারদের জন্য সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং বাধাহীন অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সর্বদা উদ্ভাবনী সমাধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা দেখিয়ে আসছে।

মহারাষ্ট্রের জনতা মহাযুতিকে অভূতপূর্ব জয় দিয়েছে ঃ দেবেন্দ্র ফড়নবিস

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের জনগণকে জয় উৎসর্গ করলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিস। শনিবার ফ।নবিস বলেছেন, মহারাষ্ট্রের জনতা মহাযুতিকে অভূতপূর্ব জয় দিয়েছে। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে মহাযুতির জয় নিয়ে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, মহারাষ্ট্রের জনগণ আমাদের অভূতপূর্ব জয় দিয়েছে। এতে বোঝাই যাচ্ছে, জনগণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আছেন। তিনি স্লোগান দিয়েছিলেন 'এক হ্যায় তো নিরাপদ হ্যায়', সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমস্ত শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের ভোট দিয়েছেন। এটি মহাযুতি, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, অজিত পওয়ার এবং রামদাস আঠাওয়ালে এবং ঐক্যের জয়।

কেদারনাথ বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী বিজেপি প্রার্থী

রুদ্রপ্রযাগ, ২৪ নভেম্বর ঃ কেদারনাথ বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী হল বিজেপি প্রার্থী আশা নটিযাল। জযের পর বিজেপি বিধাযক ও কর্মী-সমর্থকরা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে অভিনন্দন জানাতে দেরাদুনে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছন। কেদারনাথ বিধানসভা উপনির্বাচনে জয় পাওয়া নিয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেন, আমি বাবা কেদারনাথকে প্রণাম জানাই এবং জনগণকে শুভেচ্ছা জানাই বিজেপি প্রার্থী আশা নটিযালকে জযী. করার জন্য। আর মহারাষ্ট্রে আমরা যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেযেছি তার জন্যও আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের এই বিজয় উন্নয়ন, জাতীয়তাবাদ, সনাতন এবং সুশাসনের জয়। আমরা কেদারনাথ-সহ সমগ্র উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নের সংকল্প করছি। উল্লেখ্য, উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগের কেদারনাথ বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী আশা নটিয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী মনোজ রাওয়াত।

মেঘালয় বিধানসভার একমাত্র আসনের উপনির্বাচনে জয়ী মুখ্যমন্ত্রী-পত্নী

শিলং, ২৪ নভেম্বর ঃ মেঘালয় বিধানসভা কেন্দ্রের একমাত্র আসন পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার অন্তর্গত গামবেগ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের দুর্গ তছনছ করে বিজয়ী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমার পত্নী ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) প্রার্থী মেহতাবচান্দি সাংমা। ৪,৫৯৪ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধিয়ারানি এম সাংমাকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন পেশায় চিকিৎসক ডা. মেহতাব চান্দি। গামবেগ্রে বিধানসভা আসনটি ন্যাশনাল পিপলস পার্টির কাছে দলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কঙ্কল সাংমার কাছে মর্যাদার লড়াই ছিল। কেননা এই আসন এতদিন কংগ্রেসের দখলে ছিল। গত লোকসভা নিব্বাচনে গামবেগ্রের বিধায়ক কংগ্রেসের সালেং এ সাংমা লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ায় ওই আসনে উপ-নির্বাচন হয়েছে। চারবারের বিধায়ক সালেং এ সাংমার দুর্গ ভঙ্গ করে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক ময়দানে অবতরণ করে ডা. মেহতাবচান্দি সাংমার জয়কে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন এনপিপি-র নেতারা। ডা. মেহতাবচান্দির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তথা বিধায়ক নির্বাচনে দুবারের পরাজিত প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের সাধিয়ারানি এম সাংমার মতো পাকা রাজনীতিকের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ডা. মেহতাবচান্দির কাছে এক চ্যালেঞ্জ ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধিয়ারানি এম সাংমা জিএইচএডিসি-তে একজন সিটিং এমডিসি। তাঁর স্বামী জেনিথ সাংমা একজন প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী এবং বর্তমানে বিরোধী দলীয় নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের ডা. মুকুল এম সাংমার ভাই। গামবেগ্রে আসনে অন্য যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁরা যথাক্রমে ভারতীয় জনতা পার্টির বার্নার্ড মারাক, কংগ্রেসের জিংজাং এম মারাক। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদে থাকা সত্ত্বেও ডা. মেহতাবচান্দি গামবেগ্রে অঞ্চলের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে পরিবর্তনের বাতাবরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত, গামবেগ্রে আসনের উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে ৩০,১১৫টি। শতাংশের হার ৯০.৯৩। এর মধ্যে নোটায় পড়েছে ২৬টি।

দেশে হিংসার আগুন, টেলর সুইফ্টের কনসার্টে নাচছেন ট্রুডো!

২৪ নভেম্বর ঃ একদিকে হিংসার আগুনে জ্বলছে মন্ট্রিয়লের মতো শহর। তা নিয়ে যেন ভ্রুক্ষেপই নেই জাস্টিন ট্রুডোর। তিনি ব্যস্ত টেলর সুইফ্টের কনসার্টে নাচ নিয়ে। দর্শকদের মাঝে দাঁড়িয়ে দিব্যি নাচছেন। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওকে কেন্দ্র করে এমনই অভিযোগ উঠেছে। আর তাতেই নিন্দুকরা হয়েছেন সরব। ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বেশ টালমাটাল। তা নিয়ে টানাপোড়েন তো চলছেই। এর মধ্যেই আবার মন্ট্রিয়লে প্যালেস্টাইনের পতাকা নিয়ে ন্যাটো-বিরোধী পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশকে স্মোক-বোমাও ছুড়তে হয়েছে বলে খবর। টরন্টোতে নাকি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কুশপুত্তলিকাও পোড়ানো হয়েছে। হিংসার অভিযোগে একাধিক গ্রেপ্তারিও হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেই ভাইরাল হয়েছে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর নাচের ভিডিও। শোনা গিয়েছে, শনিবার রাতে টরোন্টোর রজার্স সেন্টারে টেলর সুইফ্টের এই কনসার্ট ছিল। সমস্ত টিকিট আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। দর্শকাসন ছিল পরিপূর্ণ। তারই মাঝে ছিলেন ট্রুডো। ডার্ক শার্ট ও জিনস পরে গিয়েছিলেন তিনি। গ্র্যামিজয়ী শিল্পীর বিখ্যাত গান 'ইউ ডোন্ট ওন মি'র ছন্দে দুহাত তুলে নাচছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী।ট্রুডোর এই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাতেই একজনের মন্তব্য, 'এটাই বাস্তব। মন্ট্রিয়ল পুড়ছে আর জাস্টিন ট্রুডো টেলর সুইফ্টের কনসার্টে তরুণীদের ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড দেওয়া-নেওয়া করছেন আর আনন্দে নাচছেন।' কানাডার প্রধানমন্ত্রীর এই নাচকে রোমের সম্রাট নিরোর বাঁশি বাজানোর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। তা নিয়ে বিরোধীরাও প্রশ্ন তুলেছেন।

জামা মসজিদের সার্ভেকে ঘিরে অশান্ত সম্ভল পুলিশের গাড়িতে আগুন

সম্ভল, ২৪ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের সম্ভলে শাহি জামা মসজিদে সার্ভেকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠল আদালতের নির্দেশ অনুসারে, সম্ভল জেলার জামা মসজিদের সার্ভে চালানো হয়েছিল। সার্ভের বিরুদ্ধে

পরিস্থিতি। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে পুলিশ। বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয়। ডিজিপি প্রশান্ত কুমার বলেছেন, আদালতের নির্দেশে সম্ভলে একটি সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। কিছু অসামাজিক লোক পাথর ছুঁড়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, পুলিশ দোষীদের চিহ্নিত করবে। সম্বলের পুলিশ সুপার কৃষাণ কুমার বলেছেন, কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিল এবং সার্ভে চালানোর সময় পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পুলিশ জবাব দিয়েছে, জামা মসজিদ চত্বরে পার্ক করা সাব-ইন্সপেক্টরদের কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। একটি সার্ভে টিম রবিবার সকালেই জামা মসজিদের সমীক্ষা করতে পৌঁছয়। আদালতের নির্দেশে এই সার্ভে চালানো হয়। কিন্তু, আচমকাই বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। ইট ছোঁড়া থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে পুলিশ। তবুও, ইট ছোঁড়া বন্ধ হয়নি। তারপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সম্ভলের ডিএম রাজেন্দর পেনসিয়া বলেছেন সার্ভে শেষ হয়েছে। সার্ভে টিমকে নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

শাহি জামা মসজিদের সমীক্ষা ঘিরে উত্তর প্রদেশের সম্ভলে হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তিনি সম্ভলের জনতার কাছে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে উত্তর প্রদেশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মায়াবতী রবিবার বলেছেন, আমি উত্তর প্রদেশে সরকারকে বলতে চাই, গতকাল রাজ্যে উপনির্বাচনের অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পরে, পুরো মোরাদাবাদ বিভাগে, বিশেষ করে সম্ভল জেলায় অনেক উত্তেজনা ছিল। এমতাবস্থায় সম্ভলের মসজিদ-মন্দির বিবাদ নিয়ে সমীক্ষার কাজ এগিয়ে নেওয়া উচিত ছিল না সরকার ও প্রশাসনের।

হজে যেতে গেলে দিতেই হবে মুচলেকা! সৌদির চাপে নিয়ম পাকিস্তানে

২৪ নভেম্বর ঃ হাজার হাজার পাকিস্তানি ভিখারিতে ভরে যাচ্ছে সৌদি আরবে। হজযাত্রার নামে আরবে ঢুকছে এই সব ভিখারির দল। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছের সৌদি প্রশাসন। এবার হজের আগে ইসলামাবাদকে কড়া নোটিস পাঠিয়েছে তারা। সেখানে পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে, পাকিস্তান যেন মক্কায় কোনও ভিখারি না পাঠায়। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই নোটিসকে হালকা ভাবে নিচ্ছে না পাকিস্তান। কেননা সৌদি আরব স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, যদি এর পরও একই পরিস্থিতি থাকে তাহলে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি দেখা দিতে পারে। আর তাই হজযাত্রার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করেছে পাকিস্তানের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রক। যার মধ্যে অন্যতম, মক্কা যাওয়ার আগে মুচলেকা দিতে হবে, মক্কায় গিয়ে ভিক্ষা না করার। পাক প্রশাসনের তরফে সৌদিকে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৪ হাজার ৩০০ ভিখারিকে এক্সিট কন্ট্রোল লিস্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি অন্য নিয়মের কথাও জানানো হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দল বেঁধে হজযাত্রা সংক্রান্ত নির্দেশিকা। পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে একমাত্র দল বেঁধে যাঁরা যাবেন তাঁদেরই অনুমতি দেওয়া হবে। পাশাপাশি যে ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলি হজে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যায়, তাদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলের থেকে মুচলেকা নেওয়ার কথা। বলে রাখা ভালো, হজে ভিখারি সমস্যা রুখতে চলতি বছরের মে মাসে ফতোয়া জারি করেছিল সৌদি আরব। যেখানে বলা হয় অনুমোদন ছাড়া তাঁদের দেশে হজে আসতে দেওয়া হবে না। বেআইনিভাবে যদি কেউ আসেন তাহলে তাঁকে ১০ হাজার রিয়াল জরিমানা করা হবে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। এবং বেআইনিভাবে কেউ প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এর পর গত সেপ্টেম্বরে তীর্থযাত্রীর নামে ভিখারি পাঠানোর এই প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করার কথা বলে কড়া চিঠিও পাঠানো হয় পাকিস্তানকে।

ইন্দোরে কুলারের গুদামে আগুন, মৃত এক কর্মচারী

ইন্দোর, ২৪ নভেম্বর ঃ শনিবার গভীর রাতে ইন্দোরের লাসুডিয়া মোরি এলাকায় একটি কুলারের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় গুদামের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা এক কর্মচারী জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে মারা যায়। গুদামের পাশে থাকা একটি গাড়ির ওয়ার্কশপ এবং আরেকটি কারখানাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আগুনে। জানা গেছে, দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর রবিবার ভোরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গেছে, আগুনের তীব্রতায় চারদিক ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। গুদামে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃত কী কারণে আগুন লাগলো, খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

Name Change

I, Md Rafiqul Islam (old name) son of Jadav Ali Mandal, residing at Village & P.O.- Salua, P.S.- Baduria, Basirhat, 743247, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rafikul Islam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 22/11/2024. Rafikul Islam (new name) and Md Rafiqul Islam (old name) both are same and identical person

Name Change

I, Mehtab Hussain Mir (old name) son of Nurahammad Mir, residing at V-101/3, S.A. Faruquee Road, P.O.- Bartala, P.S.- Rajabagan, Kolkata-700018, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mehtab Hossain Mir (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 22/11/2024. Mehtab Hossain Mir (new name) and Mehtab Hussain Mir (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Rohan Singh Bindra (old name) son of Warinder Singh (father) and Davinder Kaur (mother), residing at 49, Russa Road East First Lane, P.O. & P.S.- Tollygunge, Kolkata- 700033, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rohan Singh (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas, dated 06/11/2024. Rohan Singh (new name) and Rohan Singh Bindra (old name) both are same and identical person.

Name Change

I TWINKLE PERMINDER DASANI,D/O PERMINDER BHAGWANDAS DASANI ,R/O 67 PARK STREET APSARA APARTMENTS FL-A4 4TH FLOOR KOLKATA 700016,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TWINKLE P DASANI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/11/2024,THAT TWINKLE PERMINDER DASANI AND TWINKLE P DASANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I HARSHITA DASANI ,W/O PERMINDER BHAGWANDAS DASANI ,R/O 67 PARK STREET APSARA APARTMENTS FL-A4 4TH FLOOR KOLKATA 700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARSHITA P DASANI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/11/2024,THAT HARSHITA DASANI AND HARSHITA P DASANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উড়ালপুলে ঝুলে রইল ট্রেলার! তীব্র যানজট দুর্গাপুর জাতীয় সড়কে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৪ নভেম্বরঃ রবিবার সাতসকালে ১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা। উলটে গেল তার বোঝাই ট্রেলার। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ালপুলের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে ঝুলতে থাকে গাড়িটি। ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছে ১ নম্বর জাতীয় সড়কের ডিভিসি মোড়ে। ঘটনায় আহত গাড়ির চালক ও খালাসি। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তারের বান্ডিল বোঝাই ট্রেলারটি ডিভিসি মোড়ের উড়ালপুলে উঠছিল। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ালপুলের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে সেটি। অভিঘাতে ইঞ্জিনটি

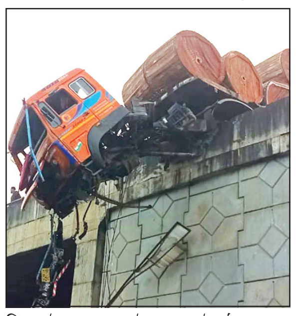

ডিভাইডারের উপরে উঠে যায়। সেখান থেকেই বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকে। ট্রেলারটি ভর্তি থাকায় নিচে পড়েনি বলে অনুমান। পড়ে গেলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারত বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। ট্রেলারটি আটকে পড়ায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। ইঞ্জিনটিকে সরিয়ে রাস্তা ফাঁকা করার কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ''ট্রেলারটি বাঁকুড়ার দিক থেকে আসছিল। ডিভিসি মোড়ের উড়ালপুলে ওঠার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রেলারটি ভর্তি না থাকলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।'' দুর্ঘটনার জন্য জাতীয় সড়কের পরিকাঠামোকে দায়ী করে তাঁরা বলেন, ''এই উড়ালপুলটির পরিকাঠামোর ঠিক নেই। সেই জন্যই এই ধরনের দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে গাড়িগুলো।''

বিল দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাই বিদ্যুৎ 'চুরি' করছেন তৃণমূল বিধায়কের শাশুড়ি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ নভেম্বরঃ দোতলা বাড়ি। সেই ঘরে আলো-পাখা জ্বলছে 'চুরি' করে। বাড়িটি কার জানেন? খোদ তৃণমূল বিধায়কের। তাঁরই নিকট আত্মীয়র বাড়ি থেকে উঠল সরকারি বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ। পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ

বিধানসভার বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগের শ্বশুরবাড়ির এই কাণ্ডে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ, বিধায়কের শ্বশুরবাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ কি না হুকিং করে। জানাজানি হতেই শুরু হইচই। সাংবাদিকদের প্রশ্নের ভুল স্বীকার বিধায়কের শাশুড়ি সুমিত্রা রায় ও সম্বন্ধী অভিজিৎ রায়ের। সুমিত্রা রায়ের দাবি, তাঁর প্রায় ১০ হাজার টাকা ইলেকট্রিক বিল এসেছিল। সেই টাকা দেওয়ার মতো সাধ্য নেই। ছেলেরা সে রকম কোনও কাজ করে না। তাই দু'দিনের জন্য হুকিং করা হয়েছে। সেটা খুলে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ''এটা অন্যায় ঠিকই। খুলে দেব।'' বিধায়কের শ্যালক অভিজিৎ রায় বলেন, ''এটাতে হুকিং করা হয়েছে। আর একটা বাড়িতে করিনি। মেইন মিটারটা ডিসটার্ব করছিল।'' বিজেপি নেতা শান্তরুপ দে জানান, ''তৃণমূল মানে দুর্নীতি। মাশুল বাড়ার ফলে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। যে দলে চোর আর জোচ্চোরে ভর্তি সেখানে এর থেকে আর বেশী কী আশা করা যেতে পারে। বিধায়কের পরিবার পরিজনেরাই যদি সরকারি বিদ্যুৎ চুরি করেন তাহলে কাউকে তো আর কিছু বলারই নেই। আমরা এর বিহিত চাইছি। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ দফতরের কাছে দাবি করছি এই ঘটনা খতিয়ে দেখে আইনানুগ যা ব্যবস্থা হয় তা নিতে।'' জেলাশাসক আয়েষা রানি এ বিষয়ে জানান, ''এই বিষয়ে আমরা বিদ্যুৎ দফতরকে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে বলব।''

ট্যাব দুর্নীতির তদন্তে চোপড়ার ৪ জন গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ২৪ নভেম্বরঃ ট্যাব প্রতারণার তদন্তে কলকাতা পুলিশের জালে আরও দুই অভিযুক্ত। পড়ুয়াদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মণিরুল ইসলাম এবং মনসুর ইসলাম নামে চোপড়ার দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এর আগেও বেশ কয়েকজনকে চোপড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, চোপড়ার একাধিক অভিযুক্তের অ্যাকাউন্ট ঘুরে টাকা গিয়েছে বিহারের কিশানগঞ্জেও। অভিযুক্ত দুজন সরশুনা থানার একটি মামলায় জড়িত বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ জয়েন্ট অ্যাকশন টিম গঠন করে ট্যাব প্রতারণার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ৪০জনকে গ্রেপ্তার করেছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষা পোর্টালের অ্যাকসেস নিয়ে প্রতারকরা ভাড়া করা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা হাতিয়েছে বলে তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। এতে বেশ কয়েকজন প্রাথমিক শিক্ষককেরও যোগ পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা প্রতারকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে স্কুলের তথ্য ফাঁস করেছিল বলে দাবি গোয়েন্দাদের। এদিকে, হুগলি পুলিশও চোপড়া থেকে ফারুক আলম এবং গুলজার আলি নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে এসেছে। অভিযোগ, গুলজারের অ্যাকাউন্টে স্কুল পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা ঢুকেছে। ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে।

ফের রাজ্যে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র

কুলটি থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করল এসটিএফ

দুরন্ত বার্তা, কুলটি, ২৪ নভেম্বরঃ ফের রাজ্যে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র। ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমান্ত আসানসোলের কুলটি থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ আগেয়াস্ত্র উদ্ধার করে বলে খবর। পুলিশের অনুমান, বিহার থেকেই এত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসা হয়েছে। শনিবার সন্ধের পর বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত কল্যাণেশ্বরী মন্দির এলাকার একটি বাড়িতে আগেয়াস্ত্র মজুত করার খবর আসে তদন্তকারীদের কাছে। এরপরই যৌথভাবে হানা দেয় এসটিএফ ও কুলটি থানার পুলিশ। এদিন অভিযান চালাতেই ওই বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ১০টি পাইপগান, ৫০ রাউন্ড ৮ এমএম ও চার রাউন্ড ৯ এমএম কার্তুজ। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের নাম মিনারুল ইসলাম (৩৩) ও সফিকুল ইসলাম (৩৭)। দু'জনেই মুর্শিদাবাদেরডোমকলের বাসিন্দা। তারা বিভিন্ন রাজ্যে

বেআইনি অস্ত্র পাচার করত বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে অভিযুক্তরা সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে বলে খবর। তবে ঠিক কী উদ্দেশে এই অস্ত্র মজুত করা হয়েছিল বা সেটি কোথায় পাচার করা হত তা জানার চেষ্টা চলছে। চলতি মাসের ৯ তারিখেই কলকাতায় বড়সড় অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ পাওয়া গেছিল। শিয়ালদহের সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পিছনে বৈঠকখানা রোডে এই অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজ পায় পুলিশ। এরপরই অভিযান চালিয়ে পাঁচটি আগেয়াস্ত্র ও ৯০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বৈঠক খানা রোডে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের পরিকল্পনা ছিল অভিযুক্তর। পুলিশকে দেখা মাত্র ভয় পেয়ে পালাতে গেলেই বিহারের বাসিন্দা মহম্মদ ইসমাইলকে পাকড়াও করা হয়।

ঠাকুমার ঘরে যাওয়ার পর আর ফেরেনি স্বর্ণাভ, শৌচালয়ের দরজা খুলতেই মিলল নিথর দেহ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ নভেম্বরঃ শনিবার দুপুর থেকে সন্তানের খোঁজ পাচ্ছিলেন না বাবা-মা। পুলিশকে খবর দেওয়া হয় শনিবার রাতেই। পুলিশ বাড়ির আশপাশে খোঁজ চালায় দিনভর। এমনকী ড্রোন উড়িয়েও শিশুর খোঁজ চালানো হয়। নিয়ে যাওয়া হয় স্নিফার ডগ। কোথাও সন্ধান পাওয়া যায়নি। আর রবিবার সকালে শৌচালয়ের দরজা খুলতে গিয়েই চমকে যান শিশুর দাদু। ভিতরে পড়ে রয়েছে এক শিশু। ভাল করে দেখেই বুঝতে পারেন তাঁর নাতি। হুগলির গুপ্তিপাড়ার ঘটনা। নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হল বাড়িরই বাথরুম থেকে। মৃতের নাম স্বর্ণাভ সাহা। মৃত শিশুর বয়স ৪ বছর। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে ঠাকুরদার বাড়িতে খেলতে যাওয়ার কথা জানিয়েছিল ওই শিশু। মা কে বলেই পাশে আত্মীয়ের বাড়িতে যায়

সে। তারপর থেকে তার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ তল্লাশির পর, ভোর পাঁচটায় তাঁর দাদু শম্ভু সাহা শৌচালয় থেকে শিশুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা শিশু মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত শিশুর দিদা জানান, শনিবার দুপুরে শিশুর মা তাকে খেতে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছেলে বলে, একটু খেলে আসছি। এরপর পাশেই ঠাকুমার বাড়িতে চলে যায়। তারপর আর ফেরেনি। তিনি আরও জানান, শিশুর ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গে মাঝে মধ্যেই বচসা হত তার মায়ের। কয়েকদিন আগেই মনোমালিন্য হয়েছিল। তবে এই ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা এখনও বুঝতে পারছে না শিশুর পরিবার। সন্তানশোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি তারা।

রাতের অন্ধকারে তীব্র গর্জন করে ধেয়ে আসছিল ওটা, আর বাড়ি আর ফেরা হল না রমজানের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ নভেম্বরঃ রেলের মাটি তোলার কাজ করছিল ডাম্পার। সেই ডাম্পারের ধাক্কাতেই মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। শনিবার রাতে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার পাটপুর লালবাজার এলাকায়। মৃতের নাম রমজান খান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার পাটপুর লালবাজার এলাকায় বিষ্ণুপুর তারকেশ্বর রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে। এই রেলপথ উঁচু করার জন্য বেশ কিছু ডাম্পার দিনরাত মাটি বহনের কাজে যুক্ত। শনিবার রাতে

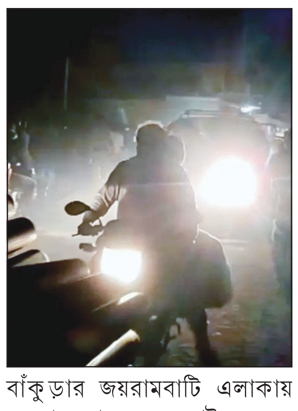

বাঁকুড়ার জয়রামবাটি এলাকায় ব্যবসার কাজ সেরে বাইকে চড়ে গড়বেতা থানার ভেদুয়া গ্রামে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন রমজান খান। তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। মাটি বোঝাই একটি বেপরোয়া ডাম্পারের নিচে পড়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ডাম্পারের পিছনের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে যায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পরেই এরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই দুর্ঘটনার জন্য ডাম্পারটিকেই দায়ী করেন। মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভও দেখান এলাকার লোকজন। পরে কোতুলপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ধীরে ধীরে কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। পুলিশ জানাচ্ছে, এদিন মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।

নারকীয় ঘটনা নদিয়ায়, প্রেমিকাকে মাটিতে পুঁতে দিল প্রেমিক

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২৪ নভেম্বরঃ গত কয়েকদিন ধরে নাতনির খোঁজ করছিলেন দাদু। পুলিশের দ্বারস্থও হন তিনি। তল্লাশি চলে গ্রামের প্রায় সব প্রান্তে। প্রেমিক ফারুকের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি নাবালিকা। রবিবার সকালে উদ্ধার হল সেই নাবালিকার দেহ। নদিয়ার ভীমপুরের ঘটনা। নাবালিকাকে খুন করার কথা স্বীকার করেছেন তাঁরই প্রেমিক। পুলিশ সূত্রে খবর, শ্বাসরোধ করে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা

হয়েছে তাঁকে। কী কারণে খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শনিবার রাতে ভীমপুর থানার নারায়ণপুরের বাসিন্দা নূর হোসেন ভীমপুর থানায় গিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, তাঁর নাতনি গত ২১ তারিখ থেকে নিখোঁজ। নিখোঁজ হওয়ার প্রথমে তিনি আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজ করেন। এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে খোঁজ করেও নাতনির কোনও খবর পাননি তিনি। পুলিশ জানতে পেরেছে, নারায়ণপুরের বাসিন্দা ফারুক মণ্ডলের সঙ্গে ওই নাবালিকার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এমনকী তাঁদের একসঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে ঘোরাঘুরি করতেও দেখা যায় অনেক জায়গায়। নাবালিকাকে দু'দিন আগেও ওই ফারুকের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যায়। দাদু এ কথা জানালে ভীমপুর থানার পুলিশ নড়েচড়ে বসে। তদন্তের শুরুতেই আটক করা হয় ফারুক মণ্ডলকে। শনিবার রাতে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ফারুক মণ্ডল জানায় যে তিনিই নাবালিকাকে খুন করেছেন। শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে নারায়ণপুর গ্রামে মাটিচাপা দিয়ে রাখার কথাও স্বীকার করে নেয় সে। যেখানে পুঁতে রাখা হয় বলে অভিযোগ, নারায়ণপুর গ্রামের ওই জায়গায় কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করে পুলিশ। রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মৃতদেহ মাটি থেকে তোলার ব্যবস্থা করে ও ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

'বেঁটে, মাথায় টাক, চোখ ট্যারা', বিয়েতে না বলতেই পাত্রীকে তুলতে এল পাত্র, শেষে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৪ নভেম্বরঃ পাত্র বেঁটে। মাথায় আবার টাক, চোখ ট্যারা। এমনটাই দাবি মেয়ের বাড়ির লোকজনের। বিয়ে ঠিক হলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে নারাজ পাত্রী। মেয়ের বিয়ে দিতে চান না পরিবারের লোকজনও। কিন্তু, বিয়ে করতে ততক্ষণে উঠে পড়ে লেগেছে পাত্র। জেরাজুরি করে কাজ না হওয়াতে একেবারে অন্য প্ল্যান। সিনেমার কায়দায় মেয়ের বাড়িতে চলল অভিযান। মেয়েকে তুলে নিয়ে যেতে গিয়েও হল না শেষ রক্ষা। শেষে পুলিশ গ্রেফতার করল পাত্র-সহ তিনজনকে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক ছাত্রীর

বিয়ের জন্য বছর খানেক আগে দেখাশোনা শুরু হয়। বিয়ের কথা চলে একই থানা এলাকায়। কথাবার্তা হয় সিকিরহাট এলাকার যুবক রজনী মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে। কিন্তু, মেয়ের বাড়ির লোকজনের শেষ পর্যন্ত রজনীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে নারাজ। পাত্র বেঁটে, মাথায় টাক, চোখ ট্যারা এই দাবি করে বিয়েতে নারাজ পাত্রীও। কিন্তু, ততক্ষণে ওই মেয়েকেই চাই বলে মনস্থির করে ফেলেন যুবক। অভিযোগ, বিয়েতে না বলতেই মেয়েটির বাড়ির সামনে এসে আত্মহত্যার হুমকিও রজনী। রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেবে বলেও ফোনে শাসানি দেয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকে রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটছিল মেয়ে-সহ মেয়ের বাড়ির লোকজনের। এদিকে মেয়ের বাবা আবার কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। অভিযোগ, এরইমধ্যে শনিবার রাতে মেয়েটির বাড়িতে আচমকা চলে আসে ওই যুবক। বিয়ের জন্য জোর করে তুলে নিয়ে যেতে চায়। বাড়িতে তখন মায়ের সঙ্গে মেয়েটি একা। তাঁধের চিৎকারেই ছুটে আসে আশপাশের লোকজন। ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। খবর যায় কুলতলি থানায়। শেষে পাত্র-সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদেরকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ।

ডিরেক্টরেট সাধারণ পুনর্বাসন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

কর্মমেলা ঃ কলকাতা

২৯ নভেম্বর ২৪. সকাল ০৭.০০ টায়
রেজিস্ট্রেশন চলবে বেলা ১০টা পযন্ত
ভেন্যু-সল্টলেক আর্মি ক্যাম্প (নিক্কো পার্কের নিকটে)
সল্টলেক সেক্টর ৫, কলকাতা

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ঃ
ইএসএম আই কার্ড এবং ৫ কপি ফটোগ্রাফ সহ সর্বশেষ সিভি / বায়ো ডাটা

ইএসএম চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় পিএসইউ / কর্পোরেট (নিয়োগদাতা) থেকে নিয়োগকারীদের সাথে যোগাযোগ
ঝামেলা মুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া একাধিক কাজের সুযোগে কোনো খরচ নেই
আগ্রহী ইএসএম এছাড়াও এখানে নিবন্ধন করতে পারেনঃ kolkatajobfair29nov24@grnail.com

নিয়োগকারীদের জন্য সুবিধা

ভেটেরান্স ট্যালেন্ট পুলে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস
অনলাইনে নিবন্ধন করুন এবং www.dgrindia.gov.in-এ
আপনার কোম্পানির স্টল বুক করুন। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বরাদ্দ

আরও প্রশ্ন ও সহায়তার জন্য, যোগাযোগ করুন

যুগ্ম পরিচালক (সিই ও সিআই) ডিরেক্টরেট জেনারেল রিসেটেলমেন্ট
পশ্চিম ব্লক ৪, আরকে পুরম, নিউ দিল্লি-১১০০৬৬
টেলিফোনঃ(অফিস) ০১১-২০৮৬২৫৪২

ইমেলঃ seopadgr@desw.gov.in
ওয়েব সাইট ঃ http://www.dgrindia.gov.in

ডিআরজেড (পূর্ব) কলকাতা
টেলিফোনঃ০৩৩-২৯৫৩০১৯৫
ই-মেইলঃdrzekoldesw.gov.in
ইএসএম এবং স্থান অনুসন্ধান
ওআইসিঃ ৭২১৭৩৬১৩৯৯
জেসিও আইসিঃ ৯৬৮২৫৫১৮৭৪

CBC 10401/11/0015/2425

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/004/30/2024-2025
Name of the work: **Repairing of sewer and its adjuncts at 14/2, Uma Kanta Sen Lane, 5/3C, 8, 9, etc. Simlai Para Lane, 26/47, 26/48, Dum Dum Road and other places in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,571.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/006/20/2024-2025
Name of the work: **Repairing of staff quarter at 5/3, Priyanath Mukherjee Road in Ward No.-006.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,95,555.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/009/08/2024-2025/BS
Name of the work: **Improvement of Bustee sewer at 2, Nandaram Sen 1st Lane, 8A, K. K. Sur Street in Ward No.-009.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,154.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/002/36/2024-2025
Name of the work: **Repairing of IPS passages at 4, 7 Seven Tanks Lane and other surrounding places in Ward No.-002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,89,716.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/002/35/2024-2025
Name of the work: **Repairing of IPS passages at 12, 15 Santrapara Lane and other surrounding areas in Ward No.-002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,88,231.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/002/34/2024-2025
Name of the work: **Repairs to I.P.S. passages at 8, 9P Raja Bagan Lane and other surrounding areas in Ward No.-002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,89,199.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/002/24/2024-2025
Name of the work: **Repairing of IPS passages at 8, 9 Harish Chandra Pal Lane and other surrounding areas in Ward No.-002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,76,527.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/001/40/2024-2025
Name of the work: **Repairing of IPS passages at 8/1, 9 etc. Rustomjee Parsee Road and other surrounding areas in Ward No.-001.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,86,292.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/I/001/38/2024-2025
Name of the work: **Restoration of damaged I.P.S. passages at 5A, 5C, 6A, 8B etc. Prannath Sur Lane and other surrounding areas in Ward No.-001.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,83,912.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/I/001/36/2024-2025
Name of the work: **Repairs to damaged I.P.S. passages at 12, 14 etc. Pramanick Ghat Lane and other areas in Ward No.-001.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,94,112.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/I/008/31/2024-2025
Name of the work: **Repairing of IPS and paver block pavements at 40, Kashi Mitra Ghat Street Bustee and other places in Ward No.-008.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,54,939.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(12) NIT No. : KMC/EEC/I/005/22/2024-2025
Name of the work: **Restoration of IPS footpath at 5, 9, 15, 89, 144 etc. Indra Biswas Road and other surrounding areas in Ward No.-005.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,84,384.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(13) NIT No. : KMC/EEC/I/007/27/2024-2025/BS
Name of the work: **Improvement of Bustee sewer at 1, Bag Bazar Street in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,63,947.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(14) NIT No. : KMC/EEC/I/003/33/2024-2025
Name of the work: **Improvement of bathing platform at 21/H/118, 21/H/91, 21/H/122, etc. R. M. Road and other places in Ward No.-003.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,98,664.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **05.12.2024 - 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 14).** Tender will be opened on: **07.12.2024 - 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 14).** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (6 p.m.) (For Sl. No. 1 to 14).**

(15) NIT No. : KMC/EEC/I/006/34/2024-2025
Name of the work: **Repairing of IPS passages & footpaths at 4, 4/1, 5, 6/1, Dilarjung Road in Ward No.-006.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,280.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **02.12.2024 - 1 p.m.** Tender will be opened on: **04.12.2024 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024 (6 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 15).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/043/24-25/2nd Call
Name of the work: **Development of road by laying hot-mix at Ramjibanpur near Premises No.-83 in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,91,809.20.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **04.12.2024 - 12 noon.** The tender will be opened on: **06.12.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIV/130/031/24-25/R (1st Call)
Name of the work: **Improvement of concrete passage in the Bye Lane of R. K. Sarani near Premises No. 280 & 302 etc. in Ward No.-130.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,01,969.48.** Earnest money: ₹ **4,100.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIV/129/028/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of U/G sewer line at the slum area of H. M. Road near Premises No. 88A, 86/G/2 etc. in Ward No.-129.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,369.74.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of submission of bid: **04.12.2024 (upto 11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **06.12.2024 (11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (from 5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work:

NIT No. : X/089/044/2024-2025/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of sewerage net-work system near Premises No.-50 Sultan Alam Road, 23 P. R. Lane etc. (Bustee) in Ward No.-089, BR-X.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,48,304.68.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **05.12.2024 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **07.12.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/082/043/2024-2025/R
Name of the work: **Maintenance of drainage system by desilting at 60, 90, 82, 76, 4A, Rakhal Das Auddy Road, 1, 2, 3 Chetla Hut Road, 21, 3B, Pitambar Ghatak Lane in Ward No.-82.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,99,515.84.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/082/044/2024-2025/R
Name of the work: **Development of Bustee passage at 101, 103, 107, 97, Alipore Road and adjacent area in Ward No.-82.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,99,549.42.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/082/045/2024-2025/R
Name of the work: **Development of Bustee passage at 3B, 21, 17, Pitambar Ghatak Lane in Ward No.-82.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,499.34.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **05.12.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **07.12.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

CORRIGENDUM

NIT No.: (1) KMC/EE(C)/Br-VIII/072/16/2024-2025/R published in this Newspaper on **06.11.2024** (Key No. 802/24-25) of **Engineering Civil Br-VIII Department** (Sl. No. 1). Last date and time of submission of bid will be **27.11.2024** instead of 22.11.2024 - 12 noon. Tender will be opened on **29.11.2024** instead of 25.11.2024 - 12.30 p.m. Other details will remain unchanged.

(908/24-25)

শ্রেয়সের রেকর্ড ভেঙে আইপিএল-এর ‘মহার্ঘ’ ক্রিকেটার পন্থ!

জেদ্দা, ২৪ নভেম্বরঃ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ২০২৫ আইপিএল টুর্নামেন্টের মেগা অকশন। এই নিলাম অনুষ্ঠানে একের পর এক রেকর্ড দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম সেটেই শ্রেয়স আইয়ারের জন্য ২৬.৭৫ কোটি টাকা খরচ করেছিল পঞ্জাব কিংস। কিন্তু, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই রেকর্ড ভেঙে যায়। আর ভাঙলে ঋষভ পন্থ। এই প্রথমবার আইপিএল নিলাম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন ঋষভ। আর লখনউ সুপার জায়ান্ট তাঁকে ২৭ কোটি টাকার বিনিময়ে দলে তুলে নিল। লখনউ সুপার জায়ান্ট ইতিমধ্যে তাদের ক্যাপ্টেন কেএল রাহুলকে ছেড়ে দিয়েছে। শোনা যায়, সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে খারাপ সম্পর্কের কারণেই রাহুল এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই পরিস্থিতিতে লখনউ যে একজন অধিনায়কের খোঁজ করছিল, তা বলা যেতেই পারে। এই পরিস্থিতিতে ঋষভকে তারা দলে টানল। ফলে ঋষভের মাথাতেই যে অধিনায়কত্বের মুকুট উঠছে, তা বলা যেতেই পারে। দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক

হিসেবে অবশ্য ঋষভ খুব একটা ভাল পারফরম্যান্স করতে পারেননি। কিন্তু, তাঁর বর্তমান ফর্মের দিকে তাকিয়ে অনেকেই আশা করছিলেন যে পন্থের দর অনেকটাই উর্ধ্বমুখী হতে পারে। এমনকী, কয়েকদিন আগে ঋষভ নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে সমর্থকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন আইপিএল নিলামে তাঁর কত টাকা দর উঠতে পারে? শেষপর্যন্ত এভাবে যে যাবতীয় রেকর্ড তিনি ভেঙে দেবেন, সেটা বোধহয় কেউ ভাবতে পারেননি। পন্থকে নেওয়ার জন্য শুরু থেকেই ঝাঁপিয়েছিল লখনউ। তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কিন্তু পন্থের দাম ১০ কোটি ছাড়াতেই পিছিয়ে যায় আরসিবি। এর পর লখনউয়ের সঙ্গে দর হাঁকতে শুরু করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দাম ওঠার পর ছেড়ে দেয় তারা। পন্থকে আরটিএম কার্ডের মাধ্যমে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু হায়দরাবাদ ২৭ কোটি টাকা দিতে চায়। তার পর আর এগোয়নি দিল্লি।

যশস্বী-কোহলির ‘বিরাট’ টার্গেট

বুমরাদের চাই আর ৭টি অনবদ্য ডেলিভারি

পারথ, ২৪ নভেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য রবিবার খুশি ডাবল হয়েছে। দিনের শুরুতে প্রথমত পারথে সেঞ্চুরি হাঁকান তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। আর দিনের শেষটাও সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে করেন বিরাট কোহলি। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। ভারতের অপর ওপেনার লোকেশ রাহুল ১৭৬ বলে ৭৭ রানে মাঠ ছাড়েন। তিনে নামা দেবদত্ত পাড়িক্কাল ২৫ রান করেন। চারে নেমে কোহলি আজ হাঁকিয়েছেন অনবদ্য সেঞ্চুরি। ৯৪ বলে

হাফসেঞ্চুরি করেন। আর ১৪৩ বলে তিনি পূর্ণ করেন সেঞ্চুরি। এটি তাঁর কেরিয়ারের ৩০তম শতরান। তৃতীয় দিন ভারত ইনিংস ডিক্লেয়ার করার পর ব্যাট হাতে নেমে পড়েন অজিরা। প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার সামনে বিরাট-যশস্বীরা রেখেছেন ৫৩৪ রানের টার্গেট। চতুর্থ ইনিংসে এত রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড কোনও টিমের নেই। অতীতে ৪১৮ রান সফলভাবে তাড়া করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়া। ২০০৩ সালে ক্যারিবিয়ানদের গড়া সেই রেকর্ড অজিরা পারথে ভাঙতে পারবেন কিনা সেদিকেই নজর থাকবে ক্রিকেট প্রেমীদের। প্রথম দিন ১৭ উইকেট পড়া পিচেও অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা যে প্রায় দু’দিন ধরে উইকেটের জন্য হা পিত্যেশ করলেন, তার জন্য দায়ী যশস্বী। নানা চেষ্টা করেও ভারতীয় তরুণের রক্ষণ টলাতে পারেননি জশ হেজলউডেরা। যশস্বীর রক্তে লড়াই ঢুকিয়ে দিয়েছে মুম্বইয়ের ঝুপড়ি। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বড় হওয়া খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হওয়ার তেমন কিছু থাকে না। সব কিছুই যেন তাঁদের কাছে প্রাপ্তি। যশস্বীও একই গোত্রের। তাঁর লড়াই সংক্রামিত হল দলের বাকিদের মধ্যেও। ওয়াশিংটন সুন্দর (২৯), নীতীশ কুমার রেড্ডিরা (অপরাজিত ৩৮) বড় রান না করলেও প্রয়োজনীয় জুটি তৈরিতে সাহায্য করলেন। কোহলি ৩০তম টেস্ট শতরান করতেই দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিলেন বুমরা। ৬ উইকেটে ৪৮৭ রান তুলে দান ছেড়ে দিল গৌতম গম্ভীরের দল। ঘরের মাঠে জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য ৫৩৪। প্রায় দু’দিন ধরে পার্থের গরমে ফিল্ডিং করে ক্লান্ত অস্ট্রেলীয়দের রবিবার শেষ বেলায় কয়েক ওভার ব্যাট করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন গম্ভীরেরা। চাপে থাকা প্যাট কামিন্সদের আরও কোণঠাসা করে দেওয়ার লক্ষ্যও ব্যর্থ হয়নি। প্রথম ওভারেই মাথান ম্যাকসুইনিকে (শূন্য) বুমরা এবং চতুর্থ ওভারে কামিন্সকে (২) মহম্মদ সিরাজ আউট করে দিয়েছেন। মার্নাস লাবুশেনকেও (৩) দিনের শেষ ওভারে আউট করে দিলেন বুমরা। অসিদের রান ৩ উইকেটে ১২। লাবুশেন আউট হওয়ার পরই দিনের খেলা শেষ করে দেন আম্পায়ারেরা।

জন্য এই অজি সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠতে হলে এই সিরিজের ৪টে টেস্ট জিততে হবে ভারতকে। সেই পথেই এগোনোর চেষ্টা করছে টিম ইন্ডিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে কোহলির সেঞ্চুরি পূর্ণ হতেই ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেন রোহিতের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের ব্যাটন সামলানো জসপ্রীত বুমরা। পারথে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪৮৭ রান তোলে টিম ইন্ডিয়া। ২৯৭ বলে ১৬১ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দেন

পন্থ, শ্রেয়সকে ছেড়ে ২৪ কোটিতে ভেঙ্কটেশ! তিন গুণ বেশি দিয়ে ক্যাপ্টেন কিনল কেকেআর?

জেদ্দা, ২৪ নভেম্বরঃ আইপিএলের মেগা নিলামে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটারের দিকে বাড়তি নজর ছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম মধ্যপ্রদেশের অলরাউন্ডার ভেঙ্কটেশ আইয়ার। নাইটদের তৃতীয় আইপিএল ট্রফি জয়ের নেপথ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন ভেঙ্কি। এমবিএ ডিগ্রিধারী ভেঙ্কটেশ ২২ গজে নামলে নজর কাড়েন। তাঁর যে মেগা নিলামে ভালো দর উঠবে, তেমনটাই বলাবলি হচ্ছিল ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। কেকেআর রিটেন করেনি। তবে তাঁর জন্য অকশনে লড়াই। লখনউ সুপার জায়ান্টসও ভেঙ্কটেশকে ফেরাতে মরিয়া। আরসিবি লড়াইয়ে ঢুকল ৮ কোটি দর হেঁকে। কেকেআর লড়াইয়ে রয়েছে। দাম পেরিয়ে গেল ১৫ কোটি। কেকেআর ও আরসিবির লড়াই জারি। কেকেআর দর হাঁকতেই দ্রুত জবাব আরসিবির। ১৭ কোটি ছুঁল ভেঙ্কটেশ। কেকেআর ১৯.২৫ কোটি ডাকতেই কিছুটা পজ। আরসিবি ফের লড়াইয়ে। ২১ কোটি দর হাঁকে কেকেআর। আরসিবি লড়াইয়ে। ২২ কোটি ছাপিয়ে গেল ভেঙ্কটেশ আইয়ার। ২৩.২৫ কোটিতে আরসিবি ভেবে ২৩.৫০ কোটি। কলকাতা যেন মরিয়া ভেঙ্কটেশকে ফেরাতে। ২৩.৭৫ কোটিতে দান ছাড়ে আরসিবি। বাকিরা আর কেউ লড়াইয়ে আসেনি। কেকেআর নিল ভেঙ্কটেশকে ২৩.৭৫ কোটি টাকায়! কিছুটা যেন অপ্রত্যাশিত! মধ্যপ্রদেশের তারকা অলরাউন্ডার ভেঙ্কটেশ আইয়ারের আইপিএল অভিষেক হয় ২০২১ সালে। গত মরসুম অবধি কেকেআরের জার্সিতেই আইপিএলে খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এখনও অবধি ৫১টি আইপিএল ম্যাচ খেলেছেন ভেঙ্কি। মধ্যপ্রদেশের অলরাউন্ডারের একদিকে রয়েছে পাওয়ার হিটিং ক্ষমতা। পাশাপাশি তিনি বোলিংয়েও পারদর্শী। কেকেআরের হয়ে ডেবিউ মরসুমে ভেঙ্কটেশ ১০টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরের বছর আইপিএলে ১২টি ম্যাচ খেলেন। ২০২৩ সালে ১৪টি ম্যাচ খেলেন। কিন্তু সে মরসুমে তিনি বোলিং করেননি। চব্বিশের আইপিএলে ৬টি বল করেন তিনি। উইকেটের দেখা মেলেনি। নিজের আইপিএল ডেবিউ মরসুমে ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন। ব্যাট হাতে আইপিএলে ভেঙ্কটেশের প্রাপ্তি ১৩২৬ রান। যার মধ্যে রয়েছে ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে একটি সেঞ্চুরি। ২০০৮ সালের আইপিএলে কেকেআরের প্রথম ম্যাচে ব্রেন্ডন ম্যাকালাম সেঞ্চুরি করেছিলেন। তারপর কেকেআরের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ১৫ বছর পর সেঞ্চুরি ভেঙ্কটেশ আইয়ারের। গত আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্কোয়াডে ৪ জন অলরাউন্ডার ছিলেন। অনুকূল রায়, রমনদীপ সিং, আন্দ্রে রাসেল ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার। এই চারজনের মধ্যে ২জনকে রিটেন করেছে কেকেআর। আন্দ্রে রাসেল ও রমনদীপ সিং। ফলে মেগা নিলামে অলরাউন্ডারে নজর ছিল কেকেআরেরও। নিজের বেস প্রাইস ২ কোটি টাকা রেখেছিলেন ভেঙ্কটেশ। তাঁকে ২৩.৭৫ কোটিতে কিনল কেকেআর।

হাল ছাড়ল কেকেআর, রাহুলকে নিল দিল্লি

জেদ্দা, ২৪ নভেম্বরঃ তিনি হয়তো মহেন্দ্র সিং ধোনি নন, তবে ঠান্ডা মাথার ক্যাপ্টেন অবশ্যই। আর মেগা অকশনে তাঁকে নিতে অনেক দলই মুখিয়ে থাকবে এমন প্রত্যাশাই ছিল। দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটার, কিপার এবং ক্যাপ্টেন মেগা অকশনে রেজিস্টারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেশের জার্সিতে তিন ফরম্যাটেই খেলা লোকেশ রাহুলের বেস প্রাইস ছিল ২ কোটি টাকা। সেই দরটা কোথায় পৌঁছয়, আকর্ষণ ছিল সেটাই। যদিও শ্রেয়স ও ঋষভের মতো দর উঠল না লোকেশ রাহুলের। মেগা অকশনে তাঁকে নিয়ে কী হল? কলকাতা নাইট রাইডার্স প্রথম বিড করে। দ্রুতই আরসিবি লড়াইয়ে। ৫ কোটি আরসিবি। কেকেআর ৫.২৫। কলকাতা ও আরসিবির লড়াই রাহুলকে নিয়ে। ৮ কোটি আরসিবি। কেকেআরও ময়দানে। ৯.৫০ কোটিতে ভাবনায় কেকেআর। তবে লড়াইয়ে। ১০.৭৫ কোটিতে ভাবনায় আরসিবি। সময় চেয়ে নেয় তারা। কেকেআরের সঙ্গে ১১ কোটিতে দিল্লি লড়াইয়ে নামে। কেকেআর ফের ভাবনায়। ১১.২৫ কোটি কেকেআর। ১১.৫০ দিল্লি। ১১.৭৫ কলকাতা। ১২ কোটি দিল্লি। কেকেআর দান ছেড়ে দেয় ১২ কোটিতে। ১২.২৫ কোটিতে ময়দানে সিএসকে। দিল্লি ১২.৫০। সিএসকে ১২.৭৫। দিল্লি ও সিএসকে। ১৩.৫০ কোটি দিল্লি।

এগচ্ছে চেন্নাই। ১৪ কোটিতে দান ছাড়ল চেন্নাই সুপার কিংসও। দিল্লি ক্যাপিটালস ১৪ কোটিতে। আরটিএম নিয়ে প্রশ্ন লখনউকে। তারা মানা করে। দিল্লি ক্যাপিটালস লোকেশ রাহুলকে মাত্র ১৪ কোটিতে পেয়ে গেল। ক্যাপ্টেন-কিপার-ব্যাটার। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এ বারের মেগা অকশনে হাই প্রোফাইল ক্রিকেটার লোকেশ রাহুল। তাঁকে নিয়ে কোনও বিশেষণই যথেষ্ট নয়। ঠাণ্ডা মাথায় নেতৃত্ব দিতে পারেন, দুর্দান্ত কিপার তেমনই ব্যাটিংয়ে যেমন বিধ্বংসী রূপ দেখাতে পারেন, প্রয়োজনে অ্যাঙ্করও। ‘ফুল প্যাকেজ’ বলা যেতে পারে লোকেশ রাহুলকে। আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল ক্রিকেটার। তবে গত মরসুমটা বড় অস্বস্তিকর কেটেছিল। আত্মসম্মান বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লখনউ সুপার জায়ান্টসকে তাই বিদায় জানাতেই হয়েছিল। তিনি চাননি, লখনউয়ের রিটেনশন তালিকাতে থাকুক তাঁর নাম। তাই লেখানে লোকেশ রাহুলের নাম ছিল না।

‘আহত বাঘকে কখনও খুঁচিও না’

পারথে শতরানে প্রত্যাবর্তন কোহলির

পারথ, ২৪ নভেম্বরঃ হাসিটুকুই ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো। উপচে পড়া কান্না মোছা হাসি? যন্ত্রণা ভোলার? নিজেকে ফিরে পাওয়ার? জবাব দেওয়ার? নাকি এই হাসি স্বস্তির? চার হয়েছে কিনা, জানা ছিল না। কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলেন। আম্পায়ারের চারের সিদ্ধান্তের পর হেলমেট খুলে হাসলেন। শিশুর মতো। ১৬ মাস পর টেস্টে সেঞ্চুরির কাহিনিতে ফিরলেন বিরাট কোহলি। এই ষোলোটা মাস কত সমালোচনা শুনেছেন তিনি? অস্ফুটে বলে গেলেন, ‘‘সে সব জানে অনুষ্কা।’’ পিঠোপিঠি উড়ে বেড়াচ্ছে দুটো প্রশ্ন। প্রথমটা, বিরাট কোহলির কি অস্ট্রেলিয়া সফরের পর টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে নেওয়া উচিত? আর ১২১-এর পর হারিয়েই গিয়েছিলেন। যদি আরও একটু পিছনে হাঁটা যায়, সেঞ্চুরির আলো খুঁজে পাওয়া যাবে না সে ভাবে। ২০১৯ থেকে ৫ বছরে মাত্র ৩টে সেঞ্চুরি। সেই বিরাট জাগলেন সেঞ্চুরির মশাল জ্বালিয়ে। ৫ বছরে চতুর্থ সেঞ্চুরি। অস্ট্রেলিয়ায় মাঠে সাত নম্বর। ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে এতদিন সচিন তেন্ডুলকরই ছিলেন ভারতীয় হিসেবে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক। ওই হাফডজন সেঞ্চুরি টপকে অস্ট্রেলিয়ায় সাত নম্বর। সচিনের পর কভার ড্রাইভের পেটেন্ট রয়েছে তাঁর। স্ট্রেট ড্রাইভ, স্কোয়্যার কাটেরও। পারথ যেন নতুন করে আবিষ্কার করল ৩৭ বছরের এক ‘তরুণ’কে! সুইপ তাঁর দুর্বলতম

দ্বিতীয়টা, আহত বাঘকে খোঁচালে কতটা আগ্রাসী হয়? প্রথম প্রশ্নটা যমুনার জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। আপাতত যত আলোচনা দ্বিতীয় প্রশ্নটা নিয়েই। রান নেই। শেয়ার বাজারে ধ্বসের মতো পড়ছে ব্যাটিং গড়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামান্য জ্বলে উঠেছিলেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভরাডুবি। এখান থেকে কি ফিরে আসা যায়? যায়, যদি তাঁর নাম বিরাট কোহলি হয়। রিকি পন্টিং খোঁচা দিয়েছেন সফর শুরুর আগেই। তিনিও কি বিরাটকে জাগাতে চেয়েছিলেন? ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরটা শুরু করেছিলেন পারথ দিয়ে। ১২৩ রানের ইনিংস ছিল নামের পাশে। ৬ বছর পর সেই পারথকেই বাছলেন কিং কোহলি। ওয়ান ডে, টি-টোয়েন্টিতে আছে। কিন্তু টেস্টে নেই। বিরাট যেন ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিলেন লাল বলের সাম্রাজ্যে। ২০২৩ সালের ২০ জুলাই, পোর্ট অফ স্পেন এসেছিল শেষ সেঞ্চুরি। শট। আউট হয়ে যান বারবার। অজি অফস্পিনার লিয়ঁকে বাছলেন সুইপের জন্য। আজ পর্যন্ত বিরাটকে কি রিভার্স সুইপ মারতে দেখা গিয়েছে? মনে পড়বে না। রিভার্স সুইপেরও ঝলক দেখিয়ে গেলেন। কাট, পুল, হুক, স্টেপআউট- পারথের গ্যালারি যেন ব্যাটসম্যানের শটলিস্টে টিক দিয়ে গেল একের পর এক। বিরাট সেঞ্চুরি করতেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করল ভারত। রান মেশিনেও মর্চে ধরে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন ভক্তরা। সেই তাঁদের যেন বিরাট বলে গেলেন, ‘‘পর্দার পিছনে কী চলছে, সেটা অনুষ্কা একমাত্র জানত। আমার মাথায় কী চলছিল, সেটাও। তবে বরাবরের মতো আমি টিমের জন্য খেলতে চাই। টিমের জন্য অবদান রাখায় নজর দিই। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে কোনওদিন ভাবিনি।’’ এ সব কথার কথা? নাহ, বিরাট এমনই। ব্যর্থতায় থাকলেও, সাফল্যে থাকলেও।

শেষের দুই গোলে ১০ জনের বার্সেলোনাকে রুখে দিল সেল্‌তা

দুই অর্ধের দুই গোলে জয়ের পথেই ছুটছিল বার্সেলোনা। নির্ধারিত সময়ের আট মিনিট বাকি থাকতে মার্ক কাসাদো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর মুহূর্তেই পাল্টে গেল চিত্র। পরের চার মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে নাটকীয়ভাবে পয়েন্ট তুলে নিল সেল্‌তা ভিগো।

ভিগো, ২৪ নভেম্বরঃ সেল্‌তার মাঠে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। রাফিনিয়া বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান রবের্ত লেভানডফস্কি। শেষ দিকে সেল্‌তার দুই গোল করেন গনসালেস ও আলভারেস। ২০২১ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম লা লিগার কোনো ম্যাচে দুই গোলের লিড নেওয়ার পর পয়েন্ট হারাল বার্সেলোনা। কাকতালীয়ভাবে, সেবারও তাদের প্রতিপক্ষ ছিল সেল্‌তা। ওই ম্যাচে একটা সময়ে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। ৯৬তম মিনিটে ইয়াগো আসপাসের গোলে ৩-৩ ড্র হয়েছিল ম্যাচ। লিগে পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট হারাল হান্সি ফ্লিকের দল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাত জয়ের পর সবশেষ আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির আগে রেয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা। চোটে বাইরে থাকা লামিনে ইয়ামালকে ছাড়া টানা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে শুরুতে গুছিয়ে উঠতে একটু সময় নেয় বার্সেলোনা। পঞ্চদশ মিনিটে প্রথম ভালো আক্রমণ থেকে এগিয়ে যায় তারা। নিজেদের অর্ধ থেকে জুল কুন্দের উঁচু করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন রাফিনিয়া, সেখানে প্রতিপক্ষের একজনের বাধা এড়িয়ে বাঁ পায়ের শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। এই মরসুমে বার্সেলোনার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের গোল হলো ১৩টি, সঙ্গে অ্যাসিস্ট আছে ১০টি। এবারের লিগে রাফিনিয়ার গোল হলো ৮টি, বার্সেলোনার জার্সিতে তিন মরসুমে লিগের এক আসরে যা তার সর্বোচ্চ। ২০তম মিনিটে দারুণ সেভে ব্যবধান ধরে রাখেন ইনিয়াকি পেনিয়া। বক্সের বাইরে থেকে ইলাইশ মোরিবার জোরাল ভলিতে বল এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান ২৫ বছর বয়সী

স্প্যানিশ গোলরক্ষক। ২৬তম মিনিটে বার্সেলোনা ডিফেন্ডার জেরার্দ মার্তিনের চাপে বক্সে ইয়াগো আসপাস পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করে সেল্‌তা। তবে রেফারি সাড়া দেননি। ৪১তম মিনিটে দুরূহ কোণ থেকে গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে চিপ শটে জালে বল পাঠান লেভানডফস্কি, তবে অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। তিন মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে দানি ওলমোর নিচু শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান সেল্‌তা গোলরক্ষক। পরের মিনিটে আসপাসকে ফাউল করেন আগেই একটি হলুদ কার্ড দেখা মার্তিন। তাকে দ্বিতীয় কার্ড দেখানোর দাবি তোলে আয়োজকরা। রেফারি তা না করায় সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে উল্টো হলুদ কার্ড দেখেন আসপাস। প্রথমার্ধের বাঁশি বাজার পরও বেশ ক্ষুব্ধ দেখা যায় তাকে। ঝুঁকি এড়াতেই হয়তো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মার্তিনের জায়গায় এক্তর ফোর্তকে নামান বার্সেলোনা কোচ। পেনিয়া পোস্ট ছেড়ে একটু ওপরে থাকায় ৫৫তম মিনিটে অনেকটা দূর থেকে উঁচু করে শট করেন আসপাস, পোস্টের একটু বাইরে দিয়ে যায় বল। ৬১তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে সেল্‌তার ঘুরে দাঁড়ানোর পথ কঠিন করে তোলেন লেভানডফস্কি। রাফিনিয়ার পাস বক্সের বাইরে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি তিনি। সেল্‌তার এক ডিফেন্ডার ক্লিয়ারের চেষ্টায় বল মারেন লেভানডফস্কির পায়ে। বল পেয়ে ডান পায়ের শটে বাকিটা সারেন পোলিশ তারকা। এই মরসুমে বার্সেলোনার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ ম্যাচে ২০ গোল করলেন ৩৬ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। এর মধ্যে লা লিগায় ১৪ ম্যাচে তার গোল হলো সর্বোচ্চ ১৫টি, ৮ গোলের বেশি নেই আর কারও। একটু পর তিন মিনিটের মধ্যে সেল্‌তার খেলোয়াড়দের দুটি শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দিয়ে দলকে রক্ষা করেন পেনিয়া। ৭৭তম মিনিটে দুর্ভাগ্যের কারণে গোল পাননি রাফিনিয়া। তার শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। দুই মিনিট পর আরেকটি সেভ করে জাল অক্ষত রাখেন পেনিয়া। সেল্‌তার একজনকে ফাউল করে ৮২তম মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মিডফিল্ডার কাসাদো। প্রতিপক্ষে একজন কম থাকার সুযোগে চাপ বাড়ায় আয়োজকরা। ৮৪তম মিনিটে বার্সেলোনা ডিফেন্ডার কুন্দের ভুলে সেল্‌তা পেয়ে যায় ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ। কুন্দে বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার পর জালে পাঠান গনসালেস। আর ৮৬তম মিনিটে ছয় গজ বক্সের কোণা থেকে গোল করে ঘরের মাঠের সমর্থকদের আরেকবার উল্লাসে ভাসান আলভারেজ। ১৪ ম্যাচে ১১ জয় ও এক ড্রয়ে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ২৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে রিয়াল মাদ্রিদ, গতবারের চ্যাম্পিয়নরা অবশ্য দুটি ম্যাচ কম খেলেছে। বার্সেলোনার সমান ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে আছে সেল্‌তা।

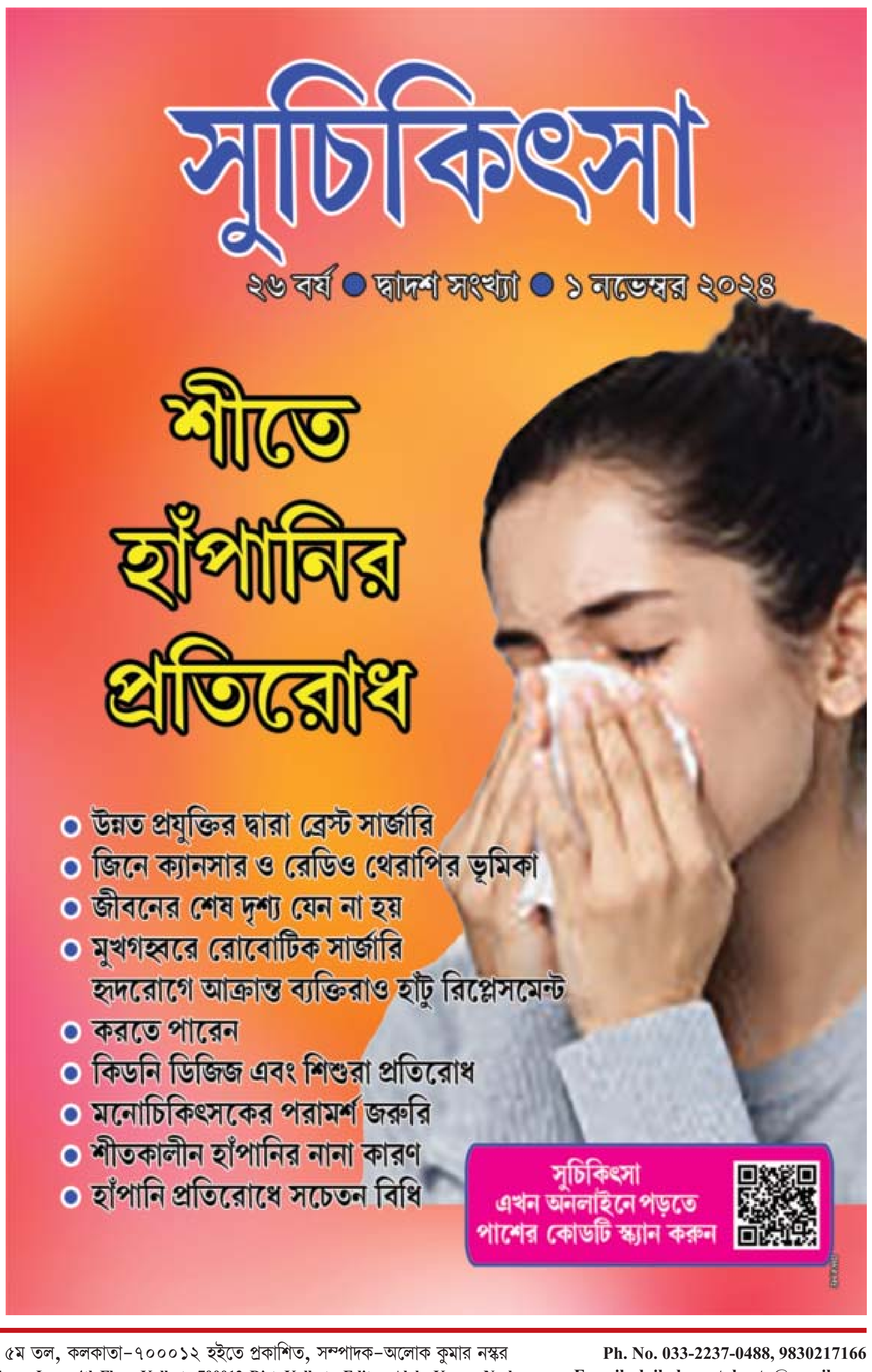

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com